

২৬

প্রবন্ধাবলী

সংস্করণ ২য়

০৭

PRESENTED

৭/৭৩

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি যশোলেখর

শ্রীশ্রী লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রাট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত ও অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১।	উপাসনা—মণ্ডলেখর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি বিরচিত	১
২	বৈদিক যুগে	১
৩।	অধ্যাত্মবিজ্ঞা	১০
৪।	বেদান্ত সোপান বা প্রণোত্তরী	১
৫।	উপনিষৎ রহস্য	১০
৬।	Vedic Culture	৭
৭।	শুরু যজুর্বেদীয় রূদ্রাষ্টাধ্যায়ী	১০
৮।	নিত্যানুষ্ঠেয় কর্মবিধি	৮০
৯।	মহাপুরুষ বাণী—“চন্দ্র সংগৃহীত”	১০
১০।	শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের বাণী	১০
১১।	ভোলানন্দ প্রসঙ্গ—স্বামী ঞ্জবানন্দ গিরি	৬০
১২।	স্বামী শিষ্যপ্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ১৮০ ২য় খণ্ড ১	১৮০
১৩।	শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত কাপড়ে বাধান ৩ কাগজে	২১০
১৪।	ইংরাজী জীবনী (স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের)	১১০
১৫।	শ্রীশ্রীগুরুগীতা	৬০
১৬।	সদাচার স্তোত্রমালা	১০
১৭।	মহাপুরুষ বাক্য (ছবিসহ সার উপদেশ)	৮০
১৮।	কুন্তমেলা বা কুন্তযোগ	১০
১৯।	আত্মবিচার—স্বামী সনকানন্দ গিরি	১৮০
২০।	উপনিষদের কথা—স্বামী বিবেকানন্দ গিরি	৩

উল্লিখিত পুস্তকাদি ও শ্রীগুরুমহারাজের মণ্ডলেখর মহারাজের ছবি নিয়ে
ঠিকানায় পাওয়া যায় :—

হরিদ্বার, লালতারা বাগ

ও

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

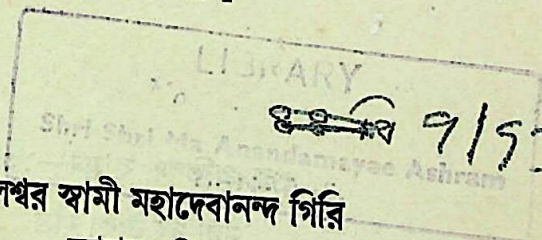
PRESENTED

ঔ তৎসৎ

Handwritten signature

প্রবন্ধাবলী ৭/৫৩

[প্রথম খণ্ড]



মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি
মহারাজ প্রণীত

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম
লালতারা বাগ, হরিদ্বার

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস্-সি,

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা

শুরুর প্রতিপদ, ফাল্গুন—১৩৫৫

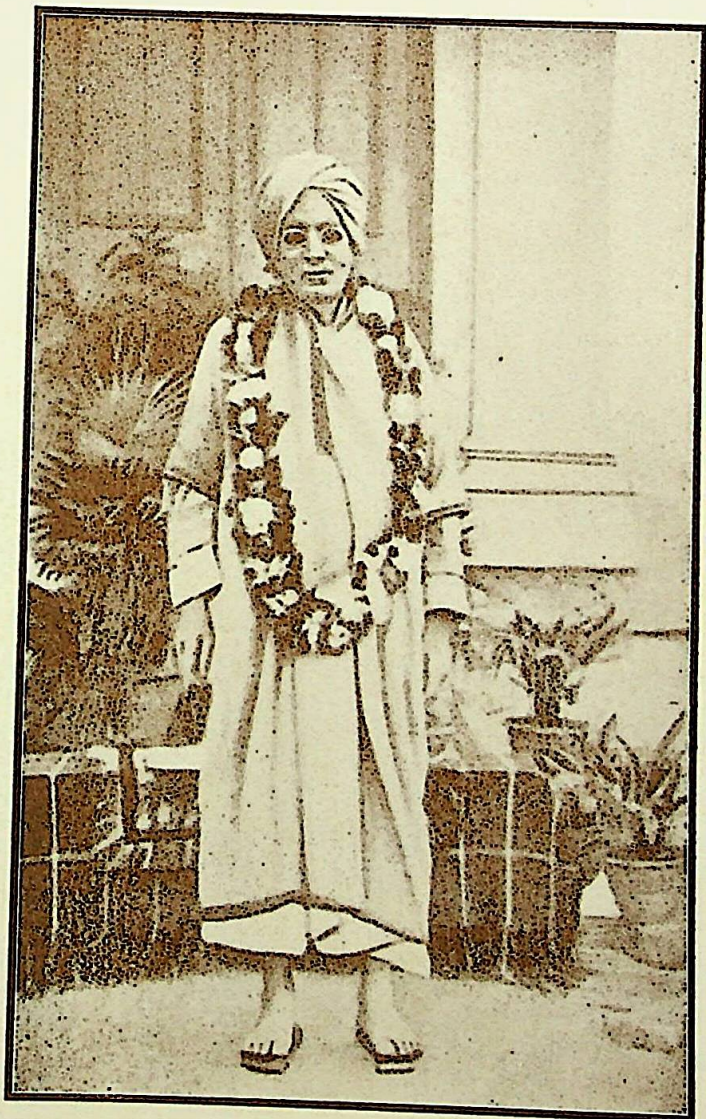
মূল্য দুই টাকা মাত্র

এই পুস্তকের সমস্ত লভ্যাংশ আশ্রমের।

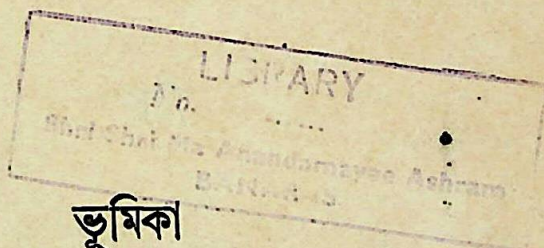
প্রিন্টার—শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবঙ্কিম প্রেস,

১১৮।২, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।



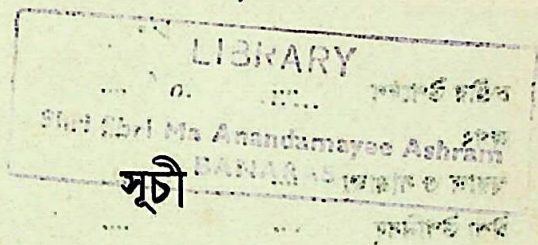
শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি



ভূমিকা

বর্তমান যুগ নববিজ্ঞানের বিকাশে উদ্ভাসিত। নববিজ্ঞান বৈদিককৃষ্টি হইতে উৎকর্ষ কিছু বলিয়াছেন কি না, এই ধারা লইয়া কতিপয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ নাটক নভেলের ন্যায় চিত্তবিনোদনকারিণী নহে। বরং সাধারণ সংস্কারের বিরোধী কোন কোন কথা সন্নিবেশিত থাকায় ইহা অপ্রিয় সত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যদি ইহা পাঠে কাহারও কোন উপকার লাভ ঘটে তবেই পরিশ্রম সার্থক বলিয়া গণ্য হইবে।

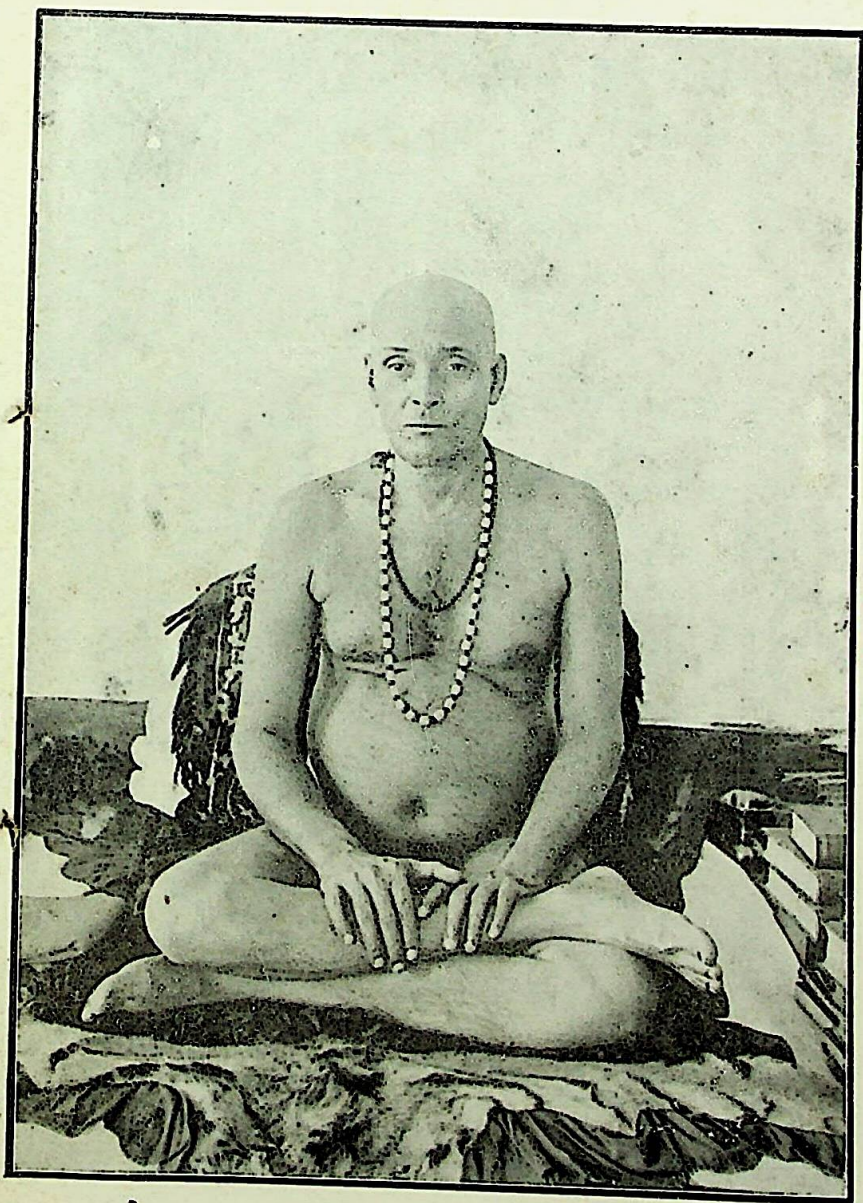
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি



नारायण					३०
ए विषयगत काहार					३१
डाक					३०
सृष्टि अनादि					३४
कर्म्म ও कर्मफल					३१
संस्कार					३०
स्वैच्छा					३६
अदृष्ट					३३
श्रीत ও प्रकृति					३१
नवीन विज्ञानवाद					३४
मार्ग					३१
नामरूप कर्म					४४
मा					४८
होता					५०
स्वामीन्					५१
रामकृष्ण					५२
वेद					६०
महाविष्णु					१२
प्राणीधर्म					१६
समाज					२०

१०

চণ্ডীর উপদেশ				৯৮
জগৎ				১০২
স্বরাজ ও সাম্রাজ্য		বিঃ.....		১০৭
ঈশা উপনিসদ				১১৩
নিত্যানিত্য				১২২
অহং				১২৮
দেবাস্থর				১৩১
গতাগতি				১৩৪
সাধন				১৪৭
গুরু				১৫২
ধর্ম				১৫৬
শিবরাত্র				১৬১
স্বদেশ				১৬৬
৫০				
৫১				
৫২				
৫৩				
৫৪				
৫৫				
৫৬				
৫৭				
৫৮				
৫৯				
৬০				



মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ ।

PRESENTED

LIBRARY

No.

9/53

প্রবন্ধাবলী

Sri Sri Anandamayee Ashram

Varanasi

নারায়ণ

নারায়ণ শব্দ নারা ও অন্ন শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন। “নারা নারাণঃ সমূহো নারম্ তৎ অন্নং যন্ত।” “নারা অন্নং যন্ত ইতি নারায়ণঃ ইতি মুকুটঃ।” নরাৎ জাতাঃ নারা আপঃ তদ্বানি বা অন্নং যন্ত। নারম্ অন্নতে জ্ঞানান্তি বা। আয়ন্নতি প্রবর্তয়তি বা ‘অন্ গতো’। নরতি নৃণান্তি বা। নৃ নয়ে অচ্। “নারোহজে মনুজেহর্জুনে। কবন্ধযুদ্ধকমাপো-
 নীর বার্বারি নারম্ ॥ অজো হরো হরে কামে বিধৌ ছাগে রঘোঃ স্মৃতে” ইতি বিশ্বঃ। “অজযুগে হরে বিধৌ রঘুজে বেধসি স্মরে।” ইতি হৈমঃ। নর যে অজবিষ্ণু তাহা হইতে জাত আপ (কারণ সলিল)। তাঁর নাভিকমলে তাহা হইতে জাত ব্রহ্মা। “তপস্তা চীরতে ব্রহ্ম ততোহন্নম্পতি জায়তে। অন্নাৎ প্রাপো মনঃ সত্যং লোকা কৰ্ম্মসু চায়ুতং” ॥ যু আপ এব ইদমগ্ন আসু স্তা আপঃ সত্যমহজস্তু সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং। বু আ ৫।৪।১।
 এই আপ ই অব্যাক্ততা যাহা হইতে সৃষ্টি ব্যাক্ত হয়। অব্যাক্তত মনস্তাখ্যামাসনং যদধিষ্ঠিতঃ। ভাগ ১২।১১। অব্যাক্ততাই প্রকৃতি। প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় গীতা ৪।৬। প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ। গীতা ৯।৮। সৰ্ব্বমাপোময়ং জগৎ।

নারা আপঃ (বিশাল কারণ সলিল) যার অন্ন বা অধিষ্ঠান তিনিই নারায়ণ। বাইবেলেও সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের আসন জলে ভাসমান ছিল বলে। কোরান্ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্ম বিষ্ণুকে ‘নমস্তে

জলশায়িনে' বলিয়া অর্চনা-করা হয়। আবার নারায়ণ-পূজনকালে বলে
 “‘ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ’ ইত্যাদি। সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
 পুরুষ নারায়ণ। সবিতা সূর্য্য তৎমণ্ডল-মধ্যবর্তী তার অর্থ কি? মধ্যবর্তিত্ব
 দুই প্রকারে হইতে পারে। যেমন ভাণ্ডস্থ দুগ্ধে জল দিলে জল দুধের
 সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে। যদি দুগ্ধভাণ্ডে একটা পয়সা পতিত হয়
 তাহা এক হাতে থাকে—বিস্তার লাভ করে না। এখন সেই পুরুষ সূর্য্য-
 মণ্ডলের সর্বত্র বিস্তৃতভাবে অবস্থিত কিবা পয়সাটির ছায় এক ক্ষুদ্রস্থানে
 অবস্থিত। পুরুষ অর্থ পূর্ণঃ অনেন সর্বং বাহ্য দ্বারা সব পূর্ণ। বিরাট
 পুরুষের দেহ ভূত্বকঃ স্বঃ ত্রিভুবনব্যাপী। জ্যো মন্তক অন্তরীক্ষ বপু পৃথিবী
 পদে। এজন্ত তাঁর নাম বাসুদেব। বাসয়তি ইতি বাসু ; যার দেবদেহে
 সব বাস করে ; যেমন, গীতা ১১শ অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে বর্ণিত “পশ্চান্নি
 দেবাঃ স্তব দেবদেহে সর্বাঃ স্তথা ভূত বিশেষ সজ্জান্। ব্রহ্মাণমীশং
 কমলাগনহৃদযীশে সর্ভানুরাগাংস্চ দিব্যান্।” ইত্যাদি। সূতরাং সূর্য্য-
 মণ্ডলের কোন ক্ষুদ্রাংশে মন্দিরস্থ দেব-মূর্ত্তিবৎ অবস্থিত বলিব? না
 সর্বব্যাপী অর্থে গ্রহণ করিব? যদি সর্বব্যাপী হন তবে সূর্য্যমণ্ডল
 জিনিষটা কি? উহা কি খালাখানার মত যে আকাশে উজ্জল
 দেখা যায় তাহাই মণ্ডল? না সূর্য্যময় গ্রহ উপগ্রহ সমূহের মণ্ডল?
 যদি গ্রহ-উপগ্রহবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডল হয়, তখন প্রশ্ন উঠে সম্রাট যেমন
 সামন্তরাজমণ্ডলী বেষ্টিত হন তেমনি সূর্য্যসমূহ যে আকাশে আছেন
 যাদের কেহ কেহ এই সূর্য্য হইতে শত শত গুণ বড় এবং তাদেরও
 গ্রহউপগ্রহ বেষ্টিত মণ্ডল আছে। এই সব সূর্য্যমণ্ডলব্যাপী পুরুষ
 কি নারায়ণ? বা সম্রাটবৎ মধ্যস্থিত? বিষ্ণুই নারায়ণ। “যে—
 বেষ্টি ব্যাপ্রোতি” ইতি বিষ্ণু সর্বব্যাপী পুরুষই বিষ্ণু। যিনি সর্বব্যাপী
 তিনিই যদি বিষ্ণু হন তবে সমস্ত সূর্য্যমণ্ডলব্যাপী নারায়ণ বলিতে

নারায়ণ

৩

হইতেছে। বাহা ঈশোপনিষদে “ঈশা বাস্তমিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ
 জগত্যাং জগৎ” বাক্যে বলা হইয়াছে। কোটী কোটী সৌরজগৎ
 আছে। সব সৌর জগৎ একত্রে বিশ্বজগৎ বলা হয়। ঈশার
 উল্লিখিত জগৎশব্দ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ জগৎকে নির্দেশ করিয়াছে।
 এবং তাহা বিনাশ গমনশীল অনিত্য বলিয়াছে। ঈশ বা নারায়ণ
 নিত্য। তাহার চিন্তনই আনন্দপ্রদ। অনিত্যচিন্তন আনন্দ দেয় না।
 “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বাহা তাহা ত্যাগে ব্রহ্মানন্দ
 ভোগকর শ্রুতি বলিবেন। বাহা সৰ্বব্যাপী তাহার বাহিরে স্থানাভাব
 জন্ত তিনি অচল হইবেন। কারণ চলিতে অতিরিক্ত স্থান প্রয়োজন।
 এখানে তাহার অসম্ভাব রহিয়াছে। অচল জন্ত নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয়
 জন্ত নির্বিকার। নির্বিকার জন্ত অব্যয় অক্ষয়। অব্যয় জন্ত নিত্য।
 নিত্য জন্ত অজ। অজ অর্থ বাহার জন্ম নাই এবং নির্বিকার ও অক্ষয়
 অব্যয় জন্ত তাহা হইতে কিছু জন্মায় না। স্মৃতরাং নিত্য নারায়ণ
 হইতে কিছু জন্মায় না। জন্মাইতে হইলে বিকার ও ব্যয় অনিবার্য।
 মাকড় নিজ দেহস্থ রসরূপ উপাদানে সূত্রদ্বারা জাল নির্মাণ করে
 তখন তাহাতে বিকার ও ব্যয় স্বীকার্য। সূত্র্য হইতে বিক্ষুলিঙ্গবৎ
 সূত্রেণও ব্যয় বিকার অনিবার্য। বিশেষ উপপত্তি বাহার হইবে
 তাহার স্থিতির জন্ত সূত্রেণ বাহিরে স্থান চাই, উপাদান চাই।
 সৰ্বব্যাপীর বাহিরে স্থান নাই। উপাদানে সৃষ্টি না করিলেও প্রভুর
 ইচ্ছায় সৃষ্টি হইতে আপত্তি কি? সৃষ্টি রাখিবার স্থানাভাব কেবল
 নয়? সৃষ্টি যেমনটী দৃষ্ট হয় তাহা দুঃখের আগার জন্ত ভবকারাগার
 বলে দুঃখময় সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনাত্মক রহিয়াছে। তিনি
 আনন্দস্বরূপ চেতন, তাহা হইতে দুঃখময় অচেতন জগৎ উৎপত্তি অতীব
 কষ্ট কল্পনা। বাহাতে বাহা নাই তাহা হইতে তাহার উপপত্তি

সম্ভব হয় না। যদি তিনি সৃষ্টি করিতেন তবে তাহা সুখময় ও চেতন হইত। নারা অমন এই যে নারা ইহাই অবিদ্যা হুঃখের, হুঃখময় কর্মেরও কর্মফলেদোহাদির কারণ। গীতা ৬২৩ “তং বিদ্বাধ হুঃখসংযোগ-বিরোগং যোগ সংজিতম্।” অবিদ্যা মায়াই হুঃখসংজক। যেমন রজ্জুতে সর্প আধারেই দৃষ্ট হয়, বায়ুদ্বোপের খেলা আধারেই দৃষ্ট হয়। “অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে।” রজ্জু সত্য সর্প প্রাতিভাসিক বা কাল্পনিক মাত্র। তেমনি নারায়ণ সত্য, নারায়ণ সৃষ্টি প্রাতিভাসিক বা কাল্পনিক মাত্র। পৌরাণিকগণ তাই সৃষ্টি তাঁর লীলা মাত্র বলিয়াছেন। এই নারাকেই মায়া বলে। তাই ঋগ্বেদে আছে “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ ইয়তে।” ঋগ্বেদের ইন্দ্রই পরমব্রহ্ম নারায়ণ। এই যে জীবতাব ইহা মায়াইক। মায়া বিদূরিত হইলে স্বরূপ প্রকাশ পায়। জীব স্বরূপতঃ নারায়ণ নারায়ণে জীব সংজ্ঞা। আবরণ উঠাইলে প্রকৃতবস্তু সত্যবস্তু প্রকাশ পায় তাই ঈশোপনিষদে “হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যত্বাপিহিতং মুখম্। তৎ স্বং পূয়ন্ অপাবুহু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে” প্রার্থনা। আবরণ উন্মোচনের জন্ত উপাসক উপাস্ত্র দেবতার নিকট সকাতে প্রার্থনা করিতেছেন। তৎপরবর্তী মন্ত্রে পৃথগাদি দেবতা সেই সত্য হইতে অছ নহে’ সেই সত্যবস্তুরই মায়া-বিভূতিমাত্র উপাসক বুঝিতে পারিয়াছেন। তৎপর গুরুরূপায় সাধনমার্গে অগ্রসর সাধক মননের পর নিদিধ্যাসনে জানিলেন যে উপাস্ত্র উপাসকতাব ও :হিরণ্ময় আবরণের অন্তর্গত। জ্ঞানের উন্মোখে, অজ্ঞান-আবরণ তিরোহিত হইলে সোপাধিক দেবতা, তদুপাসক উপাসনা কর্মের ফলাদি সব বিলীন হইয়া গেল। তখন তিনি জানিলেন তাঁর অন্তরে স্থিত অন্তর্যামী চেতন ও সর্বব্যাপী চেতন একই চেতম; ঘটাকাশ ও মহাকাশবৎ ঘটালয়ে একীভূত হইয়া গেল, তখন তিনি জানিলেন

এ বিশ্বজগৎ কাহার

৫

“বোহসাধসৌ পুরুষং সোহহমস্মি।” এজন্য শিষ্য গুরুকে “নমো নারায়ণায়” বলিয়া নমস্কার করিলে গুরু উত্তরে বলেন “নারায়ণো ভব” বা আরও সংক্ষেপে নারায়ণ। অর্থাৎ তুমি নারায়ণ হও, তাহাই তোমার স্বরূপ। নারায়ণ আবার উল্লেখ কর। দেখিবে তুমি আমি বলিয়া আর কিছুই পৃথক নাই, সবই সেই নারায়ণ।

এ বিশ্বজগৎ কাহার ?

সেদিন একজন শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন ভারত কাহার ? আর্য্যগণের নিবাস এই ভারতভূমি আর্য্যেরই বলিতে হইবে। একজন বিজ্ঞব্যক্তি বলিলেন ‘দেশ কাহারও নয় যে পাঁচজুতি মারিতে পারে তাহারই দেশ।’ তিনি বলিলেন ‘ইতিহাসে দেখা যায় ব্রটেনদ্বীপ ঝট্ট পিক্টাধীন ছিল। পরে রোম পাঁচজুতি মারিয়া দখল করেন। পশ্চাৎ এঙ্গল ও সেক্সনগণ পাঁচজুতি মারিয়া দখল করে। পরে ডিউক অব নরমেণ্ডি পাঁচজুতি মারিয়া উহা দখল করেন। তৎপশ্চাৎ ঝট্টরাজ জেমস্ উহা দখল করেন। ইহার কতকদিন পরে সিভিলযুদ্ধে রাজার প্রাণবধ করিয়া অলিভার ক্রমওয়েল পাঁচজুতি মারিয়া উহা দখল করেন, আবার চার্লস দি সেকেন্ড অলিভারের মৃতদেহ ফাঁসিতে চড়াইয়া উহা দখল করেন। এমন দেশের অধিকার অনধিকার ঘটয়া থাকে। বর্তমান কালে ভারতে আর্য্যের সংখ্যা অধিক হইলেও “সে সাহস বীৰ্য্য নাহি আর্য্যভূমে। পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে। চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে। লজ্জা রাহুগুণে লীন। ভারত হয়ে পরাধীন।” কবি গাহিয়া কাঁদিয়া

চলিয়া গিয়াছেন। পটপরিবর্তন হয় নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের জ্ঞান যদি দেশ কোন জাতি আপনার বলেন তাহা বাধিত বাক্য মাত্র। ভারতে সংখ্যালঘিষ্ট পাঠান, সৈয়দ, লোদী, তোগলক, মোঘলসাম্রাজ্য করিয়া অতীতে লীন হইয়াছেন। সংখ্যালঘিষ্ট বৃটনগণ এখন সাম্রাজ্যধিপতি। এক রাখালবালক শত শত মেঘ, গো, গাখা পরিচালিত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জ্ঞান তাদের স্থান বলা যেমন কথার কথা এও তেমনি নয় কি? “হুচ হুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে। প্রদীপটা জালিতে খেতে শুতে যেতে কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।” যখন কবি এই গান লেখেন তখন এতটা ঘটে নাই। বর্তমান রেশনিং-এর দিনে বা চলিতেছে। বাবা, কবিগণ দিব্যদর্শী হন। অল্প হইতে তাদের দৃষ্টি হৃদয় ভবিষ্যতে প্রবিষ্ট হয়। “স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এদেশ তোদের নয়। তোদের এদেশ হ’ত যদি, ঐ যমুনা গঙ্গা নদী পরের পণ্যে গোরাসৈন্যে জাহাজ কেন বয়।” চাল, ডাল, নুন, তৈল, পর্যন্ত নিজের বলা চলে না। আবার দেশটা কার? প্রশ্ন। ভারতবর্ষ ভারতরাজ্যের বর্ষ তাঁহার বক্তব্যে গঙ্গা যমুনা বলসিত হইত। অতীতের কাহিনী গাহিয়া দেশ আপনার করা যায় না? হাঁ ইহুদি জাতির গ্রায় বাঁহা তাঁহা গৃহহীন ভাবে ভবঘুরে হতে হয়নি এই ভাগিস্। ভারত কাহার গুণে পৃথিবী কাহার প্রশ্ন উঠে। জর্মন বলেন শর্মন আমরা আর্ঘ্য আমরা শ্রেষ্ঠ আর সব আমাদের গোভাবর্দ্ধনার্থ মাত্র থাকিবে। পাঁচজুতি মারিয়াই এই কথা বলে। এজ্ঞ বেদে ‘কত্রং রাজানাং’ ॥ ৩৫৯৪ ॥ ‘রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়শ্চ’ ॥ ৪৪২১১ ॥ ‘অশ্বনেধে স্ত্রীর্বাং কত্রং ধারয়তং’ ॥ ৫২৭৬ ॥ ‘স্বতত্ত্বা ক্ষত্রিয়াঃ’ ॥ ১০৬৬৮ ॥ ‘স্বতবেতা ক্ষত্রিয়ং সাম্রাজ্যায়’ ॥ ৮২২১৮ ॥ ইত্যাদি বাক্যে

এ বিশ্বজগৎ কাহার

৭

পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষাত্রবীৰ্য্য বার সাম্রাজ্য তার। সাম্রাজ্য বার তাঁর রাজ্যে স্থায়ী অন্তর্ভুক্ত হয় না। যখন ব্রহ্ম, শ্রাম, সূর্য্যাত্রা, বোর্নিও, দক্ষিণ আমেরিকা, ইথিওপিয়া, ইরোরোপীয়ান আৰ্য্য পতাকা উজ্জীন হইত তখন পৃথিবী তার ছিল বলা বাইতে পারে। পৃথিবীটা কার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে এই জগৎটা কার? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা কার? যে হইতে বাস করে তার? না আর কাহারো? জীব জগতে বাস করে তবে জীবেরই জগৎ কি? জগৎ দুর্ভাগ্য তার নিজ দেহটাও কি তার? যদি দেহ তার নিজের হইত তবে কলেরার বেসিলি ছয় ঘণ্টা মধ্যে তাহাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয় কেন? কুমিবিকারে মরে অর্থ কুমিগণ দেহ দখল করিয়া তাকে বাহির করিয়া দেয়। তেমনি টি, বি, পক্স বেসিলি দেহ দখল করিয়া তাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। লক্ষ লক্ষ প্রোটপ্লাজন্ ও কুমি সূত্র দেহেও বাস করে। দেহ কুমি প্রোটপ্লাসের বাসভূমি না তোমার জীবের। জীব মাত্রই স্বল্পায়ু, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান। জগৎটার অল্পশক্তিমান জীব আবাস করে বটে, শাসনশক্তি কি জীব হস্তে নিহিত? ঈশ শাসনে ঐশ্বর্য্যে। ঈশ্বর। বর শাসক ও ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর। ঋতি বলেন "মহন্তয়ং বজ্রযুগ্মতং।" "য একোজালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ॥" তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। জীব প্রজা ঈশ্বর রাজা উভয়ের, সম্বন্ধটা কি এই পর্য্যন্ত? ঋতিতে জালবান্ শব্দটা বড়ই গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে। জালবান্ অর্থ ঐন্দ্রজালিক বাহুকর। ইহা কি বাহুকরের খেলা মাত্র? না সত্যতা কিছু আছে? জগৎটা অচেতন অনিত্য জীবের দেহটাও জগতাংশ অচেতন অনিত্য। অচেতন দেহ চেতনের আবাস। বাষের ঘরে ঘোগের বাসা। জগৎ যদি বাহুর খেলা

প্রবন্ধাবলী

হয়। ঋগ্বেদ সর্বশাস্ত্র হইতে প্রাচীন, তাহাতে বলে “ইন্দ্রোন্নাম্নাতি পুরুষপ ঈয়তে।” “রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিঃ চ।” মায়ী অর্থ লোকে বলে মা আয়া। যাহা আসে নাই। ভাগবতে বলে “অবিজ্ঞমানোহপি অবভাসতে।” ঋতেহর্থঃ যৎ প্রতীয়েন ন প্রতীয়ত চান্মনি। তদ্বিজ্ঞাদান্মনো মায়ঃ যথা ভাসো যথা তমঃ।” প্রতিবিশ্ব বা রাহুচ্ছায়াবৎ মায়ী প্রয়োজন নাই তথাপি উপস্থিত হয়। যেমস সিনেমা গৃহে দৃশ্য সমুদ্র, নদী, পর্বত, রেল, জাহাজ ইত্যাদি আঁধারে বসিয়া দেখা যায়। আলোকে থাকে না। মায়ার অপর নাম তন বা আঁধার। সেই আঁধারে আবৃত হইয়া জগৎ দেখা যায় জ্ঞানালোকে থাকে না। ইহা নাকি আঁধারে দৃষ্ট রজ্জু সর্পবৎ প্রাতিভাসিক মাত্র। তবে কার রাজ্য কে অধিকার করে সে প্রশ্ন বৃথা। চেতন সর্বব্যাপী নিজ্জিন্ন, নির্বিকার, অব্যয় ও নিত্য। একথাও শ্রুতি বলেন। “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যে “জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ”। জীব ব্রহ্ম বই অপর কিছু নহে (নেহ ননাস্তি কিঞ্চন)। অবিজ্ঞা আঁধারে আপনাকে অক্ষম দুর্বল মনে করে, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। সেই ভ্রান্তি জ্ঞানোদয়ে বিদূরিত হইলে, সব চেতন একীভূত হইয়া যায় ঘটাকাশ মহাকাশবৎ। আর অচেতন উদ্ভাও হয় বায়ুস্ফোপের ক্রিয়াবৎ। যেমন সব নদীর একায়তন সমুদ্র তেমনি সর্ব জীবের একায়তন ব্রহ্ম। “যথা নন্তঃ শ্রদ্ধমানাঃ সমুদ্রায়নাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অন্তঃ গচ্ছতি ভিষ্টেতে তাঙ্গাঃ নামরূপে সমুদ্রইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেব অশ্রু পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়নাঃ পুরুষং প্রাপ্য অন্তঃ গচ্ছন্তি, ভিষ্টেতে তাঙ্গাঃ নামরূপে পুরুষ ইতি এবং প্রোচ্যতে। “স এষঃ অকালোহমৃতো ভবতি।” আর একটা আশ্চর্য্যকথা যতক্ষণ জীবভাব ততক্ষণ জগৎ ভাসে।

•এ বিশজগৎ কাহার

৯

জীবতার লয়ে জগৎ আপনা আপনিই লয় পায়। জীবতার অর্থ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সহ আত্মার তাদাত্ম্য ভাবে স্থিতি। মন বুদ্ধি জড় তাহা চেতন হইতে অছ। ইহা স্মৃষ্টিকালে জানা যায়। তখন মন বুদ্ধি জগৎ লয় হইয়া জীব অঙ্গ অবস্থায় কেবল একলা স্মৃথে থাকে। যখন যখন যনাদির স্পন্দন বা ক্রিয়া থাকে না তখন তখন জগৎ থাকে না। যেমন ক্লোরোফরম করিলে মনের স্পন্দন রহিত হয় জগৎ ভাসে না। মূর্ত্তাকালেও তদ্রূপ জগৎ ভাসে না মন স্পন্দন না থাকায়। স্মৃষ্টি কালেও মনক্রিয়া নাই জগৎ নাই। তবে কি মন স্পন্দনাত্মক জগৎ? জাগ্রত ও স্বপ্নে মন স্পন্দন থাকে জগৎও ভাসে। স্বপ্নে যে জগৎ ভাসে তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র, রজ্জুসর্পবৎই বটে। জাগ্রতের মন স্পন্দনে যে দৃশ্য প্রপঞ্চ ভাসে তাহা সত্যকার জগৎ কি? না উহাও প্রাতিভাসিক? মন একই উভয়ত্র। সেই একই মনের স্পন্দন ক্রিয়াও একই বটে। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কি? উভয়ত্র একই মনের যাত্রা বা চঞ্চলতা? ক্ষুধার তৃপ্তি, জীআদি ভোগের সুখ, সর্পাদি জন্তু ভীতি উভয়ত্র সমান। জাগ্রতের ও স্বপ্নের দৃশ্য উভয়ই বাহিরে দৃষ্ট হয়। ইহাতে একরূপতা অনিবার্য, চাই স্বীকার কর বা না কর। জাগ্রত কালে স্বপ্ন বিভ্রম বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে যখন রাজা ভিখারী সাজে বা ভিখারী রাজা সাজে তখন তাহাও প্রকৃত অবস্থার বিভ্রমেই ঘটয়া থাকে। জগৎটা একটা বিভ্রমই বটে এখানে লোক অহরহ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যুদ্বারা জর্জরীভূত হইয়াও সুখের আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্। বৈষম্যেই সৃষ্টি বা জগৎ। বৈষম্য অন্তরে বৈষম্য বাহিরে। আকার বর্ণাদিভেদ বাহিরে। বুদ্ধ্যাদির ভেদ অন্তরে ইহা বিদূরিত হইবার

নহে। বুদ্ধিমান্ অবুদ্ধিমানকে পরিচালিত করিবে। অবুদ্ধিমান্ দাসবৎ বুদ্ধিমানের অধীনতা পাশেই স্তম্ভী থাকিতে চেষ্টিত থাকিবে। পরমুখপ্রেক্ষিতা অধীনতার নামান্তর। যখনই কোন বিষয়ের জ্ঞান অস্ত্রের অপেক্ষা করে তখনই বাধ্য বাধকতা বা প্রভু দাস ভাব আসিবে। দাসের দেশ যদি সম্ভবে তবে বর্তমান ভারতবাসীর দেশ ভারতবর্ষ বটে। যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতা হয় তবে রাজার অধীনতা বা কুলপতির অধীনতাও স্বাধীনতা সন্দেহ নাই। অথচ সবারই মুখে স্বাধীনতার দাবী। স্বাধীনতা সমতা ব্যবহারিক সমতার সম্ভবপর নহে। পারমার্থিকে সমতা অনিবার্য। জগৎ জীব ভেদ তখন থাকে না এই বা হুঃখ বা সুখ। “তং বিজ্ঞান্ হুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্” মায়্যা বা হুঃখ বিয়োগে জীব পরমের একতা সমতা। ত্রিবিষ্ণুর পরমপদই স্বদেশ। পৃথিবী বিদেশ।

কাল

“কল শব্দ সংখ্যানয়োঃ ভ্রাদিগণীয়। কল প্রেরণে চুরাদিক্তন্তঃ পচাচ্ছ। যদ্বা কল্যাতে সংখ্যায়তে কৰ্ম্মণি যঞ্। কল উপদেশে যঞ্। কাল মৃত্যো মহাকালে সময়ে যমকৃষ্ণয়োঃ। ইতি মেদিনী। কৃতান্তানেহসোঃ কালঃ। কালঃ পুনঃ কৃষ্ণবর্ণে মহাকালকৃতান্তয়োঃ। কলয়তি আয়ুঃ।” “কল কল নাদে বহিছে তটিনী” এজ্ঞ কল্লোলিনী বলে। কলাপী ময়ূর। শব্দ প্রকাশক জ্ঞান কলাপব্যাকরণকে কলাপ বলে। প্রতিপদ দ্বিতীয়াদি সংখ্যা হয় এজ্ঞ কালবিভাগ। অল্প-বিভাগকে যে কলা বলে তাহাও “কল সংখ্যানে” জ্ঞান। ইহলোক

হইতে পরলোকে প্রেরণ করে জ্ঞাত কৃতান্ত কাল। সর্ববর্ণের অভাবই কালবর্ণ। সর্ববর্ণের সংযোগস্থল স্তম্ভবর্ণ। অভাব কেহ চাহে না, সংযোগ সর্বজনপ্রিয়। অভাবশ্রোতক কাল কালবর্ণে চিত্রিত বলা যায়। দেশ কাল পাত্র দ্বারাই সর্ব পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়। “অবিভক্তভূতৈষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্” যিনি তিনি নিত্য সত্য। তম বা রাত্রি বা অবিদ্যা অজ্ঞান আধার স্বরূপ। তাহার সমাগমে অবিভক্ত পুরুষ দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছন্নবৎ দৃষ্ট হন। তম সমাগমের পূর্বে অর্থাৎ যখন অতম তার সম্বন্ধে ঐতি বলিয়াছেন—“যদাহমস্তুন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাস্তিস্তি এব কেবলঃ”। ষ্ঠে ৪।১৮। ঋগ্বেদে ১০।১২২।১,২ যখন তম থাকে না তখন মহাপ্রলয়—তার বর্ণনা “নাসদাসীৎ” নামক মন্ত্রে বর্ণিত। (১) মন্ত্রে “ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি নরাত্মাহু আসীৎ প্রকেতঃ।” তম সমাগমে সৃষ্টি হয় “সত্যোবদ্ধমসতি” অসংদ্বারা সং যেন বন্ধনদশাগ্রস্ত বা পরিচ্ছন্নবৎ প্রতীয়মান হন। অবিদ্যা মায়াই দেশ কালাদির কারণ। মহাকাল সংহারকর্তা শিব বা কৃষ্ণকে বলে। তাহা গীতার একাদশ অধ্যায়ে ২৫-৩৩ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত। “কালোহস্মি লোকক্ষয়বৎ প্রবৃদ্ধো” বাক্যে স্পষ্ট, কাল শব্দে কৃষ্ণকে পাওয়া বাইতেছে। কাল সর্বগ্রাসী প্রাণীমাত্রই কালগ্রাসে পতিত হয়। এজন্ত গীতার ১৩।১৬ ঐসিফু শব্দ প্রভবিফু শব্দ সহ দৃষ্ট হয়। উৎপাদক ও ভক্ষক একই দেবতা এবং তিনি ভূতকর্তৃ বা রক্ষক। গীতা ৭।৬। অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। গীতা ৯।১৮ প্রভবঃ প্রলয়স্থানং ইত্যাদি বাক্য আছে। যেমন কোন নগরে একই ব্যক্তি স্কুলের হেডমাষ্টার, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হইতেছে। কার্য বা ব্যবহার ভেদে নাম ভেদ। তেমনি ঈশ্বর একই। সৃষ্টি স্থিতি নানা কার্যভেদে নামভিন্ন প্রাপ্ত হন।

তিনজন পৃথক্ দেবতা নহেন। শ্রীবিষ্ণু সহস্র নামে চতুর্থ শ্লোকে “সর্বঃ সর্বঃ শিবঃ স্বাহু।” পঞ্চম মন্ত্রে স্বয়ম্ভু শম্ভু। ত্রয়োদশ মন্ত্রে রুদ্রো-বহশিরা ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শিব রুদ্রের একত্ব পরিস্ফুট। রুদ্রের কার্যে অর্থাৎ সংহার কার্যে সব রোদনপরায়ণ হয় এই জন্য তাঁহার নাম রুদ্র। সর্ব প্রলয়ে “একোষি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ঃ তত্বঃ”। এ জন্য ঋতস্বতর ৪।২১-২২ শ্রুতিতে প্রার্থনাবাক্য দৃষ্ট হয় “রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং। মান স্তোকে তনয়ে মান আয়ুষ্মানো গোব্ মানো অশ্বেষু রিবিঃ।” ইত্যাদি কেহ বা কালই কর্তা সংহর্তা এমন মনে পোষণ করেন। ঋত ১।২ “কালঃ স্বভাবো নিয়তির্বদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ, পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্” ॥ কাল সহকারীরূপে ও চিন্তিত। যেমন “কালান্মুক্তাচ্ছাতিষ্ঠত্যেকঃ” ঋত ১।৩। কপিলের সাংখ্যশাস্ত্রে বলে পূর্বে স্বতন্ত্র। প্রধানা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় অব্যাকৃত্য থাকেন। পশ্চাৎ ক্ষোভিতা হইলে গুণবৈষম্য জন্ম সৃষ্টি আবদ্ধ হয়। এই যে পূর্বে পশ্চাৎ অবস্থাদ্বয় ইহা কালদ্বয়। পূর্বকালে অব্যাকৃত্য পরবর্তী কালে ব্যাকৃত্য। স্বতন্ত্র প্রধানা অচেতন হওয়ার ও পুরুষ উদাসীন হওয়ার ক্ষোভিতা হইতে কালের অপেক্ষা আছে বুঝিতে হয়। সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বাদশমুত্রে “দিক্কালাবাকাশাদিত্যঃ।” অর্থাৎ দিক্ কাল আকাশাদি পঞ্চভূত জাত। প্রধানা যখন সাম্যাবস্থা তখন সৃষ্টি হয় নাই, আকাশাদি ছিল না। অথচ প্রধানার সাম্যাবস্থায় অব্যাকৃত্য কালে ও ক্ষোভিতা বিকৃত্যবস্থা প্রাপ্ত ব্যাকৃত্য কালের কালদ্বয় পৃথক্ বলিতেই হইতেছে। সুতরাং কালের আকাশাদি হইতে উৎপত্তির পূর্বেই কাল থাকায় কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। ছায় বৈশেষিকে দিক্কাল নিত্য বলে অর্থাৎ অন্তঃপন্ন। যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বিনাশশীল হয়। এজন্ম সাংখ্যের কাল

বিনাশী বলিতে হয়। প্রধানা নিত্য। কার্য মহাদাবি ও নিত্য
 জ্ঞ সৎকার্যবাদ বলিয়া সাংখ্যের খ্যাতি আছে। সাংখ্য প্রবচনে
 ১।১২১ হুএ “নাশঃ কারণলয়ঃ” এই কথাটি থাকায় প্রলয় সাংখ্যশাস্ত্র-
 স্বীকৃত। কারণ প্রধানা নিবর্তিত হয় বলা হয়। তত্ব-সমাসে ১৭।
 “অনুগ্রহঃ সর্গঃ” বলায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ অথবা গুণের অনুগ্রহে বা
 কালের অনুগ্রহে সৃষ্টি বলা হইয়াছে। ঈশ্বরাভাবাৎ সূত্র থাকায় ঈশ্বরের
 অনুগ্রহ নয়। গুণ অচেতন তাহার অনুগ্রহ নিগ্রহ করিবার
 সম্ভাবনা নাই। সূত্রাং পরিশেষাৎকালেরই অনুগ্রহ। গুণের
 বৈষম্য উৎপাদক কোন চেতন অনুমান করিতে হয়। কাল কি তবে
 চেতন? কালের অপেক্ষা থাকায় ত্রিগুণ সংহত প্রধানার কেবল
 পুরুষাধীনত্ব নহে কালাধীনত্ব ও স্বীকার্য্য হয়। কাল স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে
 ২৪ তত্ব কথাটিও ঠিক থাকে না। সাংখ্য প্রবচনের ১।১২ হুত্রে “ন
 কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্ত সর্ব্বে সম্বন্ধাৎ” বাক্য আছে তাহাতে
 কাল নিত্য বলিয়া গৃহীত। প্রবচনে ১।১০৯ “সৌন্দর্য্য তদনুপলব্ধি”।
 প্রধানা হুস্ত জ্ঞ তার অনুপলব্ধিঃ। উহার ১।১৪৫ “জড় প্রকাশাবোগাৎ
 প্রকাশঃ। প্রধানা জড় স্বপ্রকাশ নহে পুরুষ প্রকাশক। তবে কি প্রধানা
 অবিদিতা অনির্বাচ্যা? এই প্রকাশ কার্য্য সমাপন জ্ঞ বহু উদাসীন
 অসঙ্গ আত্মা স্বীকার করিতে হইয়াছে। একই পুরুষ যুগবৎ ভোক্তা
 ও অসঙ্গ উদাসীন হওয়া গোলমালে কথা বলিয়া মনে হয়। কেবল
 কালদ্বারাই ক্ষোভনাদি, গ্রহিষ্ণু জ্ঞ ভোক্তৃদ্বাদি কল্পনা “লাঘব”
 নয় কি?

সৃষ্টি অনাদি

সৃষ্টিকার্য্য তাহা অনাদি অর্থাৎ তাহার প্রথম আরম্ভ নাই। কিন্তু সব কার্য্যেরই প্রথম আরম্ভ সদাই দৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন তিনি স্বয়ম্ভু। কর্তা আদি কার্য্য অনাদি বলা যাইতে পারে কি? যেমন সৃষ্টি স্বীকার্য্য তেমনি প্রলয়ও স্বীকার্য্য সুতরাং প্রলয়ে কিছুই থাকে না। পুনঃ প্রলয় অন্তে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যাহা প্রলয় অন্তে ও প্রলয় কাল মধ্যে থাকে তাহা ব্যক্তমধ্য হইতেছে। যেমন রজ্জুসর্প ব্যক্তমধ্য। বার অন্ত ঘটে প্রলয়ে তাহা অন্তেও থাকে না, আদিও নাই যেহেতু অনাদি সুতরাং “আদাবন্তে যদ্বাস্তি বর্তমানেহপি তত্তথা”। জ্ঞানে রজ্জুসর্পবৎ ব্যক্তমধ্য সৃষ্টি অন্ত হইতেছে। ন আদি অনাদি। বার আদি নাই। সৃষ্টি অনাদি অর্থ কি যে সৃষ্টি ছিলনা এই প্রথম হইল এমন নহে। বরাবরই আছে। যঃ কুরোতি স কর্তা। যিনি কোন কার্য্য করেন অগ্রে সঙ্কল্প করেন, পরে কার্য্যে তাহা প্রকাশ পায়। ঋতিতে ছা ৩।১৪।২ তাঁকে “সত্যসঙ্কল্প” বলা হইয়াছে, ঋ ১০।১২০।৩ “যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। সদেব সোম্যেদনগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।” ছা ৬।২।৩ “তদ্ ঐক্ষত বহু জ্ঞাং প্রজায়েরেতি তৎতেজোহমৃজত।” ঐ ১।১।১ “আত্মা বা ইদমেক একাগ্র আসীৎ। নাত্তৎ কিঞ্চনমিবাৎ। স ঐক্ষত লোকান্ সৃজা ইতি। স ইমাংলোকানমৃজত।” তৈ ২।৬। “সোহকানয়ত বহু জ্ঞাং প্রজায়েরেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্তা। ইদং সর্ব্বমমৃজত।” ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৪ “কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি যমসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।” যখন সৃষ্টি ঘটে নাই তখন স্রষ্টা একাই থাকেন। একস্থলে যখন দ্বি বা বহু হন তৎসম্বন্ধে ঋ ৬।৪৭।১৮ যন্ত্রে আছে “ইজোমায়ান্তিঃ পুরুষপ ইয়তে।

সৃষ্টি অনাদি

১৫

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।” ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন
 “সতোবন্ধুমসতি”। সৃষ্টি অর্থ অসতের দ্বারা সতের বন্ধন।
 “তম আসীৎ তমসা গুচল্হমগ্রেহপ্রকৃতং সলিলং সর্বম। ইদং।
 তুচ্ছেনাত পিহিতং যদাসীত্তপসন্তমহিনা জায়কৈতম্।” তম সমাগমে
 সতের অসংতমাবরণে আবৃত হওয়ারূপ বন্ধন ঘটে। ইহাই জীবসৃষ্টি।
 যদি সৃষ্টি অনাদি অর্থ উহা বরাবরই আছে, আদি কদাপি ঘটে নাই।
 সৃষ্টিকর্তা যাকে বলা হয় তিনি না করিয়াই কর্তা। তিনিও আছেন
 সৃষ্টিও আছে বরাবর। যাহা বরাবর থাকে তাহার নাশ
 সম্ভবে না। স্মৃতরাং প্রলয় কথার কথা। প্রলয়ে কর্মবীজ থাকিয়া
 যায় যাহা হইতে পুনঃ সৃষ্টি হয়। “যথাপূর্বমকল্পয়ৎ” শ্রুতি পুনঃ পুনঃ
 সৃষ্টি কর্তা সৃষ্টি করেন বলিতেছেন। অনাদি কথা শ্রুতি বিরোধী।
 কর্মবীজ কোথায় থাকে? অবিজ্ঞা কাজকর্ম বীজ অব্যাকৃত্য রূপে
 রক্ষা করেন কেহ বলেন। ঈশ্বর অব্যাকৃত্যের সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি
 করিতে পারেন না। কারণ ইঞ্জিয়মনাদি ক্ষেত্র বা প্রকৃতির সম্পদ।
 পুরুষে উহা নাই।

সৃষ্টিতে চেতন অচেতন আছে। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা চৈতন্যস্বরূপ হইতে
 অচেতন জগৎ বাহির হইয়া আসে অর্থাৎ যাহাতে যাহা নাই তাহা
 হইতে তাহা উৎপত্তি ঘটিতেছে। আবার প্রলয়ে সৃষ্টি ঈশ্বরে লয় হয়।
 অচেতন চেতনে প্রবিষ্ট হয়। তবে ঈশ্বর চেতন অচেতনবয় স্মৃধু
 চৈতন্য স্বরূপ নহেন। এই যে ঈশ্বর তার শরীর নাই। স্মৃতরাং মন
 বাগাদি ইঞ্জিয় না থাকায় সঙ্কল্প ইচ্ছা বা বাক্যে তাহার প্রকাশ বা
 কার্যে তাহার পরিণত করার সম্ভাবনা কোথায়? স্মৃতরাং জীবনই
 জগৎকর্তা। জীবের উৎপত্তি হয় এ জন্ত জীব নাশবান্। জীব-
 জননের কারণ কে? কার্য কারণে লয় হয়। জীব নাশ হইয়া

স্বকারণে লয় হইতে বাধা নাই। ঈশ্বর জগৎকর্তা বিষয়ক শ্রুতি ব্যর্থ হইতেছে। সৃষ্টি যদি নাশ না হয়, তবে প্রলয়বিষয়ক শ্রুতিও ব্যর্থ কথার কথা। উৎপত্তিশীল বিনাশশীল হইয়া থাকে, সে ছায়ার ব্যর্থ বলিতে হইবে। যদি ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান হন তবে সৃষ্টি করতঃ তাহা পুনঃ আপনাতে লয় করিয়া দেন বলিতে বাধা নাই। যদি জীবকে স্বরূপে লয় করিয়া নিবার সামর্থ্য তাঁর না থাকে তবে তিনি সর্বশক্তিমান নন। অক্ষম বটেন। যদি জীবকে চিরই দুঃখ দিবার জন্ত সৃষ্টি হয় বলি, তাহা নয় বলা শক্ত। সৃষ্টি তার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত? সর্বপূর্ণ তিনি তাঁর কোন অভাব বা স্পৃহা নাই তবে কেন জীবের কর্ম ও কর্মফলে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ঘটবে। জীবের কর্ম ও কর্মফল-ভোগ ব্যবস্থা কি জীব আপনি করিয়া নিয়াছে না নিয়ন্তা কেহ আছেন? জীবের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি যদি না থাকে তবে ঈশ্বরের কি প্রয়োজন! সৃষ্টির দুই স্তর ভেদ আছে। এক প্রথমজের উৎপত্তি ও অপর সর্বশক্তিমান প্রথমজ হইতে সৃষ্টি। অত্যন্ত প্রলয়ে প্রথমজ পরমে লয় হয়। মহাপ্রলয়ে জগৎ প্রথমজে লয় হইতে বাধা নাই। প্রথমজের অচেতন দেহ আবরণ আছে। প্রলয়ে অচেতনে অচেতন লয় হইতে বাধা নাই। তম অর্থাৎ মায়ী “অবিজ্ঞানোহপি অবভাসতে”। তার লয়ে প্রথমজ সচ্চিতে লয় হন। প্রথমজ সত্যসঙ্কল্প-সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ কর্তা, মায়ী উপাধি যোগে জীব ভাব, মায়ী অপগতে শিব ভাব। যার কখনও অভাব নাই তিনিই নিত্য সত্য শিব। যদাহতম স্তর দিবা ন রাত্রির্গগনচাসৎ শিব এব কেবলঃ শ্বেত। মায়ী আগমনে সৃষ্টি আদি স্মৃতরাং আছে। মায়ী জন্ত প্রথম অভিব্যক্ত তাই প্রথমজ বলে। তর্কস্থলে অনবস্থা দোষ নিবারণার্থ অনাদি বলা স্বতন্ত্র কথা হয়। এই বীজাস্তুর ছায় দ্বৈতবাদিগণের উপজীব্য বটে।

কর্ম ও কর্মফল

ইন্দ্রিয়নিপন্ন ব্যাপারকে কর্ম কহে। ইন্দ্রিয়গণ জড় করণ-
 এজ্ঞা যিনি ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন, তিনিই কর্তা ও কর্ম-
 ফলের ভোক্তা। জড় কর্তা বা ভোক্তা হয় না, ভোগ্যমাত্র হয়।
 কর্তৃত্ব চেতনের। চেতনই কর্মফলের ভোক্তা। প্রাণিমাত্রই চেতন,
 দেহ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া কর্তা ভোক্তা হন। প্রাণিমাত্রই অল্পজ্ঞ-
 অল্পশক্তিমান। অল্পশক্তিজন্য নিজ দুঃখ দৈন্ত্য দূর করিতে
 অসমর্থ হয়, এবং সমর্থ ব্যক্তির সহায়ে সংসারে বিচরণ করিতে করিতে
 কোন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমানের সহায়তা লাভ করিলে সর্বদিক পূর্ণতা
 লাভ করিতে পারে এমন চিন্তাবৃত্তি লাভ করে এবং এই বিশাল
 স্বকৌশলপূর্ণ বিশ্ব অল্পজ্ঞকৃত নহে ইহা স্বয়ংকর্ম করতঃ সর্বজ্ঞ-
 সর্বশক্তিমানের চিন্তারত হয়। এই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমানই ঈশ্বর
 বলিয়া অভিহিত হন। প্রাণিদেহ অচেতন। এই অল্পজ্ঞ-
 অল্পশক্তিমান চেতন ও অচেতনের সংযোগকর্তা কে? যিনি
 অচেতন দেহ ইন্দ্রিয়াদি সহ চেতনকে কর্তা করেন, তাঁহাকে ঈশ্বর
 বলে। সর্বপ্রাণীর সর্ব ইন্দ্রিয় বাপার তুল্য নহে। যেমন পিপীলিকা
 উচ্চে সিকাতে ঝুলান পায়ে রক্ষিত মিশ্রি পাত্রান্তর দ্বারা আবৃত
 থাকিলেও তাহার গন্ধ পায়। গন্ধশক্তি বা আত্মাণেন্দ্রিয় তাহাদের
 প্রবল! শবুনি প্রভৃতি উচ্চ আকাশে বিচরণ করে কিন্তু নিম্নে
 কোথায় মৃত দেহাদি খাত আছে তাহা দেখিতে পায়। তাহাদের
 দৃষ্টিশক্তি তীব্র—দর্শনেন্দ্রিয় প্রবল। এই তারতম্য বা বৈষম্য
 কাহার কৃত? কোন কোন জীব অসম্পূর্ণ অদ্বৈতত্ববিশিষ্ট হইয়া

জয়গ্রহণ করে! এই যে অন্ধহীনতা বা দুর্বলতা তাহা কাহার কৃত? ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্তা তবে এই সব বৈষম্য জ্ঞাত তিনি দায়ী। বৈষম্য করতঃ এককে সুখী, এককে দুঃখী করা কেন? সৃষ্টিতে আর একটা ব্যাপার হইতেছে—ক্ষুধা তৃষ্ণা, ইহা সর্বপ্রাণীতেই আছে, এবং এই ক্ষুধা নিবৃত্তির একমাত্র উপায় হইতেছে দুর্বলকে হনন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা। ক্ষুধিবিবৃত্তির এই একই উপায়। জলে মৎস্য, কচ্ছপ কুস্তীরাদি একে অত্নকে ভক্ষণ করিবে। স্থলে সিংহাদি হইতে পিপীলিকা বা বেসিলি ও প্রটোপ্রোজম পর্যন্ত একে অত্নকে বধ করিয়া খাইবে। অন্তরীক্ষে পক্ষিগণও একে অত্নের বধ সাধনে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। মানুষও অত্ন প্রাণী হইতে কম হিংস্রক নহে। যারা নিরামিষাশী তাহারাও খাত্ত গমাদির প্রাণ বধ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ বা ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকে। ইহা যেমন ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত তেমনি সমষ্টিগত। এক জাতি অপর জাতিকে বধ করিয়া আপন অঙ্গ পুষ্ট করিয়া থাকে। এই যে সবল কর্তৃক দুর্বল হনন—ইহা কি বিধির বিধান? আধি ব্যাধি বা থাকে কেন? ইহারা কি স্বয়মাগত না ঈশ্বরেচ্ছায় জাত? এমন ইচ্ছা প্রবৃত্তি তাঁর কেন হয়? এমন কুটিল সৃষ্টি কেন করা? ইহা লীলামাত্র—এই উত্তর সন্তোষজনক নহে। যৌন সম্বন্ধ ও অর্থ সংগ্রহাদি জ্ঞাত কত অনর্থ ঘটিয়া থাকে। এই তৃষ্ণা কেন সৃজিত? যদি ঈশ্বরই সব করিয়াছেন তবে জীব কর্মফল ভোগ করিবে কেন? ক্ষুদ্র জীব যদি ঈশ্বরাংশ হয় তবে সেই জীবকে কেন দুঃখ পীড়িত করিয়া রাখেন? তাহাতে অত্নকে পীড়িত করিয়াই যেন তার সুখ হয় বলিতে হয়। কর্ম ও কর্মফল ত্যাগের উপদেশ গীতায় শ্রুগবান করিয়াছেন—জ্ঞান কর্মদাহী। যাহা কালে ইন্দ্রনবং ত্যজ্য

তাহা স্বজন করার প্রয়োজন কি ছিল? স্বজনান্তর তাহা ত্যাগ করা কোন্ বুদ্ধিমত্তার কার্য? সর্পের দন্তে বিষ কেন উৎপন্ন হয়? সর্পের তাহাতে কোন হানি না হইলেও অগ্ন প্রাণীর প্রাণহানিকর হইয়া থাকে। সর্প দংশন করিয়া নির্দোষে চলিয়া যায় অথবা তক্ষক নাগপেটা হইয়া দেহত্যাগ করে। উভয়ই দোষদুষ্ট নহে কি? জরা মৃত্যু কেহ চাহে না, আসিবেই। যাহা কেহ চাহে না, তাহার কেন পরম প্রতাপে স্থিতি? এই সব বৈষম্য ঈশ্বরকৃত—যদি শ্রুতি তিনি হন। এই জগৎ সাংখ্যকার অনুমান করিয়া বলিলেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, ত্রিগুণা প্রধানার সৃষ্টি। কর্ম ত্রিবিধ—মানসিক, বাচনিক ও কায়িক; সাধিক, রাজসিক ও তামসিক; সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। যদি দেহ সহ সব শেষ হয় তবে কুর্কর্মের বা সুকর্মের ফলভোগ ঘটিল না; কর্ম ব্যর্থ হইল। দুর্কর্মকারীর বংশধর কোন কোন ফল ভোগ করে, যেমন উপার্জিত সম্পত্তিও, উপদংশাদি রোগ। নির্দোষ ষোড়শ লুই পূর্ববর্তীর কর্মফলে শির দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই ইতিহাসে বর্ণিত। জরচন্দ্রের কর্মফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লোপ ঘটয়াছে এমনও শুনা যায়। গর্ভ হইতে অন্ধ হুলা হইয়া জন্ম হইতেছে কেন? তদন্তরে কেহ বলেন পূর্বজন্মের কর্মফল এবং ঈশ্বর নির্দোষ তিনি কর্মফল সাপক্ষে সৃষ্টি করেন। প্রথম সৃষ্টিকালে কর্মফল কোথায় ছিল এবং ক্ষুধা যৌন সম্বন্ধাদির ব্যাপার প্রাণিদেহে কে স্থাপন করিয়াছেন? তাহা প্রথম সৃষ্টিতেই স্বেচ্ছায় করিয়াছেন বলিতে হইবে। ক্ষুধা ও যৌন সম্বন্ধ অর্থতৃষ্ণা প্রাণিগণের নিজকৃত বলা সম্ভবপর নয়। ক্ষুধাতুর কোন প্রাণী হননে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করে, তাহাতে তাহার শরীর দৃষ্টপুষ্ট হয়, তৎসহ বীৰ্য উৎপন্ন হইয়া যৌন সম্বন্ধার্থ

২০

প্রবন্ধাবলী

তাহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে ; তৎফলে পুত্রাদির উৎপত্তি ও তৎরক্ষণজন্ত অর্থতৃষ্ণা প্রবল হয়। তখন সে সং অসং বিচারে অক্ষম হইয়া যে কোন প্রকারে উপার্জনে কুণ্ঠিত হয় না। সৃষ্টির বিষয় অবস্থা দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন জগৎটা ভবকারাগার, পূর্বজন্মের পাপের ফলে এই সংসারে আসিয়া জীব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর বশ হয়। তাহারা দৃষ্টান্তও দেয় যে জয় ও বিজয় বহু যজ্ঞ, দান ও তপাদি করতঃ বৈকুণ্ঠে স্থান পান। তথায় অহঙ্কার বশে সনাতনাদির প্রতি দুর্ব্যবহার করায় অভিশপ্ত হইয়া দুষ্কার্যের ফলভোগ নিমিত্ত তাহারা তিনবার ইহলোকে জন্ম পরিশ্রম করেন। দেব হও, মানব হও এখানে আসিলেই দুর্ভোগ অনিবার্য—তাহা অতিমানব শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্বদেশের লোকেই স্বর্গ কল্পনা করে, তথায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু নাই কেবল সুখভোগ। তবে তথা হইতে পতন আছে। পতন হইলেই পুনঃ সাংসারিক দুঃখভোগ অনিবার্য। স্বর্গভোগ ক্ষণিক। এই সব চিন্তা করিয়া কেহ কেহ বলেন দেহ ইন্দ্রিয়জনিত ভোগই অনর্থের মূল ; তাহা ত্যাগে ইহলোকেই ভূমানন্দ প্রাপ্তি হয়, অদৃষ্ট পরলোকের অপেক্ষা নাই। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার রুদ্ধ করিলে অর্থাৎ কর্ম ত্যাগে সুখ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুশৃণ্ণি বা গাঢ় নিদ্রা বলেন। তখন কর্ম ও কর্মসাধক মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার ভাগে বড় সুখ মিলে। কর্মই বন্ধন করে, কর্মত্যাগে মুক্তি। অপরে বলেন চেতন সর্বব্যাপী এক। চেতন নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার। সুখ দুঃখ বিকার, মানসিক ব্যাপার। মন স্পন্দন জন্ত জগৎ, মন স্পন্দন জন্ত চিন্তের যে তরঙ্গ তাহা জল তরঙ্গে চন্দ্রের ন্যূনের ত্রায়। চন্দ্র নৃত্য করে না। তরঙ্গই নৃত্য করে। চিং ও কর্তা ভোক্তা নহে নিষ্ক্রিয়। তবে জড় মনের স্পন্দনই সম্ভবে না।

তদন্তরে বলা হয় যেমন সাধারণ সূর্য্যাকিরণ গ্রীষ্মকালে যতই প্রথর হোক না কেন কাপড়, তুলা, তুণ, কয়লা কাগজাদি দাহবস্তু দহন করে না অর্থাৎ উহাদের দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয়; কিন্তু আতস কাচ ধরিলে যে সূর্য্যপ্রভাজনিত প্রতিবিম্ব উদ্ভিত হয় তাহা দাহবস্তুতে দহন ক্রিয়া উৎপন্ন করে, তদ্বৎ চিৎ নিষ্ক্রিয় হইলে ও বুদ্ধিরূপ দর্পণে চিতের যে প্রতিবিম্ব পাত হয় তাহা মনাদির স্পন্দনের হেতু হয়। সেই স্পন্দন চিতে আরোপ করিয়া চিৎ দেহীর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলা হয়, বিম্ব ব্যতীত প্রতিবিম্বের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সুতরাং নাক্ষাৎ নিষ্ক্রিয় বস্তু কর্তা না হইলেও গৌণভাবে কর্তৃত্বের কারণ হইয়া থাকেন। দেহী বা দেহস্থ চিৎ নিষ্ক্রিয় কারণ বস্তু কখনও নিজ স্বরূপ ত্যাগ করে না। সর্বব্যাপী চিৎ নিষ্ক্রিয় সুতরাং মহাকাশে ঘটাকাশবৎ চিৎ দেহীও নিষ্ক্রিয়। কোন গৃহের লম্বা বারান্দা আছে। তাহার একদিকে স্থিত এক ঘটে কক্ষান্তরের ধুম আসিয়া লাগিতেছে। অগ্নাদিকের ঘটে অঙ্গনের ধুলি উড়িয়া পড়িতেছে। মধ্যস্থিত ঘটে ধুলি বা ধুম সহ যোগাযোগ নাই। এস্থলে এক ঘটাকাশ ধুমযুত, অগ্নিট ধুলিযুত বলিয়া উক্ত হইতে পারে কিন্তু আকাশ নির্লিপ্ত। তেমনি দেহী নির্লিপ্ত। তবে স্বর্গ নরক কার? স্থলদেহের অভ্যন্তরে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি লইয়া এক সূক্ষ্ম দেহ আছে তাহা দেহত্যাগে উৎক্রমণ করিয়া গতাগতি করে। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিৎ সহকারী হইতে বাধা নাই। বিম্ব ব্যতীত প্রতিবিম্ব কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ভোগ কথার কথা। “বাচারন্তনং বিকারো নামধেয়ম্।” এই জ্ঞান গীতায় ৩২৭ ভগবান বলিয়াছেন “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্বশঃ। অহংকার বিমূঢ়ায়া কর্তাহমিতি মত্ততে”। কর্তা নয় তবুও অহংকার

বর্শে ঘেন কর্তা এমনত মনে করে। এই যে চিং ও অচিতে
 স্বরূপ জ্ঞান তাহাই জ্ঞান শব্দ বাচ্য। জ্ঞানের উদয় হইলে অহংকার
 অজ্ঞান দূর হইয়া যায় তখন দেহী নিজকে অকর্তা অতোক্তা
 জানে। অহংকারজনিত যে কর্ম অর্থাৎ না করিয়াও কর্তৃত্বাভিমান,
 তাহার জন্ত ভোগ কল্পিত হয়। “জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে
 তথা”। “সর্বকর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।” যাহা জ্ঞানদগ্ধ হইবে
 তাহার জন্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ সময়ক্ষেপ নহে কি? কর্ম সকাম ও
 নিকাম হইয়া থাকে। সকাম স্বর্গ প্রতিষ্ঠা পুত্র বিভাদি লাভের
 জন্ত যজ্ঞ দান তপস্যা পুত্র আদি অহুষ্ঠান আর নিকাম চিত্তশুদ্ধির
 জন্ত উপাসনাদি। সকাম কর্মবন্ধনের হেতু হয়। নিকাম মোচনের দিকে
 লইয়া যায়। মনের দ্বারা চিন্তন মানসিক কর্ম এবং বাক্য শ্রবণে
 যে প্রচেষ্টা তাহা কায়িক বলিয়া উক্ত হয়। শাস্ত্রানুসারে নিকাম
 ভাবে দেবতাদি অর্চন সাধিক। যক্ষরক্ষাদির দস্ত অহংকার যুক্ত
 যে পূজন তাহা রাজসিক। আর দেহাদি পোষণ নিমিত্ত ভূত
 প্রেতের পূজন তাহা তামসিক। কর্ম করিলেই ফল উৎপন্ন হয়।
 সেই ফল জীবিত কালে ক্রিয়মাণ বলিয়া কথিত হয়। মৃত্যুর
 পর উহা সঞ্চিত বলিয়া উক্ত হয়। বহুজন্মের বহু কর্মফল সঞ্চিত
 থাকে। পূর্ব মৃত্যুকালের অবস্থানুসারে পরবর্তী কালে যে দেহ লাভ
 ঘটে তাহা ও তাহার যাবৎ জীবন ভোগ সমুদয় যে সঞ্চিতাংশ
 দ্বারা নিরূপিত হয় তাহাকে প্রারব্ধ বলে। সমস্ত কর্মই অবিজ্ঞাবশে
 ঘটে ও অবিদ্যা আবরণেই স্থিত হয়। আবরণ ভেদ হইলে উহা
 সবীজ নাশ পায়। অবিদ্যা আবরণে ভেদেই কৃতকৃত্যতা। গুরু-
 বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা সহ শ্রবণ, মন, নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞানের উদয়
 হয়, তাহা অজ্ঞান অবিদ্যা নাশী।

সংস্কার

ঋগ্বেদ ৮।১২।৮ মন্ত্রে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে তুমি সংস্কর্তা স্বয়ং
অসংস্কৃত। ইন্দ্র সংস্কারের জন্য যজ্ঞপদ্ধতি করিয়া দেন ঋ ১০।৪২।১।

সংস্কার অতীব প্রাচীন কথা। সংস্কৃত কৃত্রিমে শব্দে ভূষিতেহ-
পান্যালিঙ্গকঃ। ক্লীবং তু লক্ষণোপেতে ইতি—মেদিনী। লক্ষণোপেতে
লক্ষণেন উপেতে পাণিগ্রাদি শূদ্র ব্যুৎপাদিতে। ব্রাত্যঃ সংস্কারহীনঃ
শ্রাৎ। ত্রেতি শরীরায়াসজীবী ব্যাধাদি ব্রাত্যঃ স ইব। শাখাদিত্যোযঃ
যদ্বা ব্রাতম্ অরহতি। দণ্ডাদিত্যো যঃ। সংস্কারঃগর্তীধানা-
দিভিক্রপনয়নাদিতি বা হীনঃ। ব্রাত ব্রত্যতে নিয়ম্যতে ন্যস্ত্যাদ্ ব্রত
শব্দাদ্ ঘঞ। বৃংবরণে (চু) বার্যতে আচ্ছাদ্যতেহেনেন ইতি যঃ।
নিয়মো ব্রতমন্ত্রী। নিয়মো যজ্ঞণায়াং চ প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ে ব্রতে
ইতি মেদিনী। ত্রিয়তে বৃঙ্ (বা) অতচ্। যদ্বা ব্রজতি অনেন
স্বর্গম্। ইতি যঃ। পূর্বাভ্যাসজনিত ক্ষুরণকেও সংস্কার বলিয়া
থাকে। জাত-রূপধর অবস্থা ত্যাগ, কৃত্রিম বসন ভূষণাদি ধারণে,
অন্য লিঙ্গক হওয়াকে সংস্কৃত বলে। প্রম্পোপনিষদে “ব্রাত্যন্তঃ প্রাণৈক
ঋষিরন্তা বিশ্বশ্চ সংগতিঃ”, পুরুষ ব্রাত্য অর্থ অসংস্কৃতঃ। ব্রতঃ অতীত্য
তিষ্ঠতি। সংস্কৃত হইবার জন্য যে ক্রিয়া ভাহা সংস্কার। ৪৮
সংস্কার শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়। বর্তমানে ১০ সংস্কারই ঘটিয়া উঠে
না। গর্তীধান, পুংসবন, সীমাস্তোম্নয়ন, জাতকরণ, নামকরণ, অন্ন-
প্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্মশানক্রিয়া। জন্মনা জায়তে
শূদ্রঃ সংস্কারাৎ বিজ্ঞ উচ্যতে। প্রথমঃ মাতৃগর্তাৎ জন্ম, দ্বিতীয়ঃ
মৌলিবন্ধনে, প্রথম মাতৃগর্ত হইতে জাত উলঙ্গ রূপধর জন্মে, পশ্চাৎ

সংস্কার উপলক্ষ্য করিয়া বেশের পরিবর্তন হইতে থাকে, মৌল্জী বন্ধন অর্থ উপনয়ন সংস্কার। তৎকালে বজ্রাচ্ছাদন, যজ্ঞোপবীত, শিখা দণ্ডাদি ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী বেদ অধ্যয়ন-তৎপর হয়। বেদ মন্ত্রাদিগাঠে অধিকার হয়। তাহা দ্বিতীয় জন্ম জন্ম দ্বিজ সংজ্ঞা। গর্তাধানাদি সংস্কার দ্বারা গর্ভ শোধিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যত্রয় আচরণে “অহিংসা সত্যমস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য দয়ার্জ্জবঃ অভ্যাसे তমঃ রজাদি গুণ অভিভূত করতঃ শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের আবির্ভাব ঘটে। যখন আহারাদির শুদ্ধির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তখন তাহা “ব্রাহ্মীযংঃ ক্রিয়তে তমুঃ” বলা হয়। তখন নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত ব্রহ্মের চিন্তনোপযোগী হয় উপনয়ন সংস্কার হইতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের (দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ) আচরণ আরম্ভ হয়। যাহা নিজের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি ও পরের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির কারণ হয় তাহা প্রাণাগ্নিহোত্র ও ভূতযজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। ক্ষুধাকে বৈশ্বানর অগ্নি বলা হয়। ভূতগণের বৈশ্বানর অগ্নির তৃপ্তি সাধনার্থ স্বকীয় আহাৰ্য্য হইতে কিয়দংশ প্রথমতঃ ভূতগণের জন্ম নিবেদন করিয়া দিয়া পশ্চাৎ নিজ দেহস্থ বৈশ্বানর অগ্নিতে “প্রাণায় স্বাহাদি” মন্ত্রে আহুতি দিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র কার্য্য করিতে হয়। উপনয়ন সংস্কার হইতে বৈদিক আচারনিষ্ঠ হইয়া থাকার জন্ম মত “আচারঃ প্রভবো ধর্ম্মঃ” বলিয়াছেন। আচার শিক্ষা প্রথম দেন, এই জন্মই আচার্য্যকে আচার্য্য বলে। বিজ্ঞা শিক্ষা শেষ হইলে সমাবর্তন স্নানান্তে গুরুর আদেশ লইয়া গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবেশ। ব, আ ১৪।৩ মন্ত্রে আছে “জিয়া পূর্য্যত”। গুরুবের দেহ অর্দ্ধাঙ্গ, জী অর্দ্ধাঙ্গ, উভয়ের একতায় দ্বিগলবৎ পূর্ণ নর। পুত্রোৎপাদনে পিতৃঋণ শোধ হয়। এজন্ম বিবাহ বিশেষ সংস্কার। এই বিবাহকালে যে অগ্নির সৃজন হয় তাহা চিরকাল জাগরুক রাখিতেই হয়, সেই অগ্নিতে মৃতদেহের সংস্কার হয়। পঞ্চাঙ্গি বিজ্ঞাবলে

—তস্মিন অগ্নৌ দেবাঃ পুরুষঃ জুহ্বতি তস্মা আহুতৈয পুরুষো
 ভাস্বরবর্ণঃ সংভবতি । স্থূল শরীর অগ্নিতে ভস্ম হয়, সূক্ষ্ম ও কারণ হয় না ।
 অগ্নিদগ্ধ স্ববর্ণ যেমন মলনাশে ভাস্বর হয় তেমনি সূক্ষ্ম দেহ ভাস্বরও প্রাপ্ত
 হয় । সংস্কৃত অর্থ মার্জিত, মলরহিত, বিশুদ্ধ । বৈদিক ভাষা সূমার্জিত
 পরিপাটি ভাষা, এই জন্য সংস্কৃত বলে । যাহা উৎপাদ্য তাহা বিকার্য,
 সংস্কার্য ও আপ্য হইয়া থাকে । যখন কোন কিছু বিকৃত হয় তাহা সংস্কার
 দ্বারা ব্যবহারযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় । পরমাত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিজস্ব
 নির্বিকার ঈশ । জীবাত্মা সক্রিয়, শোক হৃৎ অজর্জরিত, অনীশ,
 তাহার এই যে বিকৃত ভাব তাহা সংস্কার দ্বারা শোধিত করতঃ
 স্বরূপে স্থাপিত করে । ছান্দোগ্যে সনৎকুমার বলিয়াছেন—“আহারভুক্কৌ
 সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ঐবাস্বতিঃ স্মৃতিলাভে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ।”
 অবিজ্ঞাবশে জীব আপনাকে অনীশ মনে করে, বদ্ধ মনে করে ও
 মুক্ত হইবার জন্য প্রচেষ্টা করে । সংস্কার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে সে নিজের
 অনীশভাব মুক্ত হইয়া ঘটাবদ্ধ আকাশ যেমন ঘটনাশে মহাকাশে লয়
 হয়, তদ্বৎ নিজের স্বরূপ বিষয়ক স্মৃতিলাভে স্বরূপে পরমব্রহ্মে একীভূত
 হইয়া থাকে । সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরদ্বয় কেবল জ্ঞানায়ির দ্বারাই
 বিলয় হয় । স্ব স্বরূপের সন্ধান ও স্বরূপে স্থিতিকেই জ্ঞান লাভ
 বলে । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ । জ্ঞান উদয়ে উপাধি
 দেহদ্বয় নাশে সংস্কৃত হইয়া জীব নিজ জ্ঞানস্বরূপ লাভ করে ।
 পুরাকালে কতক আৰ্য্যকুমারীগণেরও উপনয়ন সংস্কার হইত । তাহাদের
 মধ্যে কেহ নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিণীও হইতেন । কুমারগণের ত্রায় শব্দব্রহ্ম
 ও পরব্রহ্ম উভয়েতে নিষ্ঠাও হইতে বাধা ছিল না । তদ্ যথা
 বোধায়নসূত্রে “পুরাকরে কুমারীণাং মৌলিবন্ধনমিচ্ছতে । অধ্যয়নক
 বেদানাং সাবিজীবচনং তথা ।” তথাচ বুদ্ধ হারীত ও বশিষ্ঠসংহিতায়

মনসাপি ভর্তু রুতিচারে ত্রিরাত্রং উষিত্বা নিয়গাং প্রবিষ্টা সাবিজীং অণ্ডা-
পুতা ভবন্তি ইতি ॥ স্বধেদের ৪১২৪১৮ মন্ত্রে আছে—যখন স্মার্য (স্বামী)
দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন তখন পত্নী ইন্দ্রকে যজ্ঞ-গৃহে আহ্বান করেন।

ফোর্ট

ফুট (বিকসনে) ধাতুনিম্পন্ন। ফুট ব্যক্তপ্রফুল্লয়োঃ। শিতে ব্যাণ্ডে
ইতি হৈমঃ। ফোর্ট শব্দ ফুট শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ বিকাশ
প্রাপ্ত বা ব্যক্ত হওয়া। যাহা অব্যক্ত ছিল তাহার ব্যক্ত হওয়াকে
ফোর্ট বলে। যেমন পুষ্প কলিকা অবস্থায় অবিকাসিত ছিল, বিকসিত
হইলে পুষ্পরূপে প্রফুল্লিত বা ব্যক্ত হইল। গাঢ় নিদ্রাকালে মনক্রিয়া
প্রাণে লয় হইয়া থাকে, মন তখন অক্রিয় নিম্পন্ন। যখন স্পন্দন বা ক্রিয়া
আরম্ভ হয় তখন মনের অব্যক্তভাব দূর হইয়া ব্যক্তভাব উপস্থিত হয়।
মূর্ছাবস্থায় মনের স্পন্দন থাকে না, অক্রিয় হয়। আকাশের গুণ শব্দ
গুণীতে গুণবৎ আকাশে অব্যক্তভাবে থাকে। যখন উপাধিযোগে ক্রিয়া-
বৃত্ত হয় তখন শব্দ বিকসিত হয়। ক্রিয়ামাত্রই স্পন্দন, সূত্ররূপে স্পন্দন
ক্রিয়াসহ শব্দের বিকাশ ঘটে। স্পন্দন ক্রিয়া ও শব্দের বিকাশ
সমসাময়িক; ফুট ভেদনে। বিদরঃ ফুটনং ভিদা। স্পন্দন ভেদের
জনক। স্পন্দনেরও ফুটন হয়। শব্দেরও ফুটন হয়। ফোর্ট এই
বিকাসারম্ভন হৃৎক। শব্দ ফোর্ট, স্পন্দনও ফোর্ট। শব্দ তরঙ্গ
স্পন্দনও তরঙ্গ। শব্দ বা স্পন্দন ফোর্ট হইতে কার্যের আবর্তন।
স্পন্দনবাদ অবলম্বনে কেহ কেহ সৃষ্টিকার্য ব্যাখ্যান করেন।
শব্দ ফোর্ট হইতেও তদ্রূপ সৃষ্টির আরম্ভন বলা হইয়া থাকে।

সাংখ্য মতে প্রধানার ক্ষোভিত, স্পন্দিত বা তরঙ্গায়িত হওয়ার কার্যারম্ভ বলে। (পরমাণুবাদীর অণুদ্বয়ের সংযোজন ব্যাপার আরম্ভবাদ বলিয়া খ্যাত)। সংযোজন স্পন্দন বা ক্রিয়া বটে। প্রধানা, অণুদ্বয়, মন, বুদ্ধি সবাই জড় অচেতন স্ততরাং আপনা-আপনি তরঙ্গায়িত কি স্পন্দিত বা ক্রিয়াযুক্ত হইতে পারে না। এ জন্ত চেতনের অপেক্ষা আছে। সৰ্বব্যাপী চেতনও নিষ্ক্রিয়। তরঙ্গ উঠায় কে? কাল বল, পুরুষ বল যুরিয়া ফিরিয়া তাহা চেতনকেই লক্ষ্য করে। যাহা জ্বায়ে তাহার সাক্ষাৎ ও গৌণ বলিয়া উক্ত হয়। সাধারণ প্রথর সূর্য্যকিরণ কাগজ, কাপড়, কয়লা, খড়, সোলা, তুলা ইত্যাদি সহজে দাহ বস্তুর দহন বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আতস কাচ ব্যবধানে (উপাধিযোগে) যে আভাস বা ভাস্ক সূর্য্য উৎপন্ন হয় তাহা দাহ পদার্থ দহন ক্রিয়ার কারক হয়। অর্থাৎ সূর্য্য গৌণভাবে দহন ক্রিয়ার কারক বা কর্তা হয়। তেমনি বুদ্ধিরূপ দর্পণে চিৎ বা চিদাভাস মনাদি জড়ে স্পন্দনের হেতু হয়। চিৎ সাক্ষাৎভাবে না হউক গৌণভাবে ক্রিয়ার কারণ বা কর্তা হইতে বাধা নাই। এই যে স্পন্দন বা ফোটন আরম্ভ হয় তৎক্ষণাৎ ফোট বা শব্দও ব্যক্ত হন। এই যে ফোট বা শব্দ তাহা চিৎ বা জ্ঞান জন্ত। চিৎ অর্থই জ্ঞান, শব্দও জ্ঞান জন্ত। ফোটও জ্ঞান জন্ত বিকাশমাত্র, শব্দ হইতে উৎপত্তি বলা ও চিৎ বা জ্ঞান হইতে উৎপত্তি বলা একই কথা। বেদ শব্দরাশি বা জ্ঞানরাশি শব্দ বা বেদ হইতে উৎপত্তি বলা ও গৌণভাবে চিৎ হইতে উৎপত্তি বলা একই কথা। বর্তমান জড় বিজ্ঞান একই। প্রটাইল (প্রকৃতি) বা ইলেক্ট্রন ও প্রোটন শক্তি তরঙ্গে জড় ও ক্রিয়া উভয়ই ঘটে বলেন। ঘটক কে? তাহার অনুসন্ধান করেন নাই।

স্বর্গ চিং উহা শ্রুতি বলেন। এজন্য বেদকে অপ্ৰকাশিতার্থ প্রকাশক বলে। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্রে জড় ধীর পরিচালক ভর্গ বা চিং বলিয়াছেন। চিদাভাস জন্ত হৃদয়াকাশে ক্রিয়াশীলতা শব্দোৎপত্তি বা স্পন্দনোৎপত্তি একই কথা। মনাদির ক্রিয়াশীলতা ঐ স্পন্দন জন্ত, সুতরাং শ্রুতিতে যে আকাশ হইতে সৃষ্টি বলা হইয়াছে এবং তন্মাৎ বা এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। এই আত্মা অর্থ হৃদয়াকাশে যে চিদাভাস বিরাজিত। তাহার জন্ত স্ফোট শব্দগুণ আকাশ উৎপত্তি। জড়বিজ্ঞানে যে শক্তিতরঙ্গ বা স্পন্দন বলে তাহাই শ্রুতিতে আকাশ। আ নমস্তাৎ কাশতে প্রকাশতে। স্ব প্রকাশ ব্রহ্মের ব্যক্ত মধ্য অবস্থা এই আকাশ বা ঋং ব্রহ্ম।

অদৃষ্ট

ন দৃষ্ট অদৃষ্ট, বাহা দৃষ্ট হয় না। অথচ আছে, সুখের বা দুঃখের কারণ হয়। বাহা দৃষ্ট হয় না তাহা বলা যায় কি? দৃষ্ট অর্থ বাহা চক্ষে দেখা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যেমন বায়ু চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু স্পর্শে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়গণ (চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্) সর্বপ্রকার বাহ্যিক জ্ঞানের করণ। কেহ কেহ কারণও মনে করেন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার অন্তঃকরণ। মন যখন যে ইন্দ্রিয় সহ যোগ হয় তখন সেই ইন্দ্রিয় ব্যাপার জ্ঞান জ্ঞান হয়। তবে মন এত দ্রুত এক ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে গমন করে যে সাধারণ লোক একই সময়ে দেখে শুনে মনে করিয়া থাকে। শতপত্র বিদ্ধ ন্যায়াটী বুঝিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। একশত পদ্মপত্র উপরি উপরি রাখা আছে, একজন এক লৌহশলাকা দ্বারা এক ঘা মারিয়া ঐ শতপত্র বিদ্ধ করিল, সাধারণে একই সময়ে শতপত্র বিদ্ধ হইয়াছে মনে করিলেও শত সময়ে শতপ্রকারে ঐ শতপত্র বিদ্ধ হইয়াছে। তেমনি মন ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর সহযুক্ত হইয়া কার্য করিয়া থাকে। মন ইন্দ্রিয়যুক্ত হইলেই দর্শন কার্য হয় না, বুদ্ধির পরামর্শ চাই। বুদ্ধি চিদাভাস সহ যুক্ত হইল দর্শন ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে নির্বাহ হয়। এ জ্ঞান মন ইন্দ্রিয় করণ মাত্র, কারণ নহে। মনুষ্য মাত্রই অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান। নিজের সমস্ত ব্যাপার একক নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এজ্ঞ বাহিরের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রিয় করণ, তাহা দ্বারা দেখে। যে সুখ দুঃখের কারণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হয় না তাহা অদৃষ্ট।

কোন পুরুষজাত মনে করে। যেমন ঝড়, তুফান, ভূমিকম্প, জলপ্লাবনাদি কোন নরকৃত নয় তাহা অদৃষ্ট অমানব কৃত, মনে করে। আর এক অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল। কখনও সোনামুঠি ছাই হয়ে যায় আবার অল্প সময়ে ছাইমুঠি সোনা হয়ে যায় দেখা যায়। ইহা অদৃষ্ট কর্মফলে ঘটে বলিয়া অদৃষ্ট। আত্মাও অদৃষ্ট, ইন্দ্রিয় অতীত বটে। মন, বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আত্মা অদৃষ্ট হইলেও নিষ্ক্রিয় এজ্ঞাত স্মৃৎ হৃৎ ঘটায় বলা চলে না। মন বুদ্ধি স্মৃৎ হৃৎখের হেতু কেহ কেহ বলেন। যখন গাঢ় নিদ্রায় মন বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় তখন জাগতিক স্মৃৎ হৃৎবোধ থাকে না। তেমনি ক্লোরোফরম করিলে মুচ্ছা অবস্থায়, মনের ক্রিয়া না থাকায় জগৎ বা জাগতিক স্মৃৎ হৃৎ জাগে না। যখন মন নিষ্ক্রিয় নিম্পন্দ, জগৎ তখন ভাসে না; জাগতিক স্মৃৎ হৃৎও ভাসে না। তবে কি মনের ক্রিয়ায় জগৎ? স্পন্দিত মনের ক্রিয়া নিষ্ক্রিয় আত্মায় আরোপ করিয়া তাঁহাকে জাগতিক স্মৃৎ হৃৎখের ভোক্তা বলা হয়। যেমন জলের স্পন্দন চন্দ্রে আরোপ করিয়া চন্দ্রের নাচনি বলা হয়। পরমাত্মার কোন শরীর নাই। শরীর মাজই মায়িক অবিদ্যা কল্পিত; অবিদ্যাও অদৃষ্ট। অবিদ্যামনোহপি অবভাসতে। সূক্ষ্ম শরীরে মন বুদ্ধির স্থান, তাহাও আত্মার নাই। এ জ্ঞাত মন বুদ্ধি বহিরাগত উপাধি বলা হয়। গীতায় ১৩।৫-৬ শ্লোকে উহা বিকার ক্ষেত্রের ধর্ম বলা হইয়াছে। বাহ্য অদৃষ্ট তাহাও বহিরাগত। অবিদ্যা কাম কর্মবীজরূপিণী। আত্মা অকাম আশুতাম। কর্মফল মাত্রিখা ধারণ করেন, শ্রুতিতে বলে। অবিদ্যা মায়ী সহযোগে জীব জগৎ ভাব। মায়ী অপগতে জীবজগৎ থাকে না। অমানব দেবতাও জীব সংজ্ঞাভুক্ত স্তত্রাঃ উভয়ই অদৃষ্ট অঘটনঘটনপটিলসী

শীত ও প্রকৃতি

৩১

স্বাক্ষরিত। স্বতরাং মায়া অপসারিত হইলে অদৃষ্টের হাতে অব্যাহতি।
তং বিদ্যাদ্ধ্বংসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। গী ৬২৩। এখানে
আমাকেই দুঃখ বলা হইয়াছে।

শীত ও প্রকৃতি

যাঁহারা বিক্ষুব্ধলিঙ্গবৎ সৃষ্টি বাদী অর্থাৎ স্বয়ংসি হইতে বিক্ষুব্ধ-
লিঙ্গবৎ এই ধরণী ও অন্যান্য গ্রহাদি বাহির হইয়া আসিয়াছে। মনে
করেন, তাঁদের সেই অগ্নিতুল্য বাষ্পময়ী ধরণী (cold in space)
সর্বত্র বিসারী শীতের প্রভাবে কঠিনা পৃথিবী হইয়াছেন। এই যে
সর্বত্র বিস্তৃত শীত, এ কোথায় থাকে? ইহার রূপ রং কি? কিহা
ইহা নির্বাচনযোগ্য নহে! শীত প্রকৃতির আলিঙ্গনে তেজ হইতে
সৃষ্টির উদ্ভব দেখা যাইতেছে। এই শীত তেজে থাকিতে পারে না,
কারণ দেখা যায় তেজ শীতবিঘাতক। ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ
অধ্যায়ে তেজ হইতে সৃষ্টি লিখিয়াছেন এবং উক্ত অধ্যায়ে একটা
মাত্র এই “বাঙ্মনসি, মনঃপ্রাণে প্রাণঃ তেজসি তেজঃ পরস্যাং
দেবতায়াম্।” তেজ পর দেবতায় নয় হয় তাহা তেজধর্মী। অতএব
শীত প্রকৃতি বলিলে তাহা অসৎ বা অভাব পদার্থ হয়। অথচ
শীত প্রকৃতির আলিঙ্গনেই সৃষ্টির কারণ। শীত অপগতে বসন্তে
ধরা পত্রপুষ্পে সুশোভিতা হয়, শীত কোথায় থাকে? তদন্তরে
যাঁহারা মহাবিবুধ রেখার উত্তরে বাস করেন, তাঁহাদের শীত উত্তরে
বাস করে। যাঁহারা মহাবিষুয়ের দক্ষিণে বাস করেন, তাঁহাদের শীত
দক্ষিণে বাস করে। এরূপ বলিবার কারণ এই উত্তর ও দক্ষিণ মেরু

তেজের অভাবপ্রযুক্ত শীতপ্রধান চির শ্বেত বরফাবৃত। কিন্তু দেখা যায় যে সব স্থান ৪০০০ হাজার ফিটের উচ্চে স্থিত তথায় গরম কালেও শীত থাকে, তাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু না হইয়াও থাকে। বেলুনে চড়িলে যত উপরে উঠা যায় তত ঠাণ্ডা লাগে। এই যে বিষম শীত-ভরজ যাহা ভারতের উপর দিয়া চলিয়া গেলে উচ্চ সিমলায় ১২ ফিট বরফ এবং পর্বত পদে দেয়াছনেও বরফপাত হইয়া থাকে। বরফ শ্বেতবর্ণ সেদ্বারা কেহ কেহ শীতকে শ্বেতবর্ণ বলিতে চাহেন। শ্বেত অপ বা জলের রং। শীত দ্রুত জল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে হুতরাং উহা শীতের রং নহে। শীতকে অতেন্ন বলিলে অভাব দ্রুত অরূপই বলিতে হয়। যেমন সর্বব্যাপী পুরুষ তেজোময় জ্যোতির্ময় বিশেষণে বিশেষিত হন, তেমনি শীত নির্জ্যোতি নিস্তেজ এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে চির শীত থাকায় তথায় কোন বৃক্ষ লতা গুল্মের উৎপত্তি ঘটে না। শীত সর্বগ্রাসী। শীতের প্রকোপে সব নাশ পায়। ইহাতে শীতের অস্তিত্ব অনুভব হয়, রূপ রং হীন শীত অস্থি কি নাস্তি তাহা বিবেচ্য হইয়া গেল। এ দ্রুত কেহ অনির্বচনীয় বলিলে তাহাকে বাধা দেওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। জলীয় বাষ্পকে শীত প্রথমে বাষ্পাকার ত্যাগ করাইয়া জলাকারে পরিণত করে এ দ্রুত অপ বা জল প্রথম কর্ম। শ্রুতিতে অপকে কর্মফল বলা হইয়াছে। ঈশ উপনিষদে তস্মিন্ অপো মাতরিখা দধাতি বাক্য দেখা যায়। অব্যাকৃতা প্রকৃতিকে অলক্ষণা ব্যক্তা তমঃ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ব্যাকৃতির অভাবেই অব্যাকৃতি। এই যে সর্বপ্রকারি শীত তাহাতে বিস্মুলিঙ্গের আগমন না হইলে কোন সৃষ্টির বা ব্যাকৃতির

শীত ও প্রকৃতি

৩৩

কারণ নাই। তাহা কি সর্বশূন্য? তবে কি শীতই অব্যাকৃত
 প্রকৃতি? শীত যদি অভাব বস্তু হয় তবে ‘অবিজ্ঞমনোহপি
 অবভাসতে।’ শীত বাষ্পকে তরল করে, তরলকে ঘনীভূত করে,
 ঘনীভূতকে কঠিন করে, তাহারই নাম সৃষ্টি। ষাঁহারা বীজ হইতে
 অঙ্কুরের উদ্গম করিতে চাহেন তাঁহারা সে বীজ জলে ভিজাইয়া
 অঙ্কুরোদগম করাইয়া থাকেন। জল শৈত্যধর্মী—শীতের প্রথম সন্তান।
 বৃহদারণ্যকে পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ডে আছে—“আপ এব ইদমগ্র
 আম্বন্তা আপঃ সত্যমম্বজন্ত সত্যং ব্রহ্ম” এই অপ সম্ভবতঃ
 কারণ সলিল। অপের সূর্জনা দিয়া প্রাণের উৎপত্তি বর্ণনা ঐত-
 রেয়োপনিষদে এরূপ আছে “সোহিত্য এব পুরুষঃ সমুদ্রত্যা মুহুর্য়ৎ”।
 অপ বা কর্মফলে শরীর। তাই শরীর যাত্রকেই কর্মফল ভোগ
 করিতে হয়। অপই কর্মফল তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শীতই
 অপের কারণ। প্রকৃতি সর্কগ্রাস করে এইজন্ত প্রকৃতিকে অন্ন বলে।
 শীত ও সর্কগ্রাস করে। অত্না জন্ত অন্ন হইতে বাধা নাই।
 তবে শীতই প্রকৃতি। পুরুষ তেজোময় জ্যোতির্ময়।



নবীন বিজ্ঞানবাদ

বর্তমান কালের নব্য বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, যাহা জড় বলিয়া উক্ত হয়, তাহা শক্তি—অণুরই বিকৃত অবস্থান্তর মাত্র এবং জড় অণুর নাশে তাহা শক্তি অণুতে পরিণত হয়। পদার্থভেদ, শক্তির বিঘূর্ণনের তারতম্যভেদে ঘটয়া থাকে। যেমন কার্বনিক গ্যাস, কোল (coal) গ্রেফাইট, ডায়মণ্ড একই কার্বনের প্রকারভেদ মাত্র। যেমন গুড়, চিনি, মিশ্রি একই ইন্ধুরসের প্রকারভেদ ; যেমন পটলের মূলের রস ও পটল পত্রের রস ও পটলের রস-মধ্যে ভেদ ইহিয়া থাকে। যেমন আমের উপরের যে বাকল-মধ্যস্থ অঁটি ও আম যাহা স্থরসাল-খাদ্য একই রসের বিকারজাত ; তেমনি এই প্রটাইল বা প্রকৃতির বিকার ভেদে জড় (matter) প্রকারভেদের কারণ, শক্তির (motion) তরঙ্গ বা স্পন্দন-ভেদই সর্বভেদের আকর। (Matter is a stage of motion, জগৎ is matter, so it must be a stage of motion. কারণ motion—মনের motion.) মনশ্চাক্ষুণ্য উক্ত শক্তিভেদের বিকাশ মাত্র। মন স্পন্দনেই জগৎ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। যখন মন স্পন্দনরহিত (যেমন ক্লোরোফরম করিলে, মুচ্ছাকালে, গাঢ় নিদ্রাকালে ও ধ্যান সমাধিকালে মন স্পন্দনরহিত হয়) তখন জগৎ দৃশ্য উদ্ভাসিত হয় না। জাগ্রতের ত্রায় স্বপ্নেও মনের স্পন্দন জন্তই স্বপ্নদৃশ্য সকল দৃষ্ট হয়। জাগ্রতের কালে ও ভয় ভোগ তৃপ্তি লাভ হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় কালেই দৃশ্য যেন বাহিরেই দৃষ্ট হয়। এবং মনের উভয় কালীয় স্পন্দন জন্ত দৃশ্যে তুল্যতা কেহ কেহ মানিয়া থাকেন ; যেমন কয়লা ও হীরক একই কাঠিন্তের স্পন্দনাদি ভেদ জন্ত বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

নবীন বিজ্ঞানবাদ

৩৫

স্বপ্ন দৃশ্য প্রাতিভাসিক মাত্র। জাগ্রত দৃশ্যও কি তাই? উভয়ই অব্যাক্ত প্রকৃতি ও মায়ায় খেলা, অব্যাক্ততার ব্যাক্ত অবস্থাই জড়-ভাব। ব্যাক্ত দৃশ্য প্রলয়কালে অব্যাক্ত কারণে লয় হয়। আলোর রশ্মি শান্তিরই বিকাশ। উহা প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু জড় আপনি আপনাকে জানে না। এ কারণে আপনাকে প্রকাশ করে বলা চলে না; কারণ উহা দৃশ্য। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে স্বতন্ত্র হয়। আলোকের দ্রষ্টাও আলোক হইতে ভিন্ন হইবে। যিনি দ্রষ্টা, প্রকাশ তাঁরই কার্য। কার্য কর্তা হয় না। এজন্ত আলোক প্রকাশক নহে—প্রকাশসহায়ক নিমিত্ত কারণ। আলোকরশ্মি যে মায়ায় আবরণের অন্তর্গত তাহা ঈশোপনিষদে “ব্যুহ রশ্মিন্ সমূহতেজো” বাক্যে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। যাহা মায়ায় আবরণ তাহাই গীতায় ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। শ্রুতি সর্বব্যাপী পুরুষকে “ন তজ্জ হৃদ্যো ভাতি” (সহস্র হৃদ্য তুল্য প্রভাব) “জ্যোতিরিব অধুমকঃ” বলিয়াছেন। মায়ায় রশ্মি চন্দ্ররশ্মিবৎ প্রতি-বিস্তৃত রশ্মি হইতে বাধা নাই। আতস কাচে সূর্যের প্রতিবিস্তৃত রশ্মি অর্থাৎ সূর্য্যভাস যেমন দহনাদিকর্তা তেমনি মায়াতে প্রতি-বিস্তৃত রশ্মিকৃত চিদাভাস বা হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্তা। এইটি ঈশোপনিষদে “হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্বাপিহিতং মুখং” বাক্যে ও সুপ্রসিদ্ধ পূর্ণমদঃ মন্ত্রের “পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে” বাক্যে বলা হইয়াছে। নব্য বিজ্ঞান জড় (matter) ও শক্তি (motion) উভয়ই নাশবান বলিয়াছেন। তাহার উৎপত্তিমান বলিয়াছেন। যাহার উৎপত্তি আছে নাশ অনিবার্য। স্বতরাং উহার অনিত্য। যাহা নিত্য তাহা সং অর্থাৎ চির এককরূপে স্থিতিশীল অস্তিত্বযুক্ত। যাহা সং নহে তাহা অসং। স্বপ্নদৃশ্যকে অসং বলা হয়। এই যে অসংভাব

তাহা শশশৃঙ্গবৎ অসৎ অলীক কি? ভাগবতে বলে “অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে” অর্থাৎ নাই অথচ আছে বলিয়া মনে হয়। বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে নানাস্থানে “এব আত্মা অমৃতোহনৃতদার্ত্তং” বাক্য দৃষ্ট হয়। পুরুষ ঋত বা সত্য অন্ত সব আর্ত বা অনৃত। গীতায় ২।১৬ “নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ” বলে সতের নাশ নাই অসতের বিদ্বমানতার অভাব। তমো বা মায়ার আবরণই হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদির কারণ। কার্য, কারণ, কর্তৃত্ব মায়িক। এজন্ত গীতায় ১৩।৬ শ্লোকে “ইচ্ছাদেবমুখং হুঃখং সজ্বাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্” বলিয়াছেন। ক্ষেত্র বা ময়া দৃশ্যপ্রপঞ্চ (matter and motion) রূপে যাহা স্থিত তাহা অন্ধকারে বায়স্কোপের দৃশ্যবৎ “অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে” অর্থাৎ রজ্জুসর্পবৎ না থাকিলেও দেখা যায়। পুরুষ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।

মায়ী

মাং ঐশ্বর্যং যাতি প্রাপ্নোতি যতঃ সা মায়ী। মায়ী সাহচর্যে
 ঈশের সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্তৃত্ব সর্বশক্তিমত্তাদি। বিশ্বং যাতি যন্তাং
 —যাহাতে বিশ্ব পরিমাপিত হয়, অর্থাৎ যাহার সাহচর্যে বিশ্ব অল্পমান
 তর্কাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়। যে না থাকিলে বিশ্বও থাকে না, একমাত্র
 অধিতীয় ব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন ভাগবত পুরাণে ১২।১১।৫ শ্লোকে
 “মায়াদৈর্ঘ্যবভিস্তৈঃ স-বিকারময়ো বিরাট্। নির্মিতো দৃশ্যতে যজ্ঞ
 সচিন্তভুবনজয়ম্”, মায়ী ও ভূমিরূপোহনলো বায়ু ঋং মনো-
 বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা” গীঃ ৭।১৩।
 এই নয় তত্ত্বে ভগবানের বিরাট বৈশ্বানরের বৈকারিক দেহ নিশ্চিত।
 যাহা চৈতন্যস্বরূপে জিহুবনব্যাপী বলিয়া ভাসে। স্বখেদে ১০।১২।৯
 সূক্তে যখন মায়ী নাই, তখন মহাপ্রলয় বর্ণিত। তখন “অনীদবাতঃ
 স্বধয়া তদেকং। তস্মাদ্ভ্রাত্ত্বপরঃ কিঞ্চিনাস” যেমন “সদেবেদমগ্র
 আনীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং” ছাঃ ৬।২।১। তৎপর তৃতীয় মন্ত্রে তম সমাগমে
 প্রথম অজের উৎপত্তি বর্ণিত। যদাহতমস্তন্নদিবা ন রাজি ন বা চাসৎ
 শিবঃ এব কেবলঃ। শ্বেত ৪।১৮। ভাগবতে ১।২।৩০ স এবেদং সসর্জ্যাগ্রে
 ভগবান্ আত্মমায়য়া। সদসদ্রূপয়াচাসৌ গুণমন্তা গুণৌ বিভূঃ। ভগবান্
 আত্মমায়ী দ্বারা এই বিশ্ব সৃজন করেন। সেই মায়ী জিগুণময়ী
 সদসদ্রূপা আর বিভূ অগুণ। নিগুণ বিভূ হইতে সগুণমায়ীযোগে
 সৃষ্টি। ঐ মায়ী সং ও অসং রূপা অর্থাৎ অনির্কচনীয়া। ভা
 ২।৩।৩০ এতদ্রূপং ভগবতোহরূপস্ত চিদাত্মনঃ। মায়ীগুণৈঃ বিরচিতং
 মহদাভিরাঅনি”। মায়ী গুণ দ্বারা মহাদির উৎপত্তি। চিৎ স্বরূপ

অরূপ ব্রহ্মের রূপধারণ বা অব্যক্তের ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা লাভ"—ভা.
 ১।৩।৩৩ যত্রেমে সদসজ্জপে প্রতিসিদ্ধে স্বসংবিদা। অবিদ্যায়াগ্নিনি কৃতে
 ইতি তদব্রহ্মদর্শনম্ ॥' অবিদ্যা আবৃত্তে কল্পিত জীবতাবা
 অবিদ্যা বিদূরিতে জীব চৈতন্তব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। জীব ব্রহ্মই,
 মায়াযোগে জীবরূপে প্রতিভাত হন মাত্র। ভাগবতে ১০।৭০।৩৮,
 ১১।২।৪৮ ও ১১।২৮।২২ শ্লোকে অবিদ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“অবিজ্ঞা-
 মানোহিপি অবভাসতে,” মায়া যে অন্তবিশিষ্ট তাহা গীতায় ৭।১৪ “মম
 মায়া হুরত্যা। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।” বাক্যে
 শ্বেত ১।১০ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ। দেখিতে পাওয়া যায়।
 এই যে মায়াসাহচার্য্যে সৃষ্টি তৎসম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা
 যায়, যখন বিষ্ণুর নাভি-কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি ও কর্ণমূলে মধুকৈটভের
 উদ্ভব ঘটে তখন বিষ্ণু নিজাদেবী দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন, এতদ্বারা মধুকৈটভ
 ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলেও বিষ্ণু তাহা জানিতে পারেন নাই। ব্রহ্মা
 বিষ্ণুকে ঘোর নিদ্রিত দেখিয়া বিষ্ণুস্তব না করিয়া নিজাদেবী বা
 মহামায়ার স্তব করিয়াছেন। স্তবে সম্ভট হইয়া নিজাদেবী বিষ্ণুনেত্র-
 ত্যাগ করিলে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে আক্রান্ত দেখিতে পাইয়া মধুকৈটভ বধ
 করেন। এই যে ব্রহ্মাদির সৃষ্টি তাহা যেন বিষ্ণুর নিজাকালে অজ্ঞাতেই
 হইয়াছিল। এমন কথা ঋঃ ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।
 “যোহস্ত অধ্যক্ষ পরমেব্যোমন্ নঃ অঙ্গবোদ যদি বা ন বেদ” অধ্যক্ষের
 অজ্ঞাতে সৃষ্টি তমঃ করিয়া ফেলেন। ঋগ্বেদে এখানে মায়াকে তমঃ,
 অসৎ, তুচ্ছ প্রকৃতি বলা হইয়াছে। চণ্ডীতে নিজা যেমন বলিয়াছে
 তেমনি রাত্রিই নিজা ও তমের স্থান অস্ত্র স্প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় ঋতঞ্চ
 মন্ত্রে মায়াকে রাত্রি বলিয়াছেন। ঋতঞ্চ মন্ত্র ১০।১২ সূক্তে সৃষ্টি-
 বিষয়ক মন্ত্র। সৃষ্টির পৌনঃপুন্য বা জীবের পুনর্জন্মবাদ বর্ণিত।

স্রষ্টা পূর্বসৃষ্টির স্মরণ করত “যথাপূর্বমকল্পয়ৎ”। এই মন্ত্রেও
 প্রথম রাত্রি আবির্ভূতা হইলে সৃষ্টির আরম্ভ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে
 ১০।২২।১১ মায়াকে অন্ধকণ্ঠা বলিয়াছে। ঋঃ ১০।৭২।৩ মন্ত্রে ভদ্রা
 অমৃত বন্ধবঃ। ভদ্রাকে দেবতার বন্ধনের হেতু বলা হইয়াছে। ঋঃ
 ১০।১২২।৪ সৃষ্টি অর্থ “সতোবন্ধুমবাতি” বলা হইয়াছে। সৃষ্টির অর্থ
 সত্যের অসত্যের দ্বারা বন্ধন। স্বধা অন্ত অর্থে ঋগ্বেদে প্রকৃতিকে
 বলা হইয়াছে। অন্ন শব্দ মায়ী অর্থে মুণ্ডকোপনিষদে “তপসা চীযতে ২।১।৮
 ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে অন্নাং প্রাণঃ। অত্তিঃ সর্কঃ ইতি অন্নং।
 তৈ ২।২ অদ্যতেহত্তি চ ভূতানি তন্মাদন্নং তদুচ্যতে।” প্রলয়ে
 সব প্রকৃতির অন্ন হয় জন্তু এবং মহা প্রলয়ে মায়ীও কবলিত হয় একান্ত
 অন্ন বলা হয়। প্রলয় যজ্ঞে রুদ্র মায়ী ও তৎকার্য আপনাতে আহুতি
 দিয়া “একোহি রুদ্র ন দ্বিতীয়্য তস্মুঃ” একমেবাদ্বিতীয়্য হইলেন।
 গীতাতেও ১০।১১ অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি বাক্য দৃষ্ট হয়। গীতায়
 মায়াকে ৯।১ মোক্ষসে অন্তভাও এবং ৩।২৩ “তং বিদ্যাঃসংযোগ-
 বিরোগং যোগসংজিতম্।” বাক্যে অন্তভাও হুঃখ বলা হইয়াছে।
 শ্বেতার্শ্বতর ৩।৮ ও মু ২।১৬ মন্ত্রে “তমসঃ পরন্তঃ বাক্য আছে।
 মায়ী শব্দ ঋগ্বেদে ৬।৪৭।৩৮ মন্ত্রে “ইন্দ্রোমায়ীভিঃ পুরুষাণ্যমৃতং
 বাক্যে দৃষ্ট হয়। অন্ত্রজও আছে। শ্বেত ৪।১০ মায়ীং তু প্রকৃতিং
 বিদ্যাম্মান্নিন্দন্ত মহেশ্বরঃ। ঐ ১।১০ বিশ্বমায়ানিবৃত্তি বাক্য আছে।
 মায়ী নিবৃত্তি হয়। মায়ীর নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বা মুক্তি বলে।
 প্রকৃতিই মায়ী ইহা অন্ত্রজও দৃষ্ট হয়। নারায়ণ উপনিষদে “তস্মৈ
 প্রকৃতি লীনমায়ঃ পর স মহেশ্বরঃ” বাক্য আছে। মায়াকে “অনুতেন
 প্রভূত্যা” ছা ৮।৩২ অনুতানি ধানাঃ ছা ৮।৩১ বাক্যে অনুত বলা
 হইয়াছে। “অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময় যতোয়ামিহমৃতং

গময়” বৃ ১।৩।৭ বাক্যে অসৎ, তম ও মৃত্যু শব্দ দ্বারা মাঝাকেই বুঝাইয়াছেন। বৃ ৫।৫।১ মন্ত্রে “আপ এব ইদমগ্র আস্থস্তা আপঃ সত্যমস্বজন্ত সত্যং ব্রহ্ম” বাক্যে আপ শব্দঃ কারণ সলিল বা মাঝা বুঝাইতেছে। সলিলশায়ী বিষ্ণু নিজ্রায়ুতে ব্রহ্মার উৎপত্তি পূর্বেই বলা হইয়াছে। তম সলিল স্বার্থে ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে “তমসা গৃঢ়ম-গ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং” বাক্য রহিয়াছে। বাইবেলেও স্বজন কালে ঈশ্বরের সিংহাসন জলে ছিল বলিয়া His throne was on water. কারণ সলিল দ্বারা মুর্ছনা দিয়া পুরুষদেহের স্বজন ঐতরের উপনিষদে দেখা যায়। “সোহস্ত এব পুরুষং সমুদ্রত্যা মুচ্ছয়ৎ।” কারণ সলিল পাঞ্চভৌতিক সলিল নহে। উভয়ই আপ শব্দ বাচ্য। ব্রহ্মসূত্রের ১।১।২ সূত্রে “জন্মানাশ্র যতঃ” বাক্যে কেহ জন্ম আদ্যাশ্র যতঃ এমন পদচ্ছেদ করেন। আদি পুরুষ প্রথমজের জন্ম বাহা হইতে, কেহ আদ্যাশ্র আত্মশক্তি বলিতে চাহেন। তাঁদের প্রমাণ শ্বে ১।৬ “দেবাজ্ঞশক্তিং স্বপ্তগৈনিগুঢ়াম্। মাঝাকে অবিজ্ঞা বলা হইয়াছে। বৃ ৪।৩।২০ অবিদ্যায়ামন্যস্তর। বৃ আ ৪।৩।২২ পাপেন তীর্ণো বাক্যে মাঝাকে পাপ বলা হইয়াছে। ঈশ উপনিষদেও “অপাপবিদ্ধম্” বাক্যে দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য ৪।২।৪।৩ পাপ্মানঃ প্রদুয়ন্তে এবং বৃ আ ৪।৪।২৩ পাপ্মানঃ তরতি বাক্য দেখা যায়। প্রশ্নের ৬।৮ মন্ত্রে অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। মু ১।২।৯ অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা। অবিদ্যাগ্রস্থিঃ মুঃ ২।১।১০ গর্ত উপনিষদে গর্তস্থ অণ্ডের পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগে বলে। পশ্চাৎ “যদা বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্ট স্তদা ন স্মরতি জন্ম মরনানি ন চ কৰ্ম শুভাশুভং”। ইহা পঞ্চকোষবিচারে আনন্দময় কোষ। আনন্দস্বরূপ পুরুষের আনন্দধারা উহা ভেদ হইয়া বাহিরে আসে এজন্ত আনন্দময় কোষ বলে। ঈশ উপনিষদে

“হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যশ্রুপিহিতং মুখং” বাক্যের পাত্র মায়ার আবরণ। পুরুষের জ্যোতিতে জ্যোতিমান যেমন কালমেঘ সূর্য-কিরণে লালবর্ণ পীতবর্ণ লাভ করে। নামরূপ মায়ার বা অবিজ্ঞা-জ্ঞাত; এ কারণ—মুঃ ৩২৮ মস্ত্রে ‘নাম রূপাদিমুক্তঃ’ কথাটি আছে। অবিজ্ঞার জন্তেই বহুধা ভেদ প্রতীয়মান হয়। স্বঃ ৩৫৩৮, ৩৪৭১৮, ১০৫৪১২ ইত্যাদি মস্ত্রে দেখিতে পাই, ইন্দ্র (ব্রহ্ম) মায়ার দ্বারা বহুরূপ হন। রূপং রূপং প্রতিক্রিপো বহিষ্চ। অব্যক্তা ও অব্যাক্ততা একই অর্থপ্রকাশক। বিদ্বানেরা প্রটাইলাখ্য প্রকৃতিকে সৃষ্টিক্রমে ব্যাকৃত হওয়ার পূর্বে অব্যাক্তা অব্যাক্ততা নাম দিয়া থাকেন। যেমন কচি ডাব নারিকেল যাহাতে কেবল জল মিলে, তাহাতে নারিকেল ও শাঁস ঐ নিরাবিল জলে অব্যাক্ত অবস্থায় থাকে বা অব্যাক্তত থাকে। কালে প্রকাশ পায়। মায়ার বা প্রকৃতির এতই বিস্তার যে গীতায় উহাকে মহদব্রহ্ম, ক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন। শ্রুতিতে কোথাও অক্ষরও বলিয়াছেন, যেমন মুঃ ২১১২ অক্ষর্যাং পরতঃ পরঃ। অব্যক্তান্তু, পর পুরুষঃ ২৩৮, ১৩১১ অবিদ্যা, কঠ ১২২৫ অঘটন ঘটনপটয়সী মায়ার কি সং কি অসং তাহা নির্দীচনযোগ্য নহে এজন্ত অনির্দীচনীয়া বলিয়া অভিহিত হয়। অস্ত্রে অচিন্ত্য ভেদা-ভেদ, কেহ বা লীলা বলিয়া থাকেন। কথা একই যাহা চিন্তা করা যায় না তাহা নির্দীচনও সম্ভবেনা। শ্রুতি ক্রমশঃ ‘পরন্তাৎ’ বলায় তম-আবরণে আবৃত থাকায় তারপর কি তাহা আবরণ-উন্মোচনেই জ্ঞাতব্য। সে জন্ত ঈশ-উপনিষদে “হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যশ্রুপিহিতং মুখং” বলিয়াছে।—আহারাদিশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে মায়ার তম ও রজোভাগ সম্ব দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, তখন একেশ্বরবাদ ও বিচার-বুদ্ধি খুলিয়া যায়, বিবেক-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সদগুরুকৃপায়

সত্যের জ্ঞান চিন্তের একতানতা হইলে মায়া-মেঘ বিদূরিত হয়, স্বপ্রকাশ সত্যের প্রকাশ ঘটে। ত্রিগুণা মায়া সহ তৎকার্য—সৃষ্ট জীব, অজীব, কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মফল, উপান্য, উপাসকাদি, ত্রৈগুণ্য যাহা সব কিছু বিদূরিত হয়। ইহাকে গীতার ‘নির্জৈগুণ্য’ বলিয়াছে; জানোদয়ে ঘটে। তখন ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, জীব শিব হইয়া যায়। যারা চিরদাসত্ব পছন্দ করেন, তাঁরা মায়া দূর করিতে চাহেন না। দাসত্ব মায়ার অধীন। যে দেবদেহের দাসত্ব করা সেই দেবদেহই মায়া-রচিত। তাহা ভাগবতে ১২।১১ “মায়াদৈর্ঘ্যবভিস্তৃষ্ণঃ স বিকার-ময়ো বিরাট্।” বাক্যে বর্ণিত আছে। কৃষ্ণের গলে বনমালা ত্রিগুণ-ময়ী মায়া-সর্পের বন্ধন মাত্র। অনন্তশয্যা কল্পনামাত্র অব্যাকৃতা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। কর্ণে মকরকুণ্ডল সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রদ্বয়। সেই জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পুরুষের সাক্ষাৎ জ্যোতিই কৌন্তভ এবং ব্যাপিণী প্রভা শ্রীবৎসলাঞ্জন। ছন্দ তার পীতবসন বলিয়া কথিত। সত্ত্ব, তত্ত্ব, পদ্ম, ওজঃ যে মুখ্যতত্ত্ব তাহা গদা। তেজস্বত্ত্ব স্নদর্শন, অগস্ত্য শঙখ বলিয়া কল্পিত। ইহা অব্যক্তের ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা কল্পনা। গীতায় ৭।২৪ শ্লোক এই প্রকার রূপ কল্পনা ভগবান্ অল্পবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়াছেন। ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা বায়ু-স্কোপের দৃশ্য সদৃশ প্রাতিভাসিক বা রজ্জুতে সর্প সদৃশ। যাহা কোন দেশে কালে নাই তাহারাই প্রতীতি। কেহ কেহ বলেন মায়া অর্থ যাহা মা আয়া অর্থাৎ অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে। না থাকিলেও দেখা যায় যেমন বায়ুস্কোপের হলঘরে যখন প্রদীপ জলে খেলার পূর্বে বা পরে তখন তথায় কোন কিছু দৃষ্ট হয় না, আধারে বসিয়া রেল, জাহাজ, হাউয়াই জাহাজ, পর্বত, নির্ঝর, নদী, সমুদ্র কত কিছু দেখা যায়। না থাকিলেও দেখা যায়। ঐ হলে কোন কোন ছবি বা

তদ্রূপ অস্ত্র কিছুও থাকে না। যেমন আঁধারে রজ্জুতে সর্প না থাকিলেও দেখা যায়। সমুদ্রের জল স্বেতবর্ণ হইলেও নীলবর্ণ দেখা যায় তাই সমুদ্রকে নীলাশু বলে। মরীচিকায় জল না থাকিলেও দেখা যায়, আকাশে চাঁদ না থাকিলেও জলের নীচে চাঁদের নাচুনি দেখা যায়। সুতরাং যেমন স্বপ্নদৃশ্য না থাকিলেও দেখা যায় তদ্রূপ জাগ্রত দৃশ্য কথার কথা মাত্র। মায়া ইন্দ্রজালিকের খেলার গ্রায়। এজন্ত ঋতি বলিয়াছেন “য একো জালবান ঈশত ঈশনীতিঃ।” সেই ইন্দ্রজালিকের কুহকিনী মায়া অন্ধকণ্ঠা জীবকে অন্ধ করিয়া কাজ করায়। অথচ অজ্ঞান। ঋগ্বেদে সৃষ্টি বিষয়ে সবই জল্পনা কল্পনা বলিয়াছে। ঋগ্বেদে ১০।৮২।৭ “ন তং বিদাথ য ইমা অজানান্যদ্যাস্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জগ্ন্যা চাস্তত্প উক্থশাসচরন্তি।” অর্থ যিনি সকলের অন্তরস্থিত, সকলের উৎপাদক, যিনি তাঁহাকেও জানেন। যেমন কুয়াসা আবৃত হইয়া লোকে দিগ্ভ্রান্ত হয় তদ্বৎ অজ্ঞানাবৃত হইয়া নানা জল্পনা কল্পনা করে। ইহাদের তৃপ্তির জন্য স্ততিরূপ ভোজন।

নামরূপ কৰ্ম

নাময়তি । নাম্যতে বা । নম্ প্রহস্বে (ভূ) ভঃ প্রত্যয়ে নাম,
নাম প্রাকশ্চ সংভাব্য-ক্রোধোপগম কুৎসনে । ইতি অমর । নাম
কামে (কোপে) ইভ্যুপগমে বিশ্বয়ে স্বরণেহপি চ । সংভাব্য কুৎসা
প্রাকশ্চ-বিকল্পেষপি দৃশ্যতে । ইতি মেদিনী । সংভাব্য অর্থ সম্ভাবনা ।
অভ্যুপগম—অঙ্গীকার । আখ্যা আহ্নে অভিধানং চ নামধেয়ং চ নাম চ ।
আহ্নে আহ্বানং । য়া অভ্যাসে । রোপয়তি বিমোহয়তি রূপু
বিমোহনে (দি) অচ্ । যদ্বা রূপ রূপকরণে (চু) । যদ্বা রূপতে
ভুয়তে । রু শব্দে (অ) প প্রত্যয় । রূপং তু শ্লোকশব্দয়োঃ ।
পশাবাকাশে সৌন্দর্য্যে নাশকে নাটকাদিকে । গ্রন্থাবৃত্তৌ স্বভাবে চ
ইতি হৈমঃ । বু আ ২।৩।১ দ্বৈ বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তৈঃ-
মর্ত্তাঞ্চামূর্ত্তঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ । ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ;
একটি মূর্ত্ত মরণধৰ্ম্মশীল অল্প অমৃত । একটি গতিহীন স্থিত, পরিচ্ছিন্ন
অল্পটি গমনশীলবৎ অপরিচ্ছিন্ন । একটি সৎ বিদ্যমান অল্প ত্যৎ পরোক্ষ ।
২।৩৫ “তস্য হৈতস্ত পুরুষস্ত রূপং, যথা মাহারজনং বাসো যথা
সাম্ভাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাহগ্নি অচিৰ্থথা পুণ্ডরীকং যথা সঙ্কদ্বিহ্যত্যং ।”
সেই পুরুষের রূপ পৌতবসনবৎ পাণ্ডুবর্ণউৰ্ণবস্ত্রবৎ রক্তবর্ণ কীটবৎ অগ্নিশিখা-
বৎ বা পদ্মবৎ, বিহ্যৎবৎ । “সঙ্কদ্বিহ্যন্তেব হ বা অস্ত শ্রীৰ্ভবতি য এবং
বেদাখাত আদেশো নেতি নেতি ন হি এতস্মাদিতি নেত্যন্তং
পরমন্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্ত সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যম্ ।
সেই পুরুষকে সত্যস্য সত্য নাম দেওয়া হয় । প্রাণগণ সত্য
(আপেক্ষিক) তাহা হইতে সত্য । বু আ ১।৬।১ ত্রয়ঃ বা ইদং

নাম রূপং কন্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেবামুত্থমতো হি সৰ্ব্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি। এতদেবাং সান্নৈতদ্ধি সৰ্ব্বৈনামভিঃ সমমেতদেবাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সৰ্ব্বাণি নামানি বিভতি। ১। অথ রূপানাং চক্ষুরিত্যেতদেবামুত্থমতো হি সৰ্ব্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্তেতদেবাং সান্নৈতদ্ধি সৰ্ব্বৈরূপৈঃ সমমেতদেবাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিভতি। ২। অথ কন্ম নামান্যেত্যেতদেবামুত্থমতো হি সৰ্ব্বাণি কন্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্তেতদেবাং সান্নৈতদ্ধি সৰ্ব্বৈঃ কন্মভিঃ সমমেতদেবাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সৰ্ব্বাণি কন্মাণি বিভতি তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়মাশ্রিত্বা একঃ সন্নৈত্য ত্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেনছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ। ৩। অব্যক্ত ও ব্যক্ত যা কিছু সবই নামরূপ কন্মাশ্রক। বাক্ বা শব্দ নামের উপাদান। এই শব্দসামান্য হইতে সব নাম উৎপন্ন। ইহাই নামের নাম বা সামান্যতাব। সকল নামের ব্রহ্ম বা আত্মা। বাক্যের শব্দসামান্যতাই নাম বলিয়া অভিহিত হয়। চক্ষুই রূপসামান্য শুক্র-কৃষ্ণাদি রূপের উপাদান কারণ। রূপসামান্য হইতেই নানারূপের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই রূপসামান্যে সাম বা সমতাব। ইহাই রূপবিশেষের আত্মা। আত্মা বা দেহদ্বারা সৰ্ব্ব কন্ম নির্বাহ হয়। ইহা কন্মসামান্য কায়িক-মানসিক কন্ম সকলের উপাদান। কন্মসামান্যই কন্মের সাম বা সমত্ব। এই কন্মসামান্য সৰ্ব্বপ্রকার কন্মের আত্মস্বরূপ—কন্ম সব ধারণ করে। নামরূপ ও কন্ম পরস্পর আশ্রিত একই দেহে অবস্থিত। এই অমৃত নামরূপাশ্রক সত্য অর্থাৎ বিরাট পুরুষের দেহ দ্বারা আবৃত। প্রাণই অমৃত। নামরূপাশ্রকই বিরাটপুরুষের দেহ তাহা দ্বারা প্রাণ আচ্ছন্ন বা আবৃত। ছান্দোগ্য ৭।১।৩। নারদ অষ্টাদশ বিত্তা অধ্যয়ন করিয়াও মত্তবিৎ শ্রবণে সনৎকুমার বলিলেন—“যং বৈ কিঞ্চ এতদ্ অধ্যগীষ্ঠা নান্নৈবৈতৎ।” ছান্দোগ্যের

৩।১।৪। “বাচারন্তনং বিকারো নামধেয়ং” এই অঙ্কসারে নারদের
 অধ্যয়ন বিকারের প্রলাপ শ্রবণবৎ (হইয়াছে বলা হইয়াছে। তৎপর
 ভগবান সনৎকুমার বলেন—ঋগ্বেদ আদি) অষ্টাদশবিদ্যা নামই মাত্র।
 উহাকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতে পার। যিনি নামকে ব্রহ্ম
 বলিয়া উপাসনা করেন তিনি বিকারনাম সমষ্টি দ্বারা বিশ্বের যতটুকু
 ব্যাপ্ত তাহাতে কামচারী হইতে পারেন। তৎপর নারদ নাম হইতে
 শ্রেষ্ঠ বিষয় বলিতে বলিলে বাগ্ নাম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাগ্ ব্রহ্মের
 উপাসনা করিতে বলেন ও বাগ্ ব্রহ্মোপাসনার ফল বাগ্ বিশ্বের যতটুকু
 অধিকার করে ততটুকুতে কামচারী হইতে পারে। জালবান ঈশ্বরের
 নানারূপ আছে তাহার ধ্যান উপাসকগণ করিয়া থাকেন। উপাসনার
 জন্ত ঐ সব রূপ কল্পিত হয়। যেমন ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের একাদশ
 অধ্যায়ে চতুর্ভূজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শিখিপুচ্ছ মৌলি পীতবসন, মকর-
 কুণ্ডলদ্বয় কর্ণে বিলম্বিত, হৃদয়ে কোম্ভভমণি ও শ্রীবৎসলাঞ্জন, গলে
 বনমালা, অনন্ত-শয়ন যে কৃষ্ণমূর্তি উপাসকের ধ্যেয় ও তাহা প্রাকৃত
 সত্য বলিয়া উক্ত হইলেও উহার কাল্পনিকতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা
 করিয়াছেন। তৎ যথা—

“কৌম্ভভব্যপদেশেন স্বায়জ্যোতির্বিভর্ত্যজঃ ।

তৎপ্রভাব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসম্বরসা বিভূঃ ॥

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাশৃগময়ীং দধৎ ।

বাসহন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎ স্বরম্ ॥

বিভর্তি সাক্ষ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে ।

মৌলী পদং পারমেষ্ঠং সর্বলোকনমস্কৃতং ॥

অব্যাকৃতমনস্তাখ্যামাসনং যদধিষ্ঠিতঃ ।

ধর্মজ্ঞানাদিভির্ভুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে ॥

ওজঃ নহোবলযুতং মুখ্যত্বং গদাং দধৎ ।

অপাং তত্বং দরবরং ভেজন্তত্বং সুদর্শনম্ ॥”—ইত্যাদি গোপাল উত্তর তাপিনীয়েও নহ রজস্তম ও অহঙ্কার চতুর্ভূজ—পঞ্চভূত শব্দ, মনচক্র, পদ্মবিশ্ব, বিদ্যাগদা, মালা অজয়া, কুটস্থ নহ কিরীট ইত্যাদি রূপ কল্পনা দৃষ্ট হয় ।

গীতাতেও বলে—পুরুষঃ স পরঃ পার্থ তন্ত্র্য লভাস্তনন্তরা যশাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্কর্মিদং ততম্ ॥ . ৮।২১ পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্তোহব্যক্তো-
হব্যক্তাং সনাতনঃ । যঃ স সর্কর্মে ভূতেষু নশ্রুংস্তু ন বিনশ্রুতি ॥
৮।২৭ ॥ অব্যক্তং ব্যক্তিমাগন্নং মন্ত্রস্তে মামবুদ্ধয়ঃ । পরং ভাবমজ্ঞানস্তো-
মমাব্যয়মহুত্তমম্ ॥ গী ৭।২৪ নেই পুরুষের রূপ নাই তিনি অরূপ । তত্রাচ
লোকে অল্পবুদ্ধি জন্ত তার রূপ কল্পনা করে । গীতায় ২।২৮ অব্যক্তাদীনি
ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত অব্যক্তনিধনাশ্চেব তত্র কা পরিবেদনা ॥
এই ব্যক্ত-মধ্য অবস্থাই কল্পিত অবস্থা । এই অবস্থায় রূপেরও কল্পনা
করা হয় । দেবতার রূপ মায়িক ইন্দ্রজালিকের খেলা । ইন্দ্রো মারাভিঃ
পুরুরূপ ঈয়তে । রূপং রূপং প্রাতিরূপো বহিষ্চ । য একো জালবান
ঈশতঃ ঈশনীভিঃ সর্কান্ লোকানীশত ঈশনীভিঃ । য ঐবেক উদ্ভবে
নংভবে চ” ইত্যাদি যেমন আঁধারে বসিয়া সিনেমা হলে হাতী, ঘোড়া,
পর্কত, নদী, রেল, জাহাজ, সমুদ্রাদি নানা দৃশ্য দেখা যায় অথচ বস্তুতস্ত
তথ্য কিছুই নাই । উহা যেমন প্রাতিভাসিক তেমনি স্বপ্নদৃশ্যবৎ প্রতি-
ভাসিক মায়িক জগৎ । নামরূপ কর্ম কথার কথা । জ্ঞানায়িতে উহার
ধ্বংস হয় । একোহি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্তুঃ । একত্রঙ্গ দ্বিতীয় নাস্তি ।

— — —

মা

মা—ওমা—মাগো—সহোদন বড়ই মধুর। বঙ্গভাষা সংস্কৃতায়ুগ, তাই ইহার অর্থ বিশ্লেষণ দ্বারা উহার মধুরতার মহিমা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মা শব্দ নিষেধবোধক। যিনি সমস্ত নেতি বা নিষেধিত করিয়া কেবল একলাই আনন্দ স্বরূপ অবস্থিত তিনি ভূমাখ্য (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মা বা নিষেধিত করিয়া যিনি স্থিত) মধুময় একান্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে ঋকে মধুবিদ্যা বলে। রসো বৈ সঃ। মধু পুষ্পরসং বিভূঃ। সারাৎসার পরাৎপর তিনিই মধুর মা শব্দ বাচ্য। অথবা সন্তানের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ নিষেধে যিনি সদারত তিনিই মা। অথবা উৎপত্তি স্থান জন্ত মায়াই মা অথবা মাঙ্‌ মানে কাঃণের মানরূপে প্রেমা নির্দ্বারক জন্তই মা। ঋতি যাহাকে “প্রেমঃ পূজাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো অন্তঃশ্রাৎ সৰ্বশ্রাৎ” বলিয়াছেন মাতৃশব্দ তাহার পরিমাপক হয়। ওমা শব্দ খুব সম্ভবতঃ উমা শব্দের অপভ্রংশ, উ ক্লেশ মা নিষেধে সৰ্বক্লেশহারিণী ব্রহ্মবিদ্যাই উমা হৈমবতী তাহা কেনোপনিষদ্‌ দ্বারা করিয়া বলিয়াছেন। অথবা যিনি ওম্+আ। আ সমস্তাৎ ওম্‌ পদবাচ্য মা ব্রহ্মময়ী। অ—অজ্জ, উ—উপেক্ষ, ম—মহেশ্বর যেখানে একীভূত অথবা অ—অন্তি, উ—উপলব্ধি ম—মদ হর্ষ স্বরূপ অর্থাৎ যিনি সৰ্বপ্রকার ওম্‌ রূপিণী তিনিই মা। অব রক্ষণে ধাতু হইতে ওম্‌ শব্দ মনট্‌ প্রত্যয়ে নিম্পন্ন হয়, সৰ্বদা রক্ষাকারিণী তাই বিপদে বিশ্বস্তে ওমা শব্দ ব্যবহৃত হয়। মাগো শব্দ মা ও গো লইয়া মাগো পদ বটে। মা যিনি গো সদৃশা বা গো ধারিণী সৰ্বসংসা-
 ৮ অন্নপ্রদায়িনী ধরিজী দেবীই গো তৎ সদৃশা মাতা অমৃতধারাদাত্রী।

সন্তানের সর্বপ্রকার আবদার-সহনশীলা ধৈর্য ও ক্ষমার মূর্তি।
 বৃহদারণ্যকে সপ্তারমধ্যে প্রথমেই স্তম্ভ দ্বন্দ্ব গৃহীত হইয়াছে। অথবা
 যিনি ভীত সন্তানরক্ষণার্থ গো বা বাগ্‌বজ্রবর্ষিণী, বজ্ররূপ কাঠিন্য় সহ
 বিপদকারিণী ঋগ্বেদে ২।১।১১ মন্ত্রে সরস্বতীকে বজ্রধারিণী বৃজহস্ত্রী বলা
 হইয়াছে দেখা যায়। মা জ্ঞালোক বটে। আলিঙ্গ ব্রহ্মে উহার প্রয়োগে
 কোন বাধা নাই। ঋগ্বেদে ১।৮৯।১০ মন্ত্রে অদিতিদ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষ
 মদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতি পঞ্চজনা অদিতি
 জ্ঞাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥ বাক্য আছে। অথও অদিতি বা ব্রহ্ম এই
 বাক্যে জ্ঞী পুং নপুংসক সর্বলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে। খেতাখতরে
 দেখিতে পাই “নবজ্ঞী ন পুমানেষ ন চৈবাং নপুংসকঃ” বাক্য, অত্বে
 “জ্ঞ জ্ঞী জং পুমানসি জং কুমার উত বা কুমারী।” পুরাণেও তেমনি
 “জমেব মাতাচ পিতা জমেব, জমেব বন্ধুশ্চ সখা জমেব। জমেব
 বিন্যা ত্রবিনং জমেব জমেব সর্বং মম দেবদেব ॥” এই জ্ঞত্বই চণ্ডীতে
 একমেবাদ্বিতীয়ং বাক্যবৎ—“দ্বিতীয়া কা মমাপরা” বাক্য প্রয়োগ আছে।
 ঐন্দ্রী, উজ্জাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, কোমারী,
 শিবদূতী প্রভৃতি শক্তি সকল দেবীদেহে প্রবেশ করিলেন। অম্বরাদি
 আর নাই দেখিতে পাই। মহিষাসুর যুদ্ধের পূর্বেও ব্যষ্টি দেবগণের
 তেজোময় জ্যোতি সকল একীভূত হইলে অম্বরাদি আর থাকিলেন না।
 অম্বরাদি বলায় “মহদেবানামম্বর জ্বমেকং” বাক্যাত্মকায়ী আম্বরী-
 সম্পদের লয় হইতেছে। কৃৎস্ন দেবীসম্পদ তেজোময় জ্যোতির্শব্দের
 পুংলিঙ্গাশে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন “ন তত্র সূর্যো ভাতি”। সেই
 সর্বদেব তেজোময়ী যিনি, তিনি “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” সেই পরমাত্মা
 মা। ইনি বক্ষ্যা জগজ্জননী পুরাণে। গণেশজননী বক্ষ্যা বটেন।
 অক্ষও বটেন ঋ ১০।২২।১১ মন্ত্রে অক্ষকণ্ঠা ইন্দ্রে লয় হন। সৃষ্টিস্থিতি-

লয়কারিণী তম-বন্ধনে অব্যয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্ম নামে অভিহিত হইলেন। “সতোবন্ধুমসতি” চণ্ডীতে ব্রহ্মা তম বা নিদ্রাকেই উপাসনা করেন। “স্বং স্বাহা স্বং স্বধা” ইত্যাদি বাক্য। তম অপসরণে বিষ্ণু স্ব স্ব রূপে স্থিতি লাভ করিলে অম্বরাদি আর থাকে না। তমাবরণেই ঐ সকল দেব নর তিথ্যাকাদি সংঘাতভেদের স্থান। গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন ‘মহাভূতাহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ১৩।৫ শ্লোকে বিকার বলিয়া বিস্তার। করিয়াছেন। মায়া তার জাল সম্প্রসারণ করিলে জীবজগৎ ঈশ্বর সব কিছুর উৎপত্তি হয় ও গুটাইলে ঐ সব লয়ে অহংনামা সং একাই থাকেন। এইটী ঈশ-উপনিষদের ১৫।১৬ মন্ত্রে সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। ১৫ শ্লোকে জীব-ভাবাপন্ন অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান অধম উপাসক সত্যদর্শনে লালায়িত। গুনিয়াছেন—সত্য হিরণ্ময় আবরণে আবৃত, তাই নিজ উপাস্ত দেবতা পূষণ যিনি ঐ আবরণ উন্মোচনে সমর্থ তাঁর সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। এই যে ভেদ দর্শন জীব (উপাসক) জগৎ (আবরণ) ও ঈশ্বর (সত্য), আবার পূষণ উপাস্ত দেবতা সহায়ক তাহা রজোগুণ প্রাবল্যে বলিতে হইবে। কারণ ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—পৃথক্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্। বেত্তি সর্কেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ (১৮।২১)। তৎপর উপাসক আহারাদিশুদ্ধি ও গুরুকৃপায় সম্বগুণপ্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন পূর্ব্বে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নহেন সত্যেরই, অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতনেরই কল্যাণতম বিভূতি বা কুৎসিৎ মায়াযোগে ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা মাত্র। এখনও উপাসক অক্ষম হুর্কল, তাই একেশ্বরবাদী হইলেও হিরণ্যগর্ভ নিকট “বুহ রশ্মিন্ সমূহতেজো” বাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন। এই স্থানে আরও একটু বক্তব্য যে, এই বিজ্ঞা উপাসকের পূষণ উপাসনা-জন্ত

পূষণলোকে গতি ও তাহা হইতে প্রত্যাবর্তনে অল্প দেহ লাভ রূপ
কর্মফলও সঞ্চিত আছে। তদ্রূপ সন্ততি বা হিরণ্যগর্ভ উপাসনাদি
জন্ম কর্মফলও সঞ্চিত বটে। পশ্চাৎ আত্মরূপায় গুরুরূপায়
আত্মযাজ্ঞী বা ঈশপরায়ণ হইলে জ্ঞানস্বর্য্যোদয়ে অজ্ঞান আবরণ
বিদূরিত হইলে তিনি দেখিলেন যে অহংনামা পুরুষ একাকীই
বিরাজিত আছেন। পূষণ দেবতা তৎ উপসনার কর্মফল, উপাসকের
উপাসকত্ব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমত্তা ও হিরণ্যগর্ভ সব কিছু মায়া-আবরণ
সহ যুগপৎ অন্তর্হিত। স্মৃতরাং ঐ সকল তম-আবরণেই অঙ্কিত ছিল।
আবরণ গুটাইলে আর থাকে না। যেমন চাঁদোয়াস্থিত চিত্রাদি চাঁদোয়া
গুটাইলে অদর্শন হয়, এও তেমনি। কেহ কেহ মায়াকে মহামায়া বলিয়া
মাতা বলেন। উপপত্তিস্থান বলিয়াই বলেন। যেমন অন্নপূর্ণাদেবীর পূজায়।
“যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্জিব এব কেবলঃ”। অতমে যে
শিব “প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমধৈতং” তিনি উপাধিযুক্তে ভোগঞ্চ-
প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে অনাভাব। ঈশাশ্রুতি
বলিয়াছেন। “মা গৃধ কশ্চচিদ্ধনম্”। ধন কোথায় যে গৃধ করিবে ?
তৎপশ্চাৎ অন্নস্বরূপা মহামায়া হইতে যেন অন্ন গ্রহণে তৃপ্ত। লোকে
জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করিয়া চাঁদের নাচনি দেখে, তেমনি
মায়া বা মায়ার বিকার মনের স্পন্দন অন্তর্ধামী আত্মায় আরোপ
করিয়া জীবের গতাগতি দেখেন। সর্বগত আত্মার গতাগতি নাই।
স্পন্দন নাই। মায়ারই স্পন্দন তাতে আরোপিত মাত্র। এই সকল
মায়া ও তৎকার্য্য নিষেধিত করিয়া সর্বশক্তির আধার আনন্দময়ী মা
বা ব্রহ্মবিরাজিত, মা, ওমা, মাগো ক্ষমস্ব। আমি যেন আত্মরূপায়
আত্মযাজ্ঞী হয়ে তোমাকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে তোমায় চিনতে
পারি। শ্রুতিবাক্য সত্য হউক। “যমোবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তশ্চৈষ আত্মা

বিবৃণুতে তন্মুং স্বাম্”। গুরুবাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, মন বেদান্ত-
বাক্যে, বেদান্ত বেদগুরুষে প্রতিষ্ঠিত হউক, আবিঃ চিন্তে আবিভূত
হউক। এস, সাধক চণ্ডীর ভাষায় “রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি
দ্বিষো জহি। ভার্ধ্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তান্তসারিণীং।” কেহ
এই প্রার্থনা কদৰ্য্য কাম্য মনে করেন, করুন। শ্রুতি বলেন “যৎ তে রূপং
কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি। স্বং বেদম ব্রহ্মণো রূপং ইত্যাদি বাক্যে
রূপ শব্দ আকার বা বর্ণ নহে, স্বরূপ বুঝায়। স্ততরাং রূপং দেহি অর্থ—
আমায় ব্রহ্ম স্বরূপ করিয়া দাও। কাম ক্রোধাদি দুর্জয় তাহা জয়ে
সামর্থ্য হউক, বশস্বি ধবলতা চিন্তা ধবল অর্থাৎ শুদ্ধ হউক, দ্বৈতে ভয়
দেষ তাহা লোপ হউক, অথবা “ন তন্ত প্রতিমা অস্তি বস্ত্রনাম মহদ্বশঃ”।
তাকে চাই। ধৈর্য্যং বস্ত্র পিতা ক্ষমাচ জননী শান্তিস্চিরং গৃহিণী” সেই
শান্তি মনোরমা যেন চিরসঙ্গিনী হন। মা, ওমা, মাগো জাগাও পুনঃ
প্রার্থনা—আমিটা যেন তুমি হইয়া যায়। বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং আবিরাবিম এধি। ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হোতা

বেদে ঋতুশঃ যজ্ঞ করিবার বিধান থাকায় বাস্তবিকগণকে ঋত্বিক বলা হয়। যজ্ঞ কার্য চারি বেদের ব্রাহ্মণ লইয়া করা হইত। যজুর্বেদের ঋত্বিক যজ্ঞপ্রণালী-ক্রমাদি-নির্দেশক, তাঁহাকে অধ্বয্য বলা যাইত। ঋগ্বেদের ঋত্বিক হোতা হইতেন। ঋকমন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। সামবেদীয় ঋত্বিক উদগাতা—সামগান দ্বারা যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি করিতেন। চতুর্বেদী ব্রহ্মা ভুলভ্রান্তি শোধন করিতেন। এই যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদাতা তাহাকে হোতা বলে। অগ্নি নানাপ্রকার হয়, যেমন স্তোলোকে হর্য্যাগ্নি অন্তরিক্ষে বায়ু-অগ্নি, পৃথিবীতে ইন্ধনাগ্নি, সমুদ্রে বাড়বাগ্নি। প্রত্যেক ব্যক্তির জঠরে যে অগ্নি থাকে তাহার নাম জঠরাগ্নি বা বৈশ্বানর অগ্নি। সেই বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি প্রদানেরও ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, তাহাকে প্রাণাগ্নিহোত্র বলে। আহারকালে আহাৰ্য্য সেই বৈশ্বানরনামা অগ্নিতে “প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে। তজ্জন্তু সেই আহুতিদাতা প্রাণাগ্নিহোত্রের হোতা হন। তেমনি গ্রন্থি কোটীহর্য্য সমপ্রভ কালাগ্নি রুদ্র সংহার কালে বিশ্বব্রহ্মাও আপনাতে আহুতি দেন, এজন্তু ঋ ১।১৬৫।১ ঋ ১০। ৮।১১ মন্ত্রে তাঁহাকে হোতা বলা হইয়াছে। তৎকালে “একোহি রুদ্রান দ্বিতীয়ায় তস্মর্য্য ইমাল্লোকান্ দৈশতঃ দৈশনীভিঃ প্রত্যঙ্জনান্ স্তিষ্ঠতি নঞ্চকোপাস্তকালে সংস্রজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ।” (শ্বেত ৩২)। কার্য্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের তিনটি কার্য্য—সৃজন, পালন ও লয়। তৈ ৩।১ মন্ত্রে, “যজ্ঞো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ

প্রসন্ন্যাসিসংবিশস্তি। তদ্বিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি।” এই জ্ঞানই বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মলক্ষণ “জ্ঞাতাত্ম যতঃ” করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে ও “সবিতুঃ” শব্দ দ্বারা জগৎ প্রসবিতুকে লক্ষ্য করায় লক্ষণায় সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। তাঁর এই তিনটি কার্য্য অতীব সুকৌশলে নির্বাহিত হয়। ধাত্তের প্রাণ বধে ততুলের সৃষ্টি, ততুল ভক্ষণে দেহের স্থিতি ও তৎ উৎপন্ন বীৰ্য্য হইতে পুত্র কন্যাাদিঃ উৎপত্তি ঘটে। সাধারণতঃ লোকে প্রভুর উক্ত কার্য্যত্রয়ের নির্বাহ জ্ঞাত স্বজনশক্তি পালনশক্তি ও বিনাশশক্তিভ্রয় কল্পনায় শক্তি-ত্রয়ের স্বতন্ত্র পরিচালক অধিদেবতা ত্রয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব (রুদ্র)-কল্পনা করেন। এবং এই কল্পিত শক্তিভ্রয়ের সম্বন্ধে কালে স্বতন্ত্র উপাসক সম্প্রদায় সকল গঠিত হইয়াছে। ঐ সম্প্রদায় কর্তৃগণ আপন আপন শক্তিদেবকে প্রধান কল্পনা করিয়া পরস্পর কলহপরায়ণ হইয়া থাকেন। ইহাতে শক্তিভ্রয়ের গুণভেদও কল্পিত হয়। রজঃ প্রধানে স্বজনকর্ত্তা, সত্ত্বপ্রধানে পালনকর্ত্তা ও তমঃপ্রধানে বিনাশকর্ত্তা বলা হইয়া থাকে। এই ভ্রান্তবুদ্ধি দূর করার জ্ঞাত ভগবানের কার্য্য মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি হইতে লয় কার্য্যটি ভীষণ বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কারণ, জীবনধারণ কাহাকেও বধ না করিয়া হয় না। তজ্জাচ লয় বা মৃত্যুকে সবাই ভয় করে জানিয়া ভগবান্ গীতায় ৭।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন “অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা”। ৯।১৮ “প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নির্বাণং বীজমব্যয়ম্।” ১০।১৬ ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্জ্ঞেয়ঃ-গ্রসিঞ্চ প্রভবিঞ্চ চ ইত্যাদি এখানে প্রলয়স্থলে গ্রসিঞ্চ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থ সর্বপ্রাসকারী প্রলয়ে। অর্থাৎ আপনাতে সব আহতি দেন তাই হোতা। এই সব পুনরুক্তি করিয়াছেন ভগবান্ ইচ্ছাপূর্ব্বক। লোকের চিত্তে দাঢ্য করার জ্ঞাত। কিন্তু হুঃখের বিষয়

ইহা গীতা নিত্যপাঠী ঠাৱা তাঁহাদেরও মনে ভাসেনা। একদিন একস্থানে প্রাণ হয় বৈষ্ণবের দেবতা হিংসাত্মক ব্যাপারনিপুণ মাংসাদি গ্রহণ করেন না অথচ শাক্তের দেবতা মাংসপ্রিয় কেন? তদন্তরে বলা হয় যে বৈষ্ণবের দেবতা কুম্ভকর্ণের ত্রায় সলেজ, সলোম মাংস-পিণ্ডরূপ দেহশকল ভক্ষণ করেন, আর শাক্তের দেবতা রাবণের মত রোমাদিবিহীন পরিপাটী সূত্ৰাণযুক্ত সুরসাল আহাৰ্য্য গ্রহণ করেন। তাহাকে জ্ঞানৈক নিত্য গীতাপাঠী অধ্যাপক বলিলেন “ভগবান ব্যাসের অষ্টাষ্টশ পুরাণে এমন কথা লিখেনা যেদন্ত বক্তা ঊনবিংশ পুরাণ লিখিতে পারেন।” পশ্চাৎ গীতার একাদশ অধ্যায়ের ১৯-৩১ শ্লোকে বর্ণিত সৰ্বগ্রানী কে? কাল পুরুষ। তিনি স্বয়ং ভগবান্। সংহারকর্তা শিব কি কৃষ্ণ বা বিষ্ণু ইহা বলা নিম্প্রয়োজন। কারণ গীতার উক্ত অধ্যায়েই যখন ৩২ শ্লোকে তিনি আপনাকে “কালোহিন্মি লোকক্ষয়কৃতং” ইত্যাদি বলিয়াছেন তখন তিনি যে সংহারকর্তা মহাকাল শিব বা রুদ্র তাহা বুঝিতে বাকি থাকেনা। আবার তখনই অৰ্জুনের অন্তরোধে মাত্স্য রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি নিজে সৰ্বগ্রাস করিয়া গ্রসিষ্ণু উপাধি ধারণ করিলেও সংহারকর্তা স্বতন্ত্র। তিনি কৃষ্ণের উপাসক ইত্যাদি কল্পনা অল্পবুদ্ধির কদৰ্য্য কল্পনা বলিতে হয় না কি? এই বে তাঁর গী ৪।৬ “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া” বাক্য ইহা স্বধেদের “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুষো ঈয়তে” বাক্যের অনুবাদ মাত্র নহে কি? ঋ ১।১২ঃ৪।৪৬ মন্ত্রে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন— ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহরথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সন্ধিপ্ৰা বহুধা বদন্ত্যগ্নিঃ যমং মাতরিশ্বানমাহঃ ॥ সম্ভবতঃ বেদে বিষ্ণু উপেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্র সহচর জন্তু এই শ্লোকে বিষ্ণুর নাম উক্ত হয় নাই। ঋ ৪।২৮ ১১। ইন্দ্র বিষ্ণুকে সখা বলেন, অমরকোষ অভিধানেও লিখে

উপেন্দ্র ইন্দ্রাদবরজ্জচ্চক্রপাণিচ্চতুভুজ । বহুদেববান্ধীর নিন্দা গীতাতেও
 আছে । “দেবান্ দেবযজ্ঞো বাস্তি মন্তুন্না বাস্তি মামপি । ৭১২৩ ও ৯১২৫ ।
 “অব্যক্তং ব্যক্তিমাগম্নং মন্তুন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ॥” ৭১২৪ । “নাহং প্রকাশঃ
 সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ” । মায়া বা অবিজ্ঞা পরবশ হইয়া অবিভক্ত
 ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্” পুরুষকে বিভক্ত করনা করতঃ কলহের
 অবতারণা করেন । সৃষ্টিও যজ্ঞ বিনাশও যজ্ঞ পালনও যজ্ঞ । তাঁর
 যাহা কার্য্য তাহাই পরম পবিত্র যজ্ঞ । তাঁর উপাসনার জন্ত যে
 “সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকঃ শরণং ব্রজ” বাক্যে অন্য দেবের
 উপাসনা নেতি বা নিষেধ করা তাহা ঐ সকল দেবতা তাহাতে
 অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলিয়া । অন্নগ্রাস দেহের অন্তর্ভুক্ত করাও যেমন
 গ্রাস বা আহতি । ঐ সকল দেবতা তাঁর অন্তর্ভুক্তি করাও
 তেমনি গ্রাস ও আহতি দেওয়া । তিনি হোতা নিজে তেজোময়
 জ্যোতির্ময় অগ্নিস্বরূপ তাহাই জ্ঞানাগ্নি বলিয়া অভিহিত । সেই
 জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কর্ম্ম আহতি দেওয়ার দেবগণ বাহারা সৃষ্ট জন্ত
 কর্ম্ম, তাঁরাও আহতিরূপে গৃহীত । জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্ম্মানি ভস্মনাৎ
 কুরুতে তথা । গী ৪।৩৮ ॥ ঈশা উপনিষদ তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন
 “তেন ত্যক্তেন ভূম্বীথা” । এই যে ত্যাগ তাহা হোতার আহতি
 দ্রব্যত্যাগবৎ পরম দেবতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় দেবগণকে আহতি দিয়া
 কেবল যে ব্রহ্ম অবশেষ থাকেন তাহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে লয় হওয়ার
 আপনাকেও আহতি দিয়া ব্রহ্ম হওয়া কৃতকৃত্যতা । বচ্ছেদ্ব বাঙমনসি
 প্রাজ্ঞতদ্ যচ্ছেদ্ব জ্ঞানমাত্মনি । জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেদ্ব তদ্
 যচ্ছেদ্ব শান্তি আত্মনি ॥ অতএব সুবাই জ্ঞান যজ্ঞের হোতা হইবার
 জন্ত তৈয়ারী হও । ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । পূর্ণস্ত
 পূর্ণমাদায় পূর্ণমবাবশিষ্যতে । ও শান্তিঃ ! ও শান্তিঃ ! ও শান্তিঃ !

স্বামিন

স্বামীস্বাম্বরঃ পতিরীশিতা। অধিভূগায় কোনেতা প্রভূঃপরি-
 বুচ্ছাহিপিঃ। অভিধানে স্বামী শব্দের এই পর্যায় পাওয়া যাইতেছে।
 রাজ্যাধিপতি স্বামী সহ অমাত্য স্তম্ভদং কোশ রাষ্ট্র ঙ্গ বনানি চ নপ্ত
 রাজ্যাদি কথিত হয়। প্রভুর যে সেবক তিনি দাসপদ বাচ্য হন। ভূত্যে
 দাসের দাস গোপ্যক চেষ্টকাঃ। নিষোজ্য কিঙ্কর্যৈশ্চ ভূজিহ্ম পরিচারকাঃ।
 স্ব শব্দের উত্তর আমিনচ্ প্রত্যয় দ্বারা স্বামী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। স্ব শব্দ
 অর্থ স্বং নিজে ধনে ইতি হেমচন্দ্র। স্বো জাতৌ আয়নি ইতি অমর-
 কোষঃ। স্বং অস্ত অস্তি ইতি স্বামী। স্বনতি ইতি স্বঃ। স্বন্ শব্দে
 খাতুর উত্তর ডঃ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। শব্দ ব্রহ্ম যাহা হইতে আগত সেই
 আত্মা স্ব। অথবা শব্দগুণ আকাশের যাহা কারণ তাহা স্ব। কেহ বা
 স্ব + অ স্ব বলেন। স্বষ্টু অ আশ্চি ব্যাশ্চি বাহার আছে তিনিই স্ব। অশু
 ব্যাশ্চৌ ডঃ প্রত্যয়ে অ হয়। মাণ্ডুক্যে অকার প্রথমামাত্রা আশ্চেরাদি
 মত্বাৎ। প্রয়োগে দেখা যায়। স্বামী, জ্ঞী, পতি, পত্নী বরকন্ঠা শব্দ এক
 জাতীয়। বর আশ্রয়স্থল যেমন পানের বর। বর আশ্রয়স্থল কন্ঠার।
 কন্ঠা অর্থ কনীয়াস্ব অল্পশক্তিযুক্তা অবলা তাহার আশ্রয়স্থল বর। এতদ্ব্য-
 শ্রেষ্ঠ। তাই পতিরেকো গুরু জ্ঞীনাং বাক্য দেখা যায়। গুরুসেবা দ্বারা
 শিষ্যের মন্দবুদ্ধি বিদূরিত করতঃ উপদেশ গ্রহণ যোগ্য করে। তৎবিদ্ধি
 প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। পতিসেবা সতী নারীর একমাত্র
 কর্তব্য। গোস্বামী এক শব্দ দেখা যায় যাহার অপভ্রংশে গোর্নাঁই!
 গো বেদ বাক্য তাহার স্বামী অর্থাৎ বেদ বাক্যরূপ ধনে ধনী। অথবা
 বহু গো-ধনের পতি। গো পৃথিবীতে স্বামী বা শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে

দাস্য উপাদেয় উপাসনা প্রণালী। অনেকে দাসস্য দাসোহ্মি বলিয়া কৃতকৃত্য হইতেন। ইদানীং স্বামী অমুকদাস লিখিবার পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। শিশ্বেয় স্বামী দেবতার দাস এই তার অর্থ হইতে বাধা নাই। আভিধানিক অর্থানুসারে ধন জ্ঞাতি যাহার নিজ বশে আছে সেই স্বামী। একত্র রাজ্য স্বামী। কেহ পত্নীকে গবাদিবৎ ধন করনা করেন এজ্ঞ পত্নী যার আছে সেই স্বামী বলেন। শ্রুতিতে পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী। বিবাহ না করা পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধমাত্র, বিবাহ করিলে পত্নী রূপ অপর অর্দ্ধ সহ বোদ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। “জিয়া পূর্য্যত” বৃ অা ১।১।৩। বাইবেলেও আছে আদমের অঙ্গ হইতে কোন অংশ গ্রহণে তদ্বারা ইতের দেহ নির্ম্মিত। অর্দ্ধাঙ্গ জন্ত পত্নী মন্ত্রী দাসী সখী প্রভৃতি সকল স্থান পূরণ করেন। পতি দীর্ঘকালের জন্ত বিদেশগামী হইলে ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় পত্নী অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপে অগ্নিহোত্র ব্রত রক্ষা করেন। আর্য্য-পুরুষের ত্রায় জীগণের শাস্ত্রাদি অভ্যাস জন্ত মোক্ষীবন্ধনাদি ব্যাপার থাকার উল্লেখ দেখা যায়। তৎ যথা যম সংহিতায়—পুরাকল্পে কুমারীনাং মোক্ষীবন্ধন মিশ্রতে। অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিজীবচনং তথা ॥ গোভিলগৃহস্থজে প্রাবৃত্তাং যজ্ঞোপবীতিনীং অভ্যুদানয়ন্। কোন কোন পরিবারে বিবাহের দিন বরের ত্যক্ত যজ্ঞোপবীত কণ্ঠার হস্তে বাঁধার নিয়ম অত্য়পি দৃষ্ট হয়। হারীত—নস্তো বধূনাং তু উপনয়নং কৃত্বা বিবাহকাৰ্য্যঃ। বর্জ্জয়েৎ অঙ্গিনং চিরং। ইতি ॥ বশিষ্ঠ সংহিতায়—মনসার্ভর্তুরতিচারে ত্রিরাত্রং যাবকং ক্ষীরোদনং বা ভুঞ্জনাঃ অধঃশায়ীত উর্দ্ধং ত্রিরাত্রং অলুপ্ত নিমগ্নায়াঃ সাবিজ্যষ্ঠ শতেন শিরোভি জুহুয়াৎ। পূতা ভবতি। স্ব শব্দ আত্মা বাচী যিনি আত্মবান্ আত্মরূপ ধনে ধনী তাঁকে স্বামী বলা হইয়া থাকে।

রাম কৃষ্ণ

ইন্দ্র রুদ্রাদি যেমন বৈদিক দেবতা, রাম কৃষ্ণ ও তদ্রূপ কিনা? এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে। ঋগ্বেদে রাম অর্থ রাজি দৃষ্ট হয় সে জন্য 'রাম' শব্দে রাজিতে রমণ স্মৃদাজীকে বলা হইয়া থাকে। ঋ ১০।২৩।১৪ মন্ত্রে "প্র তদুঃ শীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমস্বরে মঘবৎসু" কথাটি আছে তাহার অর্থ ধনবান অস্বর। রাম প্রভৃতিকে স্তোত্র গুনাইরা তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন ঋ ৬।৪৫। ৩১ মন্ত্রে বক্রিনামাপনি হইতে শংযু ঋষি দান গ্রহণ করিয়াছেন। ঋ ৮।৪৬।৩২ মন্ত্রে বল্লথ নামা দাস হইতে দান গ্রহণ বিবৃত আছে। কারণ, আৰ্য ও দাস উভয়েই ইন্দ্রোপাসক থাকা ঋ ৮।৫১।২ মন্ত্রে দেখা যায়। ঋ ১০।১১০ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা জমদগ্নি তনয় পরশুরাম। তেমনি ঋগ্বেদের ৮।৮৫।৮৬ সূক্ত ও ১০।৪২,৪৩,৪৪ সূক্তের দ্রষ্টা আদ্বিরস ঘোর শিষ্য এক কৃষ্ণ দেখা যায়। ইনি দেবকী পুত্র তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডের ষষ্ঠ মন্ত্রে পাওয়া যায়। মহাভারতের কৃষ্ণ ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা বলা কিছু সাহসের কাজ বটে। ঋ ৮।২৬।১৩ মন্ত্রে এক অনার্থ্য দাস কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য সহ অংশুমতী নদীতীরে ধরাশায়ী হয় দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের সূর্য্য উপাস্য দেবতা বটে এবং ইন্দ্রই যে সূর্য্য তাহাও পাওয়া যায়। দক্ষিণায়ণে অদৃশ্য সূর্য্যকে অসিত (কৃষ্ণ) সূর্য্য বলা হইয়াছে। ঋ ১।৪৬।১০ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। রাম কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা। অবতার। অবতার বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহাতে উহা অবৈদিক বলিলে বাধা দেওয়া চলে না। বর্তমানে উপনিষদ্

নামধেয় অনেক গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। তাহা পণ্ডিতগণ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহা কোন বেদাংশ, যেমন ঈশ কেনাদি তাহা বৈদিক। যাহা ঋষি প্রণীত তাহা আর্ষ্য এবং যাহা পৌরাণিক দেবতাদি বিষয়ক তাহা সাম্প্রদায়িক এবং অল্লোপনিষদ্ প্রভৃতি কৃত্রিম বলিয়াছেন। কেহ কেহ বাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহাই খাটী উপনিষদ বলিয়া থাকেন। রাম রহস্য উপনিষদ-খানি উক্ত হিসাবে সাম্প্রদায়িক বলিতে হয়। হনুমান উহার বক্তা প্রহ্লাদাদি বিষ্ণুভক্তগণ শ্রোতা। উহাতে অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ স্মৃতি, চতুর্বেদ উক্ত। তত্ত্ব কি, তাহাই জিজ্ঞাস্য। এবং রামই পরম তত্ত্ব। এবং সীতা, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ভরত, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান রামের অঙ্গ বলা হইয়াছে। স্তত্রাং বৈদিক নহে ইহা নিশ্চিত। রামরহস্যের একটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় উহা শৈব বৈষ্ণবের একতা স্থাপনে। উহাতে রামের ধ্যান করিতে যে মুক্তি চিন্তনীয় তাহা—“রামং ত্রিনেত্রং সোমার্কধারিনং শূলিনং পরম্। ভস্মোদ্ধলিত সর্বাঙ্গং কপর্দিন মুপাস্মহে ॥ অন্তত্র বহিস্থাং শয়নং বিষ্ণোরর্ক চন্দ্র বিভূষিতম্। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মন্তরাজ সুরক্রমঃ ॥ রাম অর্থ র প্রকাশে ম মায়া রাম সমায়ং ব্রহ্ম চোচ্যতে। অন্তত্র র বীজং মায়া বিনিমূর্ত্তং পরম ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে। মুক্তিদং সাধকানাং চ মকারো মুক্তির্দোমতঃ ॥ তথাচ আত্মোত্তরাতং স্যান্নকারন্তং পদার্থবান। তস্মৈ সংযোজন মনীত্যর্থং তত্ত্ব বিদো বিদুঃ।

রামো পূর্ব তাপনীয়ে

রঘোঃ কুলেহধিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ।

সরাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ ॥

স্তত্রাং শ্রুতিমূলক নয় জানা যাইতেছে।

রামকৃষ্ণ

৬১

রাক্ষস। যেন মরণং বাস্তি নরায়ঃ । অর্থাৎ রা। অর্থ রাক্ষস ও ম.
অর্থ মরণ। যিনি রক্ষ কুল নাশক। অত্র রমন্তে যোগিনেহনন্তে
নিত্যানন্দে চিদাম্বনি। ইতি রাম পদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধিয়তে ॥
চিৎশরন্যা দ্বিতীয়স্ত নিষ্ফলন্যা শরীরিনঃ। উপাসকানাং কার্যার্থং
ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা ॥

তথ্যচ :—

কামরূপায় রামায় নমো মাহাময়ায় চ। এখানে অর্ধেত বাদ স্বীকৃত
দেখা যায়।

কৃষ্ণোপনিষদের প্রারম্ভে এই শ্লোক দৃষ্ট হয় যো রামঃ কৃষ্ণতামেতও
সার্বাঙ্গ্যং প্রাপ্য লীলয়া। অতোষয়দেব মৌনিপটলং তং নতোহন্তহম্ ॥
ইদাতে রামই কৃষ্ণ হইয়াছেন। ভাগবতের ১০।৮।১৯ ও ১০।২৬।১৬
শ্লোকে আসন্ বর্ণাজ্জয়োঃ হস্ত গৃহতোহহুয়ুগং ততঃ। শুক্লো রক্ত স্তথা
পীত ইদানাং কৃষ্ণতাং গতঃ। ত্রেত্য রক্তবর্ণ রাম হইতে হয়।
ভাগবত ১০।৩২।০ শ্লোকে বিভবি শুক্লং খলু বর্ণ মাশ্বনঃ, সর্গায় রক্তং
রজসোপবৃহিতং কৃষ্ণবর্ণং তমসাজনাত্যয়ে ॥ কৃষ্ণ উপনিষদে আছে—
ভগবান্ রামচন্দ্রের আলিঙ্গন প্রার্থী মুনিগণের প্রতিবাক্য—“ভবান্তরে
কৃষ্ণ অবতারে যুগং গোপীক—ভুত্বামা মালিঙ্গম্ ॥ উপাসকের হিতার্থ
রূপ কল্পনা বিরূপে সাধিত হয় তাহা ভাগবতের ১২।১১।২ শ্লোকে
“তাস্ত্রিকাঃ পরিচর্য্যাম্নাং কেবলস্য শ্রিয়ঃপতেঃ। অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং
কল্পয়ন্তি যথা চ য়ে ॥ ২ তন্নোবর্ণয় বর্ণয় ভক্তং ইত্যাদি। পরিচর্য্যা
পূজনাদি। কেবলস্য—চৈতন্ত ঘনস্য নিষ্ফল নিরবয়ব পুরুষের অঙ্গাদি
কল্পনা। ভাঃ ১২।১১।৫ মায়াঈদ্যন বভিস্তত্বৈঃ স বিকার—মমোবিরটি।
নিশ্চিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫। ত্রিভুবনব্যাপী সবিকার
বিরটি দেহ মায়াদি নব তত্ত্ব (মায়া, পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার)

দ্বারা সচেতন ব্রহ্মে নির্মিত দেখা যায়। নিরবয়ব চেতনে অচেতন
দৃশ্য দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যেন চেতন হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন। ইহাই
মায়ার খেলা অঘটন ঘটন পট্টয়সী মায়ী। তাঃ ১২।১১।৬ এতদৈ
পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদোঃ স্তোঃ শিরো নভঃ। সূর্য্যোহক্ষিনী নাসে বায়ুঃ
কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ ॥ ৬ ॥ কোন্তভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্ভিত্ত্যজঃ।
তৎপ্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাক্ষীরংসমুৎসাহা বিভূঃ ॥ ১০ ॥ স্বমাশাং বন-
মালাখ্যাং নানা গুণময়ীং দধৎ। বাসন্ত সোময়ং শীতং ব্রহ্মহুত্রং ত্রিবৃৎ
স্বরম্ ॥ ১১ ॥ বিভক্তি সাম্ব্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে। মৌলীং পদং
পারমেষ্ঠ্যং সর্বলোক নমস্কৃতম্ ॥ ১২ ॥ অব্যাকৃতমনস্তাখ্যামাসনং
ষদধিশ্চিতঃ। ধর্মজ্ঞানাদিভিব্যংক্তিং সৎ পদ্মমিহোচ্যতে ॥ ১৩ ॥ ওজঃ-
সহোবলীযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ। অপাং তত্ত্বং দরবয়ং তেজস্তত্ত্বং
সুদর্শনম্ ॥ ১৪ ॥ এখানে বিরাট দেহ বর্ণিত তাহা স্বমানে আবার
সাক্ষি ত্রিহস্ত পরিমিত ইত্যাদি। দেহে মাছুষরূপে আবির্ভূত হন
এরূপ পরিকল্পনা করিতে হইবে। কল্পনার উপর কল্পনা। তাহার
সত্যতা স্থাপনে সম্প্রদায় বিশেষ সঙ্গা চেষ্টিত। ইহাই মায়ার খেলা।
অবিচার পাশে বদ্ধ হইয়া আধারে কত কিছু দেখে ও তাহা সত্য
বলিয়া ও গ্রহণ করে।

বেদ

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীৰ্য মায়াস্তামম্বাবিন্দনুষ্ণিষু প্রতিষ্ঠাম্। যজ্ঞদ্বারা
বেদ বাক্যলাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে ঋষিতে প্রবিষ্ট বেদ তাঁহারা
জ্ঞানিতেন। ঋ ১০।৭।১৩ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কশ্মের দ্বারা ঋষিগণের
জ্ঞানচিন্তে বেদ বাক্য বা জ্ঞান স্বতঃই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ
তাহা যোগ্য ব্যক্তিকে নিঃসৃষ্ট মন্ত্র বলিতেন। ‘সত্যজ্ঞান মনস্তঃ
ব্রহ্ম’। জ্ঞান সর্বব্যাপী। এজন্ত ঋষি মেধসু চণ্ডীতে বলিয়াছেন
“জ্ঞানমন্তি সমস্তস্য জন্তোৰ্বিষয় গোচরে”। জীবাত্ম হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত
সকলেরই মধ্যে জ্ঞান আছে। যে বুদ্ধিরূপ গুহায় জ্ঞানস্থিত হয় তাহা
সর্বত্র একরূপ নহে। কোন বুদ্ধি সাত্ত্বিক কোন বুদ্ধি রাজসিক কোন
বুদ্ধি বা তামসিক। গুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ বুদ্ধি ভেদে জ্ঞান ভেদ
লক্ষিত হয়। যেমন একই আলোক বাল্ব মধ্যস্থিত হইলে
(Transparent) অতীব প্রকাশযুক্ত হয়। যদি উহা ভোমে
আবৃত হয় তবে (Translucent) তাহা অপেক্ষা অল্প প্রকাশ হয়
এবং যদি ভোমের উপর কাল ভেলভেট দ্বারা আবৃত হয় (opaque)
আলোক জ্বলিলে ও প্রকাশ পায় না। “ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিষ্টৈ-
গুণোভবার্জুন”। গী, ১১।২।৪৫ যতক্ষণ তিনগুণের বশে স্থিতি ততক্ষণ
বিষয়জ্ঞান যখন গুণাতীতে স্থিতি তখন জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।
ঋষিগণ ত্রিগুণাতীতেস্থিত জন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে মন্ত্রজ্ঞানের বিকাশ
হইত। সেই হৃদপুণ্ডরীকে দৃষ্ট মন্ত্র বাক্যরূপে তাহাদের
মুখ হইতে নির্গত হইত। বুদ্ধিপূর্বক রচিত নহে এইরূপ বাক্য
অপৌরুষেয় জন্তু অশ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত। বেদে কৰ্ম ও

জ্ঞান উভয়ই দৃষ্ট হয়। সাংখ্যিক কৰ্ম্মদ্বারা নিকাম চিত্তের ভাবধারাকেই শুদ্ধচিত্ত বলে। ১৩২৮ সূত্র। বেদান্ত সূত্রে—“শব্দ ইতি চেৎ ন অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্” ॥ শব্দ ইতি চেৎ ন অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। শব্দে [বিরোধ] ইতি চেৎ ন অতঃ (বৈদিক শব্দাৎ) [এব] প্রভবাৎ (দেবাদি জগত উৎপত্তেঃ) [তচ্চ] প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। এত ইতি বৈ প্রজাপতিদেবান্ অসৃজত। বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ” ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিভ্যাং (অবগম্যতে)। Be + it is. Bible, In the begining was the word, and the word was with God, and the word was God. নামরূপে চ ভূতানাং কৰ্ম্মনাং চ প্রবর্তনম্। বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ নিৰ্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥ মনু ১২১ ॥ অনাদি নিধনা নিত্যা বাগ্ উৎসৃষ্টা স্বয়ংভূবা। আদৌবেদময়ী দিব্যা যতঃ সৰ্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ মহাভারত শান্তিপর্ক ২৩৩২৩ স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ। বৃ ১২১৪ এত ইতি বৈ প্রজাপতি দৈবানাসৃজত। সৃগ্রমতি মপুস্ত্যানিন্দব ইতি পিতৃংস্তিবঃ পবিত্রমিতি গ্রহণাশব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শজ্জমভি সৌভগেত্য অশ্বাঃ প্রজাঃ ইতি শ্রুতিঃ ॥

দেবদেহ মস্ত্রাস্বক। দেবতা বেদ হইতে জাত। বেদ শব্দরাশি। সূতরাং শব্দ হইতে দেব উৎপত্তি। দেবতার দেহ স্বীকারে একই দেবদেহ, নহস্র বজ্রমান গৃহে একই সময়ে পূজা গ্রহণ করেন। যোগীর বহু দেহ ধারণবৎ। ঐশ্বর্য্য প্রভাবে পূজা গ্রহণ সম্ভবপর হইতেছে। দেবদেহ মস্ত্রাস্বক। এ কারণও একই সময়ে বহুস্থানে বহু মস্ত্রাস্বক শরীর হইতে বাধা নাই। শব্দের উৎপত্তি হয় এজন্ত বিনাশও হয়। দেবদেহ নাশবান্। দেবতার অমরত্ব বিষয়ে শ্রুতি বিরোধ হইবে। বেদ নিত্য, শব্দ নিত্য, দেব দেহও নিত্য হইতেছে। অনাদি শব্দ সহ

অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। সূতরাং অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াং ইত্যাদি বৈদিক শব্দ ও তাহার অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইতেছে। একজ্ঞ যুক্তিমূলেই শব্দ ও অর্থ নিত্য হওয়ায় ঋতি-স্মৃতি প্রমাণের অপেক্ষা নাই। ঋতি-স্মৃতি ও যুক্তিমূলে শব্দরাশি বেদ নিত্য হইতেছে। দেহ নাশবান্ জ্ঞান দেবদেহও নাশবান্ শব্দের নিত্যত্ব তাহা সন্দেহ করিতে পারে না। সূতরাং শব্দদেহ দেবতা বলায় শব্দদেহও নাশবান্ হইতেছে। শব্দদেহ অনিত্য হওয়ায় শব্দও সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য হইতেছে। সূতরাং বেদের নিত্যত্ব বাধিত হইতেছে না। দেবদেহ বেদ হইতে জাত বলায় বেদ নিত্য হইতেছে। ভাল এখন তুমি জগৎ বেদপ্রভব বলিতেছ—ব্রঃ সৃঃ ১।১।২ সূত্রে শাস্ত্রবোনিষ্ঠাং ব্রহ্মপ্রভব বলিয়াছ। তবে বেদ কি ব্রহ্ম? বেদ অর্থ—জ্ঞান সত্যঃজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যাহা উৎপত্তিশীল তাহা বিনাশশীল। আদিত্য বহু রুদ্রাদি দেবগণের উৎপত্তি আছে বিনাশ আছে, সূতরাং বহু আদি শব্দ ও বিনাশশীল। না তাহা হইবে না। গবাদি উৎপত্তিশীল জন্তু—গবাদির যে আকৃতির উৎপত্তি বলা যায় না। দ্রব্যগুণ-কর্ম-ব্যক্তিরই উৎপত্তি ঘটে আকৃতির উৎপত্তি বিনাশ নাই। শব্দের সম্বন্ধ আকৃতিসহ—ব্যক্তিসহ নহে। ব্যক্তি অনন্ত সূতরাং তৎনহ শব্দের সম্বন্ধ নাই। গবাদি অনিত্য হউক গো জাতি, শব্দ ও গো আকৃতি উৎপত্তিশীল নহে। তেমনি দেবাদি দেহ অনিত্য হউক। দেব জাতি শব্দ ও আকৃতি নিত্য হইতে বাধা নাই। বিশেষ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ বলায় যেমন ব্রহ্ম-উপাদানে জগৎ উৎপন্ন বলা হয় না তেমনি শব্দ হইতে উৎপন্ন বলায় শব্দ উপাদানে উৎপত্তি বলা হয় না। নিত্য অর্থসহ সম্বন্ধযুক্ত যে নিত্য শব্দবাচক স্বরূপে স্থিত হয়, তাহাই ব্যবহার-যোগ্য অর্থপ্রকাশক হয় এই অভিপ্রায়ে শব্দপ্রভব বলা হইয়া থাকে।

শব্দ হইতে জগৎ উৎপত্তি কিসে জানা যায়? প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) স্বতঃ প্রমাণ—অত্র প্রমাণের (অনপেক্ষাতঃ) অপেক্ষা রাখে না। স্মৃতি তদ্রূপ নহে ইহাতে শ্রুতির অপেক্ষা আছে। ইহা অনুমান বলা যায়। স্রষ্টা প্রজাপতির মনে সৃষ্টির পূর্বে বৈদিক শব্দ প্রাহুভূত হয়, পশ্চাৎ তদনুরূপ অর্থবস্তু সৃষ্টি হয়। তৈঃ ব্রা ২।২।৪।২ সভূরিতি ব্যাহরৎ সভূমিমসৃজত (এই ভূঃ = be)। ঐঃ উপঃ ১।১ মস্ত্রে আত্মা বা ইদমেকং এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিংচনমিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি। স ইমান্নোকান্ অসৃজত। অস্তো মরীচীর্মরমাপঃ। ভূ আদি শব্দের মনে প্রাহুর্ভাব সহ ভূ আদি সৃষ্টি পশ্চাৎ ঘটিয়াছে। বেশ কথা, শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিতেছে ইহা কি বর্ণাত্মক না ফোটাাত্মক? যদি বর্ণাত্মক বল তবে বর্ণ উৎপত্তি বিনাশশীল হওয়ায় শব্দ অনিত্য হইতেছে। শব্দপ্রভব দেবতা ও অনিত্য হইবে। বিশেষ বর্ণের উচ্চারণ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দেবদত্ত পড়িতেছে কি যজ্ঞদত্ত পড়িতেছে তাহা দূর হইতে বলা যায়। উভয়ে একই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। ইহা দীর্ঘ প্লুতাদি স্বাভাবিক উচ্চারণ করিতেছে অথচ ভেদ প্রতীতি আছে। এই ভেদ প্রতীতি মিথ্যাজ্ঞান নয় অবাধিত। বর্ণ হইতে অর্থবোধ বলা যায় না। কারণ একবর্ণ স্বতঃ কোন অর্থ জন্মায় না। যেহেতু বর্ণ পর পর ক্রমে উচ্চারিত হয়, যদি বল পূর্ক পূর্ক বর্ণের উচ্চারণ জ্ঞাত সংস্কার সহ শেষ উচ্চারিত বর্ণ সহ অর্থ হয়, তা নয় দৃষ্টান্তাত্মক। সংস্কার অপ্রত্যক্ষ বর্ণ প্রত্যক্ষ। শব্দ সঞ্চয় গ্রহণ অপেক্ষা করে। ধ্বংস যেমন স্বয়ং প্রতীত হয় তেমনি শব্দ স্বয়ং প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ করে। যদি সংস্কার সহ অন্ত্যবর্ণ সহ কণ্ঠবহু করে তাহাও ঠিক নয়। সংস্কারে ও স্মৃতির ক্রমবর্তিতা আছে। এজন্ত ফোটেই শব্দ বলিতে হইতেছে। পূর্ক পূর্কবর্ণের সংস্কারজাত ও অন্ত্যবর্ণের পরিপাক প্রবণতিতে ফোট

প্রত্যয় বিষয়রূপে অচিরাৎ প্রতিষ্ঠাসিত হয়। ইহা এক প্রত্যয়যুক্ত বর্ণবিষয়ক স্মৃতি নহে। কারণ বর্ণের অনেকত্ব হেতু প্রত্যয়ের বিষয় হয় না। ফোটে'র প্রতি উচ্চারণে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া উহা নিত্য। ভেদ-প্রত্যয় বর্ণ বিষয়ক। এজন্ত নিত্য ফোটেবাচক শব্দজাত জগৎ।

ভগবান উপবর্ষ বলিয়াছেন "বর্ণা এবতু শব্দঃ"—বর্ণেরাই শব্দ। বর্ণের উৎপত্তি নাশ যে বলা হইয়াছে উহা ঠিক নয়। ইহা বর্ণ এমন প্রত্যভিজ্ঞা বর্ণ বিষয়েও হইয়া থাকে। সাদৃশ্যবশতঃ ছিন্ন ও প্রকৃত কেশ আদিতে যেমন প্রত্যভিজ্ঞা হয় তেমনি বর্ণ বিষয়ে? না। প্রত্যভিজ্ঞার কোন বাধক প্রমাণ নাই। প্রত্যভিজ্ঞার কারণ আকৃতি জাতি বলিতে পার না কারণ ব্যক্তিরও প্রত্যভিজ্ঞা হয়। যদি প্রত্যেক উচ্চারণকালে গো আদি ব্যক্তির স্থায় অস্থ বর্ণ ব্যক্তির প্রতীতি হইত তবে জাতি নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞা বলা যাইত কিন্তু তেমন হয় না। অথচ প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞা হয়। দুইবার গো বলিলে দুবার গো শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে এমন প্রতীতি হয় দুটা গো শব্দের উচ্চারণ করিয়াছে মনে হয় না। উচ্চারণ ভেদে বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়। দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের পাঠ দৃষ্টান্ত। প্রত্যভিজ্ঞা বর্ণ সম্বন্ধেই হয়। তালু আদি প্রদেশে বায়ুর প্রকোপে বর্ণের বৈলক্ষণ্য-বিচিত্রতা ঘটে। স্বরূপে বিচিত্রতা নাই।

যারা বর্ণ ব্যক্তিকে ভিন্ন বলিতে চাহেন তাঁদেরও প্রত্যভিজ্ঞা-সন্ধির জন্ত জাতি কর্ত্তব্য করিতে হইতেছে। এবং ভেদ প্রতীতি ও অস্থ উপাধি ভেদে ঘটে বলিতেই হইবে। তখন বর্ণে উপাধি জন্ত ভেদ স্বীকার এবং উহা প্রত্যভিজ্ঞা স্বরূপই হয় মানায় কর্ত্তব্য লাঘব হয়। বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞাই ভেদের বাধ করিয়া থাকে, উদাত্ত অহুদাত্তাদি ভেদে একই গকার একই সময়ে বহুব্যক্তি উচ্চারিত হইয়া অনেক রূপ হয় কি

প্রকারে? অথবা ঐ ভেদ-প্রতীতি ধ্বনির ভেদে হয় বর্ণভেদে হয় না। ধ্বনি কাহাকে বলে? দূর হইতে বর্ণভেদরহিত যাহা কর্ণকুহরে শুনা যায় যাহা নিকটস্থ ব্যক্তি মৃহ পটুভেদে শ্রবণ করে তাহাই ধ্বনি। উহাতে উদাত্তাদি বিশেষ উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহা বর্ণস্বরূপে উৎপন্ন হয় না (যেমন হাটের ধ্বনি) কারণ বর্ণের প্রত্যেক উচ্চারণ-প্রত্যভিজ্ঞা হয়। তত্রাচ যে উদাত্তাদি ভেদ-প্রতীতি তাহার অবলম্বন কি? ভেদ-প্রতীতির জন্ত কোন উপাধি সংযোগ বিয়োগ বলিতেই হইবে। অপ্রত্যক্ষ ঐ সংযোগ ও বিভাগ বর্ণভেদ জন্ত নহে স্মরণ্যঃ অন্ত কি অবলম্বন হইবে? নিরাধারই হইয়া যাইতেছে। বর্ণ সম্বন্ধে “সেই এই গকার” এমন প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। এ কারণ বর্ণ বিলক্ষণ কোন ভেদ (উদাত্তাদি বর্ণ যোগে হয়) কল্পনা আবশ্যক। বর্ণের উদাত্তাদি অবর্ণে আরোপ ঠিক নয়। ব্যক্তির ভেদে জাতিভেদ হয় ইহা কাহারও স্বীকার্য্য নহে। আর যদি বর্ণ হইতে অর্থপ্রতীতি সম্ভব হয় তবে ফোটের কল্পনা ব্যর্থ। ফোটের কল্পনা করা কেন আমি উহা প্রত্যক্ষ অসম্ভব করি। কেননা একএক বর্ণ গ্রহণ জন্ত সংস্কার বুদ্ধিতে ষট ফোটরূপে অবভাসিত হয়। এমন বলা ঠিক হইবে না। কারণ উক্ত বুদ্ধিও বর্ণ বিষয়ক বুদ্ধি বটে। এক এক বর্ণ গ্রহণ করার পর গো বুদ্ধি সমস্ত বর্ণ বিষয়ক বটে। অর্থান্তর বিষয়ক নহে। ইহা কিসে জানা যায়? ইহাতে কি বুদ্ধিতে হইবে যে বুদ্ধিতে গকার ভিন্ন দকারাদির অসুবিধা হয় না। যদি দকারাদি হইতে অন্ত ফোটরূপ অর্থ এই বুদ্ধির বিষয় হয় তবে ঐ বুদ্ধি দকারাদির শ্রায় পকার আদিতোও থাকিবে না। কিন্তু এমনটীত হয় না। স্মরণ্যঃ এই বুদ্ধি বর্ণ বিষয়ক স্মৃতি বলিতে হয়। পরন্তু বর্ণ অনেক তাহা এক বুদ্ধির বিষয় হওয়া যুক্তিসম্মত নহে। কারণ দেখা যায় অনেক এক বুদ্ধির বিষয় নয়।

পংক্তি, বন, সেনা, দশ, শত, সহস্র ইত্যাদি শব্দে অনেক এক বুদ্ধির বিষয় হয়। গোঁঃ এক শব্দ এই যে বুদ্ধি উহা বন সেনা আদি বুদ্ধির আয় বহুবর্ণে সম একার্থ বোধকত্বরূপ কারণ হইতে গোঁঃরূপে প্রযুক্ত হয়। এই যে বলে যদি বর্ণ সকল মিলিত হইয়া পদ হয় তবে জায়া, রাজা, কপি, পিক ইত্যাদি স্থল ভিন্ন পদের প্রতীতি না হওয়াই উচিত। কারণ একই বর্ণ উভয়ে অবভাসিত। তদ্বত্তরে বলা যায় যদি চ শব্দে সর্ব বর্ণের ভাগ হয় তথাপি যেমন ক্রম অনুসারে পিপিলিকার পংক্তির প্রতীতি হয়, তেমনি বর্ণ সকলের ক্রম অনুসারে পদ বুদ্ধি হয়। এই প্রকার বর্ণ ভেদ না থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন ক্রম যে ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রতীত হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিরোধের স্থান নাই। ক্রমাদি অনুসারে বর্ণ সকল গৃহীত হইয়া বুদ্ধি-ব্যবহারে বিভিন্ন অর্থ-সহ সম্বন্ধ গ্রহণ করে। এ কারণ আপন ব্যবহারেও এক এক বর্ণ গ্রহণান্তর সমস্তের অবমর্শকারী বুদ্ধিতে ক্রমশই ভাসিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ঠিক ঠিক জ্ঞান করাইয়া থাকে। স্ফোটকল্পনা-বাদীর মতে দৃষ্ট হানি ও অদৃষ্টের কল্পনা করিতে হয়। ক্রমানুসারে গৃহীত বর্ণ স্ফোটের অভিব্যক্তি করে এ কল্পনায় বড় গৌরব বটে। যদি প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণ অন্ত অন্ত হয় এমন স্বীকার করে তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয়ে বর্ণগত জ্ঞাতি অবশ্য মানিতে হইবে। এবং বর্ণে যে অর্থ প্রতিপাদন করার প্রক্রিয়া আছে উহা বর্ণসামান্য নিতেও হইবে। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে যে নিত্য শব্দ হইতে দেবতা আদি ব্যক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বিরোধাত্মক।

— — —

যজ্ঞ

যজ্ঞ অর্থ যজন বা পূজন। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নম্রপূতঃ আহুতি দ্রব্য প্রদান বুঝিয়া থাকে। পূজন—পত্র, পুষ্প, ফল জলাদি দ্বারা করা হইয়া থাকে। বাক্য পুষ্প, স্তব, স্তুতি ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি বলি প্রদানও তদঙ্গ বটে। অগ্নিতে আহুতি প্রাচীন কালে নিত্য কৰ্ম ছিল। গৃহে গৃহে অগ্ন্যাগারে অগ্নি চির দীপ্ত থাকিত। এবং সেই অগ্নিতেই দেহান্তে দেহ সংস্কার করিবার প্রথা ছিল! অগ্নি তেজোময় জ্যোতির্ময় পুরুষের প্রতীক ইহা প্রতীকোপাসনা মাত্র। যজ্ঞ অনিষ্ট নাশক, ইষ্ট ফল প্রদায়ক। অগ্নিতে প্রেয়ঃ তিল, যব, ত্রীহি, ঘৃতাদি বলি প্রদান ব্যবস্থা কেন? শ্রুতি—শ্রেয় ও প্রেয়ঃ এই দুই বিভাগ করিয়া শ্রেয়ার্থে প্রেয়ের ত্যাগ বিহিত দেখা যায়। শ্রেয়ঃ আত্মা “প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিভাং প্রেয়োহিতৃশ্চান্যং সৰ্বশ্চান্যং। অন্তরতরং যদয়মাত্মা। প্রেয় দেহ গেহ ধন জনাদি। অচেতন দেহে চেতন দেহী বাস করেন। দেহ-মন্দির দেহী তৎস্থিত দেবতা। এজন্ত দেহ-মন্দির আদি হইতে দেহ দেবতাই প্রিয়তম। স্বৰ্ণ রৌপ্য মূল্যবান বটে। কিন্তু হীরক লাভার্থ বহু স্বৰ্ণাদি মূল্য স্বরূপে ত্যাগ করিতে হয়। তেমনি “সৰ্বধৰ্মান পরিত্যজ্য” অধৰ্মক পুরুষকে গ্রহণ করিতে হয়। ধৰ্ম-কৰ্ম তাহার ফল অনিত্য—নাশবান পুরুষ নিগুণ নিত্য অবিনাশী। নাশবান ত্যাগে অবিনাশের গ্রহণার্থই বেদে বলে “ভেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা”। “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানসঃ। যজ্ঞ ত্যাগ শিখায়। “ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিভা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সৰ্বং যম দেবদেব”। বলিয়া যিনি সেই অন্তরতম আত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া বরণ করেন, তাঁহারই নিকট আত্মা আপনার স্বরূপ।

খুলিয়া দেখান, যেমন পত্নীকে বুনীত স্ত্রী আপনার স্বরূপ বরণকারী পতিকে খুলিয়া দেখায় যং এবএষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্য এবরাত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্ । সু: ৩২।৩। খুলিয়া দেখান মায়ার আবরণ উন্মোচনে । পতি পত্নী যেমন আলিঙ্গনে একতা প্রাপ্ত হয় তেমনি পুরুষ সহ প্রেমকামীরা একত্ব ঘটয়া থাকে । জ্ঞান-যজ্ঞের আহতি শ্রুতি বলিয়াছেন—যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্র'জ্ঞন্তদ্ যচ্ছেজজ্ঞান আত্মনি জ্ঞানমাত্মনি য়হতি নিযচ্ছেদ্ তদ্যথেষ্টান্ত আত্মনি ॥” অর্থাৎ বাক্য মন অগ্নিতে আহতি দিবে । মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি মহতে হিরণ্য-গর্ভে ও হিরণ্য-গর্ভকে শাস্ত আত্মায় আহতি দিবে । প্রত্যেক প্রাণীতে জঠরাগ্নি আছে তাহাকে বৈশ্বানর অগ্নি বলে । সেই অগ্নিতে আহাৰ্য্য আহতি দিবার বিধি আছে তাহাকে প্রাণায়িহোত্র বলে । যখন মহৎ-সব আশনাতে আহতি দেয় তখন প্রলয় হয় । যেমন গী: ১১ অধ্যায়ে কালপুরুষ সব আপনাতে বৈশ্বানরে কালানল আহতি দিতেছেন । যিনি আহতি দেন তাহাকে হোতা বলে এজ্ঞ সেই কালপুরুষকে ঋগ্বেদে বহস্থলে হোতা বলিয়াছে । এই যে যুদ্ধ তাহাও যজ্ঞ । কালপুরুষ হোতা । চণ্ডীতে পাঠ আছে “যুদ্ধ যজ্ঞে স্বয়ং শুভং নিশুভং চ হনিষ্যসি” । এজ্ঞ গীতায় জ্ঞান-যজ্ঞ, ধ্যান-যজ্ঞ, দ্রব্য-যজ্ঞ ইত্যাদি বলা হইয়াছে । অনিত্য আপাততঃ প্রেয় অবস্তুর ত্যাগে নিত্য সত্য বস্তুর গ্রহণই যজ্ঞ ॥ যজ্ঞবৈ বিষ্ণু । বিষ্ণুতে চিত্তের তন্ময়তাই যজ্ঞ । যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্ত দেবা দেবতার। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেন (যজ্ঞে হতাশনকে ইন্দ্র বলে) যজ্ঞেন অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করণও বলা যায় । পঞ্চমহা যজ্ঞ নিত্য কর্তব্য । দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, (অধ্যয়নে), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণাদি), নৃ-যজ্ঞ (অতিথি পূজন), ভূত-যজ্ঞ বৈশ্বানর বলি প্রদান । গোকাকাদি ভূতভীদেশ্যে ।

মহাবিষুব

মহাবিষুব রেখারূপ বৃত্ত পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ দ্বারা বিভক্ত করে। বিষ্-সাম্যে। অব্যয় বিষুব। বিষ্ নানারূপে গমনং। সমরাজিন্দেবে কালে। বিষুব বিন্দুর পশ্চাৎ গতি ৭২ বৎসরে এক ডিগ্রি। এই মহাবৃত্ত পৃথিবীকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে। এই বৃত্তের উপর সূর্য আসিলে দিন-রাত্র সমান হয়। বৎসরে দুইবার সূর্য এই মহাবৃত্তের উপর আসেন। বর্তমানে ২৫শে সেপ্টেম্বর ও ২৩শে মার্চ। ৯ই আশ্বিন ও ৯ই চৈত্র। পূর্বে ৩০শে আশ্বিন ও ৩০শে চৈত্র সূর্য মহাবিষুবে প্রবিষ্ট হইত। বিষুববিন্দু পশ্চাৎগতিতে ২১দিন পশ্চাৎ গমনে ৯ই ঘটতেছে। ভারতে ৩০ চৈত্র এখনও মহাবিষুব সংক্রান্তি বলে। সূর্য এই মহাবিষুবরেখা হইতে উত্তরে গমন কালে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত গমন করিয়া দক্ষিণগতি হইয়া পুনঃ মহাবিষুবে আইসেন। তথা হইতে দক্ষিণগতিতে মকরক্রান্তি পর্যন্ত গমনে পুনঃ উত্তর গতিতে মহাবিষুবে আগমন করেন এই গমনাগমন জন্ত নানারূপ দেশে ছয় ঋতু সাজিয়া দর্শন দেয়। এজন্ত বিষুব। মকরক্রান্তি হইতে কর্কট-ক্রান্তি পর্যন্ত উত্তরাভিমুখে সূর্যের গতি ছয়মাসকাল উত্তর অয়ন ও কর্কট-ক্রান্তি হইতে মকর-ক্রান্তি পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে গতির ছয়মাসকাল দক্ষিণ অয়ন গণিত হয়। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। তাঁহারা বলেন যে, ছয়মাস মহাবিষুবের উত্তরে সূর্য থাকেন চাই উত্তর দিকে গতি হউক চাই দক্ষিণ দিকে গতি হউক উহা উত্তরায়ন এবং যে ছয়মাস মহাবিষুবের দক্ষিণে সূর্য থাকেন তখন দক্ষিণায়ন ঘটে। তাঁরা আরও বলেন যে আর্ধ্যগণের দেবস্থান সুমেরু। তথায় যে ছয়মাস সূর্য মহাবিষুবের দক্ষিণে থাকেন সে ছয়মাস দেবগণের রাজ্য থাকে। এবং যে ছয়মাস সূর্য মহাবিষুবের উত্তরে থাকেন সেই ছয়-

মহাবিশুব

৭৩

মাস দেবগণের দিবা। সেই ছয়মাস মধ্যে প্রথম মাস উষা ও শেষমাস প্রদোষকাল হয় এবং অবশিষ্ট চারিমাস সূদীর্ঘ দিবালোক এবং চারিমাস সূদীর্ঘ রাত্রি ও দুই মাস দিবা-রাত্রি বিশিষ্ট থাকে। দেবগণের ভক্ত আৰ্য্যগণ দেবস্থানের চতুঃপাশ্বেই বাস করিতেন। এ কারণ উত্তর মেরুদেশের নিম্নস্থ আৰ্য্যগণের সাতমাস দিবা ও পাঁচমাস রাত্রি হইত। সপ্তাশ্ব বা সপ্তসূর্য্য থাকা বেদে দৃষ্ট হয়। তাহার দক্ষিণেস্থিত গণের নয়মাস দিন ও তিনমাস রাত্রি হইত। ঋগ্বেদে নবথ ও দশথ অঙ্গিরাগণের নয়মাসে বার্ষিক সত্র হইতে জানা যায়। পুরাণেও প্রথম মনুষ্য মনু। যাহা হইতে মানব শব্দ উৎপন্ন। তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু ও তাহার বংশধরগণ মেরু সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন। পশ্চাৎকালে অযোধ্যায় গুভাগমন ঘটে। দেবগণের রাত্রি ও দিবা দ্বারাই অয়ন হয়। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন নামে অভিহিত হয়। অয়ন শব্দার্থ অর্কো অয়ন্তে ঈয়ন্তে বা অনেন। মহাবিশুবের দক্ষিণস্থ সূর্য্য অন্তর্মিত বৃজাবৃত অসিত সূর্য্য বলিয়া গণ্য। ইন্দ্র বৃজহননে সূর্য্য সূর্য্যরশ্মিরূপ গোসমূহ মোচন করেন। সূতরাং মেরুবাসী পক্ষে মহাবিশুবের উত্তর ভাগে সূর্য্যের গতি কাল উত্তরায়ন হওয়াই সমীচীন। মহাবিশুবেরথা উত্তর ও দক্ষিণ গোলাক্ৰমের সন্ধিস্থান। মেরুবাসীর দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণ নির্ণায়ক। সূদীর্ঘ রাত্রিতে সূর্য্যভাবে থাকিয়া মেরুবাসীগণ সূর্য্য দর্শনের জন্ত লালায়িত হইতেন। তাই মহাবিশুব সংক্রান্তি মহা-উৎসবের দিবস। মৃত্যু তেমনি ইহলোক পরলোকের সন্ধিক্ষণ, সেই সন্ধিক্ষণে মনের অবস্থা দৃষ্টে পর-জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তেমনি ত্রৈগুণ্য ও নৈঋতগুণের সন্ধি রেখা। মায়াকৃত ব্যবহারিক সত্তাও পারমাণবিক সত্তাদ্বয়ের বিভাগ করে।

মহাবিষুব

মহাবিষুব রেখারূপ বৃত্ত পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ দ্বারা বিভক্ত করে। বিষ্-নাম্যে। অব্যয় বিষুব। বিষ্ নানারূপং গমনং। সমরাত্রিন্দিবে কালে। বিষুব বিন্দুর পশ্চাৎ গতি ৭২ বৎসরে এক ডিগ্রি। এই মহাবৃত্ত পৃথিবীকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে। এই বৃত্তের উপর সূর্য আসিলে দিন-রাত্র সমান হয়। বৎসরে দুইবার সূর্য এই মহাবৃত্তের উপর আসেন। বর্তমানে ২৫শে সেপ্টেম্বর ও ২৩শে মার্চ। ২ই আশ্বিন ও ২ই চৈত্র। পূর্বে ৩০শে আশ্বিন ও ৩০শে চৈত্র সূর্য মহাবিষুবে প্রবিষ্ট হইত। বিষুববিন্দু পশ্চাৎগতিতে ২১দিন পশ্চাৎ গমনে ২ই ঘটতেছে। ভারতে ৩০ চৈত্র এখনও মহাবিষুব সংক্রান্তি বলে। সূর্য এই মহাবিষুবরেখা হইতে উত্তরে গমন কালে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত গমন করিয়া দক্ষিণগতি হইয়া পুনঃ মহাবিষুবে আইসেন। তথা হইতে দক্ষিণগতিতে মকরক্রান্তি পর্যন্ত গমনে পুনঃ উত্তর গতিতে মহাবিষুবে আগমন করেন এই গমনাগমন জ্ঞান নানারূপ দেশে ছয় ঋতু সাজিয়া দর্শন দেয়। এজন্য বিষুব। মকরক্রান্তি হইতে কর্কট-ক্রান্তি পর্যন্ত উত্তরাভিমুখে সূর্যের গতি ছয়মাসকাল উত্তর অয়ন ও কর্কট-ক্রান্তি হইতে মকর-ক্রান্তি পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে গতির ছয়মাসকাল দক্ষিণ অয়ন গণিত হয়। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। তাঁহারা বলেন যে, ছয়মাস মহাবিষুবের উত্তরে সূর্য থাকেন চাই উত্তর দিকে গতি হউক চাই দক্ষিণ দিকে গতি হউক উহা উত্তরায়ন এবং যে ছয়মাস মহাবিষুবের দক্ষিণে সূর্য থাকেন তখন দক্ষিণায়ন ঘটে। তাঁরা আরও বলেন যে আর্ধ্যগণের দেবস্থান স্বমেরু। তথায় যে ছয়মাস সূর্য মহাবিষুবের দক্ষিণে থাকেন সে ছয়মাস দেবগণের রাত্রি থাকে। এবং যে ছয়মাস সূর্য মহাবিষুবের উত্তরে থাকেন সেই ছয়-

মহাবিশুব

৭৩

মাস দেবগণের দিবা। সেই ছয়মাস মধ্যে প্রথম মাস উষা ও শেষমাস প্রদোষকাল হয় এবং অবশিষ্ট চারিমাস সূদীর্ঘ দিবালোক এবং চারিমাস সূদীর্ঘ রাত্রি ও দুই মাস দিবা-রাত্রি বিশিষ্ট থাকে। দেবগণের ভক্ত আর্য্যগণ দেবস্থানের চতুঃপাশ্বেই বাস করিতেন। এ কারণ উত্তর মেরু-দেশের নিম্নস্থ আর্য্যগণের সাতমাস দিবা ও পাঁচমাস রাত্রি হইত। সপ্তাশ্ব বা সপ্তসূর্য্য থাকা বেদে দৃষ্ট হয়। তাহার দক্ষিণেস্থিত গণের নয়মাস দিন ও তিনমাস রাত্রি হইত। ঋগ্বেদে নবম ও দশম অঙ্গিরা-গণের নয়মাসে বার্ষিক সত্র হইতে জানা যায়। পুরাণেও প্রথম মনুষ্য মনু। যাহা হইতে মানব শব্দ উৎপন্ন। তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু ও তাহার বংশধরগণ মেরু সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন। পশ্চাৎকালে অযোধ্যায় ভ্রমণগমন ঘটে। দেবগণের রাত্রি ও দিবা দ্বারাই অয়ন হয়। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন নামে অভিহিত হয়। অয়ন শব্দার্থ অর্কো অয়ন্তে ঈয়ন্তে বা অনেন। মহাবিশুবের দক্ষিণস্থ সূর্য্য অন্তর্মিত বৃত্তাবৃত্ত অসিত সূর্য্য বলিয়া গণ্য। ইন্দ্র বৃত্তহননে সূর্য্য সূর্য্যরশ্মিরূপ গোসমূহ মোচন করেন। সূতরাং মেরুবাসী পক্ষে মহাবিশুবের উত্তর ভাগে সূর্য্যের গতি কাল উত্তরায়ন হওয়াই সমীচীন। মহাবিশুবেরখা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধদ্বয়ের সন্ধিস্থান। মেরুবাসীর দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণ নির্ণায়ক। সূদীর্ঘ রাত্রিতে সূর্য্যভাবে থাকিয়া মেরুবাসীগণ সূর্য্য দর্শনের জন্য লালারিত হইতেন। তাই মহাবিশুব সংক্রান্তি মহা-উৎসবের দিবস। মৃত্যু তেমনি ইহলোক পরলোকের সন্ধিক্ষণ, সেই সন্ধিক্ষণে মনের অবস্থা দৃষ্টে পর-জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তেমনি ত্রৈলোক্য ও নিলৈলোক্যের সন্ধি রেখা। মায়াবৃত্ত ব্যবহারিক সত্তাও পারমাথিক সত্তাদ্বয়ের বিভাগ করে।

মার্কণ্ডের চণ্ডী

বিষ্ণু নিদ্রাযুত। তৎকর্ণমলজাত মধুকৈটভ ও নাভিপদজাত ব্রহ্মা। ব্রহ্মা নিদ্রাকে স্তুতি করেন যে বিষ্ণু নেত্রত্যাগে বাহিরে অবস্থান করেন। বিষ্ণু উঠিয়া মধুকৈটভ বধ করেন। বিষ্ণু কে? নিদ্রা কে? আমরা গীতায় পড়ি ব্রহ্মার জাগ্রতে সৃষ্টি ও নিদ্রায় প্রলয়। এ আবার নিদ্রিতে সৃষ্টি জাগ্রতে প্রলয়। ইহার অর্থ স্বস্বরূপে একমেবাদ্বিতীয়ম্ অবস্থায় স্থিত প্রকৃত জাগ্রত। তমোমোহাৎ “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত” বাক্যে অস্বপ্ন অবস্থা লাভ করা শ্রুতির তাৎপর্য্য আবরণ ও তদ্ বিপর্য্যয়ে তম সগাপনেধেতে সৃষ্টি কর্তৃদ্বাদি নিদ্রাযুতে বলায়, স্বপ্নদৃশ্যবৎ জগৎ সংসারের অবস্থা বলা হইয়াছে। যশাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনে :। গীতা ২।৬। মধুকৈটভ উৎপত্তির কি প্রয়োজন? বধেরই বা কি প্রয়োজন? কর্ণ ছিল তবে দেহবান। কর্ণে মল ছিল কোথা হইতে এল? নিদ্রা বাহিরে কোথাও থাকে ও আসিয়া বিষ্ণুনেত্র দখল করে আবার সরিয়া যায়। এখনও ব্রহ্মাকৃত সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই। এই বিষ্ণু পরব্রহ্মনন—কারণ দেহবান যুদ্ধ করেন, বরনেন—কর্তা ভোক্তা। পরব্রহ্ম “অপ্রাপো হৃমনাঃ শুভ্রঃ। নিরবয়ব ইন্দ্রিয় মন হীন অবিকারী অচল অকর্তা অভোক্তা। নিদ্রা যুতে সৃষ্টি অর্থাৎ মায়াযোগে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিস্থিতি-নাশ-কর্তা হন। নিদ্রার দুই অবস্থা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। রজো যোগে স্বপ্নাবস্থা ও তম প্রাধান্যে সুষুপ্তি। নিদ্রার তমাক্রান্তে কার্য্য সম্ভবে না। এতন্ত ব্রহ্মার স্তবে রজাক্রান্ত বিষ্ণুর উত্থান ও যুদ্ধ করা। মায়াবলে দৈত্যসৃষ্টি। নাভিকমলে ওক (জল) মলেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। সৃষ্টি কেন করা বধই কেন করা ইহা তাঁর লীলা। মায়ার কার্য্য নাশে কারণ :

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

৭৫

নষ্ট হয় না। এই স্বজন ও বিনাশ ইন্দ্র জালিকের খেলা মাত্র প্রদর্শন। যঃ
 একো জালবান ঈশত ঈশনীতিঃ। উদ্ভবে সম্ভবে চ। যেতাংঃ ৩।১।
 নিদ্রা মায়াযোগে। পুরুষের নিদ্রিত অবস্থা হইলেই স্বপ্নে মায়িক দেহ বা
 আররণ-যুক্তের নীলা খেলা আরম্ভন হয়। যাতে যা নাই তাহাতে
 তাহা স্থাপনই অধ্যাস বা অঘটন-ঘটন-পটিলসী মায়ার কার্য। দেহহীনের
 দেহ ধারণ অবিকারীর বিকার প্রাপন চিতে জড়ত্ব আরোপণ, অচলের
 সচলত্ব ইত্যাদি অসম্ভবের সম্ভব ঘটাইয়া থাকে। ব্রহ্মাদির উৎপত্তি
 স্বপ্ন। ব্রহ্মার দিবস সৃষ্টি ও সেই দীর্ঘ স্বপ্নের একাংশ মাত্র।

প্রাণী ধর্ম

প্র+অন=প্রাণ। ন+ন=অন। যাহা ন নাশ্তি বা শূন্য নহে তাহাই অন। অর্থাৎ যাহাপ্রকৃত অস্তিত্বজ্ঞাপক তাহাই প্রাণ। প্রাণ শব্দ স্রাবন জিয়ঃ, ইজিয়গণ, প্রাণে অনশন, পঞ্চপ্রাণ, ধর্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রাণ যার আছে সেই প্রাণী। ধর্ম—ক্রিয়তে ইতি ধৃ+মনট্—ধর্ম। যাহা ঐহিক সমাজকে ধারণ করে উন্নতি করে তাহাই ধর্ম। পবিত্র কর্মকে ধর্ম বলে, গুণকে ধর্ম বলে, স্বভাবকে ধর্ম বলে, আত্মাকে বলে, জ্ঞানকে বলে। যহু বলেন—আচারপ্রভবো ধর্মঃ। পূর্বমীমাংসাকার বলেন—চোদনালক্ষণোহর্থঃ ধর্মঃ। কুলধর্ম, জাতিধর্ম, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, রীতিনীতিকেও বলে। বীজধর্ম, আপদধর্ম, মোক্ষধর্ম। পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা পুরুষকে ধর্ম বলে। করণীয় কর্মকেও ধর্ম বলা হয়। জীবনরক্ষার্থ জীবিকার্জন, যৌন সম্বন্ধ দ্বারা সন্তান উৎপাদন বাসস্থানাদিনির্মাণাদি সাধারণ প্রাণীধর্ম বলা হয়। প্রাণীর যাহা ধর্ম তাহা প্রাণী-ধর্ম। টিবি, কলেরাদি জীবাণু—আত্মপোষণ ও বৃদ্ধির জন্তু দেহে প্রবেশ করতঃ দেহের রক্ষক প্রটপ্লেজম্ সহ যুদ্ধ করে ও তাহাদের বিনাশ সাধনে দেহেরও বিনাশ সম্পাদন করে। জীবাণুরা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করে তাদের বধার্থ ডাক্তার এটামিক্ বোম সদৃশ ইন্-জেকশন্ করিলে বহু জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তজ্জাচ টিবি আদির জীবাণু প্রবলবেগে আক্রমণ করতঃ কত যুবকের তরুণ দেহ ধ্বংস করিয়া দেয়। কলেরার জীবাণু ছয় ঘণ্টায় দেহকে নাশ করে। জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি হয় জন্তু যৌন সম্বন্ধাদি স্বীকৃত। শাস্ত্রে বলে “জীবোজীবন্ত জীবনং” এক জীব

দেহ ধারণ পোষণ জন্ত লক্ষ জীব দেহের বিনাশ অনিবার্য। কডুমাছের লিভার ক্ষয়রোগে ফলপ্রসূ জন্ত কডু মৎস্য নাশ করার অভি-
প্রায়ে দলে দলে জাহাজগণ নিযুক্ত আছেন। মনুষ্যগণ স্বদেহপোষণার্থ
মৎস্য-মাংসাদি অহরহ ভক্ষণ করে। এজন্ত জলস্থ মৎস্য, কচ্ছপাদি, বন্ত
হরিণ বরাহাদি, ছাগ মাংস, অণ্ড, পক্ষীগণের অজস্র বধ সম্পন্ন
করিতেছে। কি জলচর কি স্থলচর কি উভয়চর কি খেচর সবাই
অন্ত দেহ-ভক্ষণে জীবন ধারণ করে।

সর্বশাস্ত্রে স্বর্গবাসী দেব এঞ্জেলাদি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। মর্তবাসী
মানুষ দেবযোনির পরেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হয়। স্বর্গীয় এঞ্জেলগণ
মধ্যেও ঈশ্বরদ্রোহী দৃষ্ট হয় এবং তাহারা ঈশ্বরসহ যুঝিয়া উঠিতে পারে
না। এজন্ত সৃষ্টিতে গোলোযোগ বাধাইতে প্রযত্নশীল। মনুষ্যকে ব্রত
করিবার জন্ত তাদের নানা প্রকার আত্মরী প্রচেষ্টা রহিয়াছে। তাই
হিংস্রবুদ্ধি মনুষ্য অপর প্রাণীর মাংস ভক্ষণে দ্বিধা বোধ করে না।
এবং মানুষের মাংসও সময় সময় খাইয়া থাকে। মানুষ অত্নকে বধ
করিয়া দেহরক্ষা রূপ প্রীতিসাধন-তৎপর হওয়ায় সময়ে সময়ে নরলোকে
কি প্রাচীন কি অর্ধপ্রাচীন সকল যুগেই মানুষে মানুষে যুদ্ধ লাগিয়াই
আছে। রাজ্য ধনলোভে পিতা-ভ্রাতা বধ করিতেও স্ক্রম হয় না।
ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অসংখ্য নাই। পৈতৃক ধনবিভাগ
লইয়া বিবাদ ও তৎফলে ভ্রাতা বা আত্মীয়বধাদি অহরহ চলিতেছে
বলা যাইতে পারে। শত্রুতাসাধন জন্ত অপরের দেহ গেহ ধনজন
নাশ করা পাতক মনে করে না। গীতায় যেমন কৃষ্ণকে অর্জুন
বলিয়াছেন “তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।” এমন
ভাবে নরহত্যায় দোষদর্শন খুব কম লোকই করিয়া থাকে। ব্যক্তির
তায় জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ও তৎকল্পে কোন কোন জাতির চিরতরে

উচ্ছেদ ঘটয়া থাকে। জগতের ইতিহাস এতৎ জাতীয় ঘটনারাশিতে
 পূর্ণ। ইহাই প্রাণীধর্ম। চণ্ডী নামক পৌরাণিক গ্রন্থে নিদ্রাবৃত নারায়ণ
 দেহ হইতে ব্রহ্মা ও মধুকৈটভের উৎপত্তি হইতে না হইতে দৈত্যদ্বয়
 ব্রহ্মার বধে নিযুক্ত হইয়াছেন বর্ণিত আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ,
 ঈর্ষা, ঘেব এই সকল রজোগুণের ধর্ম। রজোগুণ প্রবল হইলেই অব্যাক্ততা
 প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির আরম্ভ হয়। প্রকৃতির ক্ষোভিতা হওয়া অর্থই
 গুণত্রয়ের বৈষম্য সাধন—বহুলরজসেবিস্বোৎপত্তিঃ। রজোগুণের প্রকাশ
 সৃষ্টি অর্থ রজোগুণী লোকের আধিক্য হওয়া। কাম-ক্রোধ লোভ বশে
 মানুষ হিংসাপরায়ণ হয় এবং সে হিংসা প্রতিহিংসার ফলে লক্ষ লক্ষ
 লোক মানবলীলা সম্বরণ করে। গুণ কর্মফলে কেহ নিগ্রো, কেহ
 ইণ্ডিয়ান কেহ মন্ডোল কেহ আন্দামানি কেহ আর্য কেহ অগ্র কোন
 বিশিষ্ট মস্তক বর্ণাদিযুক্ত হইয়া থাকে। এই বর্ণাদি-বৈশিষ্ট্যতা জন্ত
 জনক্ষয়ের হিংসা প্রতিহিংসার ব্যাপার অনুক্ষণ চলিয়াছে। ইহাই
 প্রাণীগণের প্রাকৃতিক স্বভাব। সৃষ্টি ও নাশ প্রাকৃতিক ব্যাপার।
 একজনের নাশে দেহের রক্ষণ, রক্ষিত দেহে বীৰ্য্য উৎপাদন, ও বীৰ্য্য
 হইতে পুত্রাদির সৃজন হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক ধর্ম,—বিচারবুদ্ধি
 দ্বারা ত্যাগে মাতৃষ দেবতুল্য হয়। আত্মরক্ষার্থ জন্ত পরের উৎসাদন
 যেমন ব্যষ্টিতে তেমন আপন জাতির রক্ষণ জন্ত অগ্র জাতির উৎসাদন
 ও সমষ্টিগত প্রাণীধর্ম। জার্মানজাতির বসতি স্থানে যে শস্তাদি
 উৎপন্ন হয় তাহা জার্মান জাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে এজন্য স্বজাতির
 রক্ষার্থ অগ্র জাতির অধিকৃত স্থান অধিকার করা হিটলারের প্রয়োজন
 স্বজাতিকে সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপনও জাতির ধর্ম। তাহা করিতে গিয়া
 হিটলারও তদ্রক্ষিত জার্মান জাতির আজ কি হৃদ্বশা উপস্থিত
 হইয়াছে। ইংরেজরাজ সর্বোচ্চ স্থানস্থ হইবেন ইহা চার্চিলের পণ।

এই পণ রক্ষার্থ জনক্ষয় ও অর্থক্ষয়ে ইংরাজ জাতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন
 ক্রিয়া সর্বোচ্চ স্থানে স্থিত হইয়া সকলের শান্তিবিধান করিবেন এই
 ষ্টেলিনের পণ। তাহারও জনগণক্ষয় কম হয় নাই। মার্কিনদেশে
 উত্তর আমেরিকান জাতি সর্বোচ্চ স্থানস্থ হইয়া পৃথিবীতে একাধিপত্য
 করিবেন ইহা রুজভেল্টের পণ। পণ রক্ষার্থ তাহার জন ধন কক্ষ
 ক্ষয় হয় নাই। মুসোলিনি চাহেন ইটালী সর্বোচ্চস্থ হইবেন। অত্ৰ
 সব তাঁর অপেক্ষায় থাকিবে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক হইলেও লোকে
 ইতরবিশেষ দেখে। বলে হিটলার অটোক্রাট, মুসোলিনি ফেনিষ্ট,
 রুজভেল্ট ডিমোক্র্যাট, ষ্টেলিন কমিউনিষ্ট, চাচিল মনাকিষ্ট।
 চাচিলের কার্যে ইংরেজ জাতিহীন হইয়া গৃহরক্ষার্থ বহিস্থ রাজ্য-
 ত্যাগে প্রযত্নশীল হইয়া যে মন্ত্রীমণ্ডলী নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা
 সোসিয়ালিষ্ট। ইত্যাকার ভেদ করা হইতেছে। আত্মরক্ষা, জাতিরক্ষা
 স্বজাতির উন্নতিবিধান সকলেরই সমভাবে কর্তব্যবোধ রহিয়াছে।
 অভাবনিবন্ধন গৃহস্থের গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ ধন কেহ অপহরণ করিলে
 সে চোর, সে হয় দণ্ডনীয়। আর ধনবান ঐশ্বর্যপূর্ণ স্ববৃহৎ নগর ও
 রাজ্যধ্বংসে অগণ্য ধনজন অপহরণ করিলে তিনি মহাবীর সম্রাট
 সদৃশ সম্মানিত ব্যক্তি। এই যে নীতি তাহা প্রাণীধর্মের অঙ্গ।
 ইহার বর্জন সম্ভবে না। যদি ইহা রোধ করিতে কেহ চাহে সে
 অবোধ বা পাগল বলিয়াই দণ্ডাই। গীতা শাস্ত্রে ৬।৩২ শ্লোকে বলেন
 “আত্মোপায়োন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন। স্থখং বা যদি বা দুঃখং
 স যোগী পরমো মতঃ ” যদি কেহ নিজের সহিত তুলনা করিয়া স্থখে-
 দুঃখে অস্ত্রের সহিত সমভাবে ব্যবহার করে তাহা হইলে সে পরম যোগী
 হয়। যদি তোমাকে গালি দিলে তোমার ভাল না লাগে তুমি কাহাকে
 গালি দিও না। যদি তোমাকে ক্লেশ দিলে তোমার ভাল না লাগে-

তুমি অন্ধকে ক্লেশ দিও না। যদি তোমার ধন অপহরণ ভাল না লাগে তুমি অপরের ধন অপহরণ করিও না। তোমাকে স্থানচ্যুত করিলে যদি তোমার ভাল না লাগে তুমি অন্ধকে স্থানচ্যুত করিও না। ইহা আপনার সহিত তুলনায় অন্ধের সহিত ব্যবহারের সমতা। ইহা কাগজে কিতাবে থাকার যোগ্য, ব্যবহারে ইহা চলিতে পারে না। সর্বসাধারণ যে আচার ব্যবহারে রত যদি কেহ তাহা মন্দ বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ আদর্শ স্থাপনার্থ আদেশ উপদেশ করেন তবে সে ব্যক্তি বধাই বলিবাই গণ্য হইবে। সক্রটিন, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত বলা যায়। কেহ কেহ ভগবান শঙ্করাচার্য্যকেও বধোত্তম হইয়াছিল জানা যায়। বৈষম্যে সৃষ্টি। যেমন একটা সর্ষপ দানা চারিদিকে পালিশ, খোলাকার তাহা মৃত্তিকায় স্থাপন করতঃ জল দিলে তাহা হইতে উর্দ্ধ ও অধোদিকে দুইটা লম্বাকার শিকড় ও অঙ্কুর উদ্গত হয়। যেটি নিম্নগ তাহার কার্য্য স্বতন্ত্র যেটি উর্দ্ধগ তাহার কার্য্য স্বতন্ত্র। সর্ষপ বপনের পর এই প্রথম বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পশ্চাৎ উর্দ্ধগ অঙ্কুরাংশ হইতে শাখা, পল্লব, পত্র, ফুল, ফল রূপ বিভিন্নতা উৎপাদিত হইয়া থাকে। এমনি বৈষম্যভাবে সৃষ্টি বলে। যোষিৎযোনি তরল বীৰ্য্য ধারণ করে তাহা আদিতে একরূপই দৃষ্ট হয় পশ্চাৎ তাহা হইতে অস্থি, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মজ্জাদিভেদ মস্তক হৃদয়াদিভেদ, হস্তপদাদিভেদ হইয়া থাকে। বৈষম্যই দেহের স্থান।

প্রবলা প্রথরগুণসম্পন্না প্রকৃতি রাণীর এই বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টিতে সমতাজ্ঞাপন সম্ভবপর নয়। প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ করিলে প্রকৃতির প্রতিহিংসায় অভিভূত হইয়া বহুদুঃখ পাইতে হয়। যদিচ বর্তমানে সমস্ত স্বাধীনত্ব, ও ভ্রাতৃত্বভাবের প্রচার মুখে কাগজে খুব ভেজ কলমে চলিয়াছে—উহা প্রকৃতিবিরোধী। ঐ ধুম্রা ফরাসী বিপ্লবের কারণ।

প্রাণীধর্ম

৮১

রাজা প্রজা সব সমান সব স্বাধীন। একই জগৎ পিতার পুত্র ভ্রাতৃভাব চাই। ফরাসী রাজা, বহু লর্ড, পাদরী ও ধনী অনেকের প্রাণদণ্ড হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ঘটনাটি ঘটে। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর দশবর্ষ অতীতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন সম্রাট হন, কত জনক্ষয় হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমানে ফরাসী সাধারণতন্ত্র তাহা অপেক্ষায় চতুর্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে হেমডেন, ক্রমওয়েল প্রভৃতি রাজা প্রথম চার্লস্ অনর্থকারী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তদীয় মন্তকচ্ছেদনে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্ট ক্রমওয়েল একাদশ বর্ষান্তে দেহত্যাগ করিলে পুনঃ চার্লস্ দি ফাষ্টের পুত্র রাজা হন এবং বিদ্রোহী ক্রমওয়েলের মৃতদেহের ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁহারই বংশীয় এখনও রাজত্ব করিতেছেন। রোমে কেটো ক্রটাস প্রভৃতি স্মর উঠাইলেন রিপাবলিক্ বিপদাক্রান্ত, সিজার রাজা হইতে পারেন। সিজার হত হইলেন। একাদশবর্ষ পরে তৎপুত্র অগষ্ট সিজার হন। সিজারাদীনেই রোমের পতন হয়। যে মুহূর্ত্তে একজনকে লিডর বা প্রেসিডেন্ট করিবে তখনই অল্প সব তাহা অপেক্ষা কম শক্তিমান হওয়ায় লিডরের অধীনতা স্বীকার অত্যাবশ্যকীয় হয়। সব সমান বর্ণ সমান দৈহিক আকার বল বিশিষ্ট হয় না। বিশেষ বুদ্ধির সমতা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যে বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইবে সে অল্পবুদ্ধির উপর আপন ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করিবেই। অল্পবুদ্ধির পরমুখাপেক্ষিতের অধীনতা অনিবার্য।

অস্বদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতুল্য ঋষিগণ আচরিত অহিংসাদিযুতধর্ম বাহ্য প্রচলিত আছে তাহা অল্প দেশীয় আচারপদ্ধতি হইতে অনেক উচ্চ আদর্শযুক্ত। অল্প জাতিগণ রজোগুণে বিকৃত বুদ্ধিজন্ত তাহা বুঝিবার অধিকারী নহে। সেই ঈশ্বরগত শাস্ত্রত্যাগে বর্তমানের মায়ামোহবশ

বিজ্ঞেতাগণের ধর্ম্যে শ্রেষ্ঠতা বুদ্ধি পতনের হেতু। যদি পুনঃ ব্যবহারশাজ তৈয়ার করিতে হয় তবে ভিন্ন দেশ জাতির প্রণালী গ্রহণ না করিয়া এদেশের অনুকূল যাহা আছে তাহা দেখিয়া বুঝিয়া নির্মাণ কার্য করা নমীচীন। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। সে প্রাণী মাত্র নহে। তাহাতে দেবত্বের বীজ নিহিত আছে। সেই বীজের কৃষ্টি দ্বারা সে দেবতাই হইতে পারে। ঋষিগণ যে আচারপদ্ধতি করিয়াছেন তাহা দেবত্ব লাভের উপায়স্বরূপ। সাধারণতঃ যে উপাসনাপ্রণালী বিद्यমান তাহা দ্বারা সালোক্য সামীপ্য সাক্ষ্য লাভ ঘটে। বিশেষ অক্ষুণ্ণীলনে সাযুজ্যও হয়। সাযুজ্যে প্রকারভেদ আছে। তাহা সগুণ নিগুণ ভেদ জন্ত ঘটিয়া থাকে। খুঁটান, মুসলমান, জেরোষ্ট্রীয়ানাতি সর্বধর্মের লোকেই এই পৃথিবী ভাল স্থান নহে জানে। এখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু সবাইকে পীড়িত ও জর্জরিত করে। স্বর্গে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু ভয় নাই এজন্ত সবাই স্বর্গ গমনেচ্ছুক। স্বর্গে ঈশ্বর বাস করেন। তাঁহার সেই স্বর্গদেশে গোলকে ঈশ্বরের সমীপে বাস করিবার জন্ত উপায়ও একই দৃষ্ট হয়। মালায় নাম জপ ও স্তব-স্তুতি পাঠ। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সালোক্য সামীপ্য পর্য্যন্ত বলে সাক্ষ্যসাযুজ্য বলেন। এবং নির্দোষ হইবার প্রচেষ্টাও কিঞ্চিৎ বাইবেলে দৃষ্ট হয়। আর্ধ্যশাস্ত্রের অনুসরণ করিলে সালোক্য সামীপ্য ব্যতীত সাক্ষ্য লাভ ঘটিতে পারে যদি তদনু-রূপ কার্য্যানুষ্ঠান করে। মনীষিগণ বলেন, এই পৃথিবী সংশোধন স্থান। যেমন জেলখানায় অন্নবয়স্ক প্রথমাপরাধী কয়েদীকে সামান্য কয়েদীগণসহ না রাখিয়া পৃথক স্থানে রাখে এবং তথায় সেই ব্যক্তির বিজ্ঞাবুদ্ধির ক্ষুরণানু-সারে তাহাকে কোন শিল্প বা কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়, পশ্চাৎ যদি কোন অন্তায় না করে তবে তাহাকে গৃহস্থ জীবন যাপন জন্ত কিছু টাকা দিয়া দেয়। যে অন্তায় করে তাকে সাধারণ জেলে প্রেরণ করে, তদ্রূপ আমা-দিগকে এখানে পাঠাইয়াছে সজ্জন হইয়া ভগবদভক্ত হইতে। যদি আমরা

প্রাণীধর্ম

৮৩

তাহা অভ্যাস না করিয়া অন্ত্রাচারে রত হই তবে নরকে স্থান মিলে ।
 'কিংবা এই দুঃখময় সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রেরিত হই । সজ্জন হইতে
 হইলে তম রজোভাব (কুস্তকর্ণ বা রাবণ ভাব) ত্যাগে সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে
 শুদ্ধচিত্তে ভগবদ্ভজনপরায়ণ হইতে হয় । তাহা অহিংসা সত্য
 মন্তেয়ব্রহ্মচর্যাদয়ার্জবং দ্বারা লাভ ঘটে । শ্রুতি বলেন, “মা হিংস্তাৎ সর্কী-
 ভূতানি ।” অহিংসা পরম ধর্ম । কায় মন বাক্যে অন্ত্রের ক্লেশ অহুৎপাদনকে
 অহিংসা বলে । প্রাণ ধারণ অন্ত্রদেহ ভক্ষণ ব্যতীত সম্ভবপর নহে । বার
 দেহ বা দেহাংশ ভক্ষণ করিবে তারই হিংসা হইবে । ধারা উদ্ভিজ্জাশী
 তাদেরও ধাত্ত কলাইর প্রাণ বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয় ।
 ধাত্ত কলাই বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া তাহা হইতে নব
 শস্ত্র লাভ ঘটে । চাউল ডাউল বপন করিলে অঙ্কুরোদগম হয় না ।
 কারণ চাউল, ডাউল, ধান, কলাইর মৃতদেহ মাত্র । মহাভারতে এ
 বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয় । শ্রুতি বলেন—“অজৈর্ঘট্যব্যম্” । অজ
 দ্বারা যজ্ঞ করিবে এবং পশ্চাৎ যজ্ঞাবশেষ যাহা অমৃতস্বরূপ তাহা ভক্ষণ
 করিবে । গীতা ৩।১৩ বলে “যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ককির্ঘৈঃ ।”
 এখন অজ কি তাহা লইয়া মর্তদৈব দেখা যায় । এক মতে অজ—ছাগ
 (অজতি তৃণভক্ষণায় ইতি অজ) ছাগ বধ করতঃ তাহার মাংস দ্বারা
 যজ্ঞ করিবে ও যজ্ঞাবশেষ মাংস ভক্ষণ করিবে । শ্রুতিতে আছে—অহিং-
 সন্ সর্কভূতানি অন্ত্র তীর্থভ্যঃ । শ্রুতি বলেন—“তস্মাদ্ যজ্ঞেবধোহিবধঃ ।”
 শান্ত্র বেখানে হিংসা করিতে বলেন, তথায় হিংসা দোষাবহ নহে যেমন
 ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে শত্রু বধ ভিন্ন অন্ত্র হিংসা করিবে না । যজ্ঞে পশুবধ হিংসা
 নহে তজ্জন্তু পাপ লাগে না । অপর পক্ষ বলেন ন জ অজ । ন জায়তে
 অস্মাৎ ইতি অজঃ । মহাভারত শান্তিঃ ৩৩ আছে—“অজৈর্ঘট্যব্যমিতি বা
 বৈদিকী শ্রুতিঃ । অজ সংজ্ঞানি বীজানি ছাগং ন হস্তশ্রীর্হর্থঃ ।”

বেদে যে অজের দ্বারা যজ্ঞ করার বিধি দৃষ্ট হয়, তাহাতে অজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত বীজ দ্বারা যজ্ঞ বিধি—ছাগ বধের বিধি নয় যে ছাগ বধ করিবে। বর্তমান কালেও আৰ্য্যসমাজে এজন্ত ঘানপাটি মানপটি দুই বিভাগ হইয়াছে। বীজ তিন চারি বৎসর মজুদ থাকিলে তাহার জননশক্তি আপনা-আপনি নষ্ট হয়, তখন সেই বীজ অজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা হইতে জন্মিবে না। তাহার দ্বারা যজ্ঞ করিলে হিংসা হয় না। যেমন কোন ব্যক্তির চুল কাটিলে তাহার হানি হয় না, তেমনি গাছের কোন কোন ডগা ছাঁটিলে তাহার হানি হয় না পুনঃ বৃদ্ধি লাভ করে ফলপ্রদ হয়। এইরূপ চিন্তাবৃত্তিতে শাকসজ্জী খাওয়া হয়। আম, জাম, কলা, কমলালেবু, তরমুজ, ফুটি, কাঁঠাল, বেল, জম্বুয়া, কামরাজা ইত্যাদি ফল থাকিলে তাহার বীজ রাখিয়া খাইয়া থাকে তাহাতে অহিংসা ব্রত অটুট থাকে। তবে এই সকল ফল সুন্দর। সুফল। ভারতেই মিলে অত্র দেশে সম্ভবে না। ওল মানাদি বন্দ হইতে সুন্দ নির্গত হয় তাহা বপনে অঙ্কুরোদগম হয় অত্র অংশ নাশ পায়। তাহা ভক্ষণে হিংসা হয় না। মূলকাদির কোন অংশ বপনে অঙ্কুরাদি হয় অত্র অংশ ভক্ষণে দোষ হয় না। গোবৎসকে বঞ্চিত না করিয়া বৎসের পানাতিরিক্ত দুগ্ধ পানে দোষ হয় না। সুতরাং হিংসা না করিয়াও জীবন ধারণ সম্ভব পর। শুধু সত্য বলিয়া রাজ্য শাসনাদি ব্যাপার চলে না এজন্ত “সত্যং ক্রমাৎ প্রিয়ং ক্রমায় ক্রমাৎ সত্যমপ্রিয়ম্।” ইত্যাদি উপদেশানুশাসনাদি আছে। পর দ্রব্য গ্রহণ স্তেয়, তাই বলিয়া দান গ্রহণ স্তেয় নহে। শাস্ত্রে আছে শম্ভ ও লিখিত দুই ভ্রাতা ছিলেন। মতান্তর উপস্থিত হইলে শম্ভ স্থানান্তরে চলিয়া যান, ও তথায় আপন গৃহবাসাদি নির্মাণে বাস করিতে থাকেন। একদা লিখিতের ভ্রাতৃ দর্শন ইচ্ছা হওয়ায় তিনি ভ্রাতার বাটীতে

গমন করেন, ভ্রাতা তখন উপস্থিত ছিলেন না। ভ্রাতার জ্ঞাত অপেক্ষা করিতে করিতে লিখিত বৃক্ষে পাকা আম দেখিয়া ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় তাহা পাড়িয়া খাইলেন। পশ্চাৎ ভ্রাতা আলয়ে আগমন করিলে ভ্রাতাকে তাহা বলিলেন। ভ্রাতা বলিলেন তোমার স্তোত্র হইয়াছে। রাজার নিকট গিয়া দণ্ড গ্রহণ কর—লিখিত রাজদণ্ড গ্রহণ জ্ঞাত রাজদরবারে গমন করিলে রাজা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। লিখিত ছিন্ন হস্ত হইয়া ভ্রাতৃসমীপে উপস্থিত হইলে, সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইল। উভয় ভ্রাতা সন্ধ্যা করিতে জল সমীপে গমন করিলেন। লিখিত বাম-হস্তে আচমনীয় জন গ্রহণের উদ্যোগ করিলে শঙ্খ নিবারণ পূর্বক বলিলেন দক্ষিণ হস্ত জলে প্রবেশ করাইয়া আচমন কর। লিখিত সত্যে স্থিত ছিলেন, জল হইতে হাত উঠাইতে দেখিলেন তাঁহার হাত যেমন তেমনই রহিয়াছে। শেষাংশে রোচক হইলেও সত্যসন্ধের ধর্ম্মে স্থির থাকা কর্তব্য।

আর্যের লক্ষণেও বলে—“কর্তব্যমাচরনু কস্মি অকর্তব্য মনাচরম্।
তিষ্ঠন্তি প্রকৃতাচারে স তু আর্য ইতি স্মৃতঃ ॥

ব্রহ্মচর্য্য :—গুরুগৃহে বাস করতঃ শাস্ত্র অধ্যয়ন কালকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কহে। ব্রহ্মচর্য্যে বীৰ্য্য ধারণ প্রধান ব্যাপার। শাস্ত্রে বলে “মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণে।” ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে শিখিবে। বেশী বীৰ্য্যক্ষয়ে যক্ষাদি ব্যায়রাম হয় শুনা যায়। পুত্রোৎপাদন ব্যাপারটি গৃহ-ধর্ম্মাত্মশীলনে উপায়রূপে ধার্ম্মিক কার্য্য মধ্যে গণ্য। এক বিবাহে, বৈধব্যাদি সর্ব্বত্রই প্রশংসাহ। খৃষ্টানগণ মধ্যে বহু ধার্ম্মিক ব্রহ্মচর্য্য জীবন যাপন করেন। যিশু ও তাঁর শিষ্যগণ কেহ বিবাহ করেন নাই। বিবাহ করণান্তর তালুক দেওয়া আত্মরী ভাবের ছোটক বটে। যৌন সম্বন্ধীয় বিষয়ে স্বেচ্ছাচার নিবারণ জ্ঞাত সর্ব্বদেশেই বিবাহ আবাহমান

কাল প্রচলিত। অন্তের সেবা করিবে কারও সেবা নিবে না। সেবা মন্দবুদ্ধি কাটে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে ব্রহ্ম বেদ তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপন করিবার বিধি।

দয়া :—অভাব প্রযুক্তের অভাব মোচনের ইচ্ছা। নীতিশাস্ত্র বলে, “দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় ! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।” উপনিষদে প্রজাপতি দেব, মানব ও অশ্বরকে দদদ বলিয়া ইন্দ্রিয়দমন, দান ও দয়া উপদেশ দিয়াছেন। আর্জ্জব স্বচ্ছতা সরলতা কুটিলতা বর্জ্জনে। “সরলয়োঃ সখি সখ্যমনারতম্। কুটিলয়োঃ ষ্টটনৈব ন জায়তে। যদি ভবেৎ সরলে কুটিলেহথবা ন চিরমস্তি ধনুশরয়োরিব।” এই সকল অভ্যাস করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে ভালমন্দ নিত্যানিত্য বিচারবুদ্ধি জাগে। মনের ত্যাগ ও উত্তমের গ্রহণ জ্ঞান হৃদয়ে বুদ্ধি খেলে। দেখে যাহা পার্থিব তাহা নশ্বর যাহা অলৌকিক তাহা অনশ্বর। নশ্বর ত্যাগে নিত্য বস্তুকে গ্রহণ জ্ঞান নির্বেদ উপস্থিত হয়, তখন সদগুরুর নিকট গিয়া সদ্বস্তুলাভার্থ উপদেশ গ্রহণে মানব জীবন কৃতকৃত্য করে। ব্রহ্ম চিন্তনে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।

প্রাণযুক্ত প্রাণীর কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা জীবতাব লইয়াই বলা হইয়াছে। জীবতাব অর্থ—দেহরূপ কোষস্থিত কর্তা ভোক্তা অহং অভিমানী পুরুষের ভাব। ব্যষ্টি ও সমষ্টি হিসাবে জীব দুই প্রকার। কার্য্য ব্রহ্ম ও দেহরূপ কোষস্থিত, স্থিতি, নাশ ও সৃজন কর্তা। তিনি ত্রিলোকব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ। তাহারই দেবদেহে ব্যষ্টি (ক্ষুদ্রতাপন্ন) অনীশ (অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান্) জীব প্রাণীসংজ্ঞা প্রাপ্তে বাস করে। এতদ্ব্যতীত কার্য্য ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ হিরণ্যবর্ণ পুরুষতমরূপগর্ভে বা কোষে স্থিত) প্রাণ বলিয়া উপনিষদে উক্ত হইয়াছেন। যেমন মূণ্ডকোপনিষদে—“তপসা চীহতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে। অনাৎ প্রাণঃ।

অন্নতম বা মায়ার নামান্তর। তমাবৃত কার্ধ্য ব্রহ্ম সূতরাং ত্রিভুবন-
 ব্যাপী হইলেও পরিচ্ছিন্ন। উৎপত্তি নাশবান্। সর্বব্যাপী পুরুষ
 অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশী পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। প্রমোপনিষদের
 তৃতীয় প্রশ্নে—আত্মন এষ প্রাণোজায়তে। যথৈবা পুরুষে ছায়া
 এতস্মিন্ এতদ্ আততং মনোধিকুতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে।” ও
 এই শরীর—কারণ, লিঙ্গ ও স্থূল দেহত্রয়কে লক্ষ্য করে। বৃ: আ: ৩৯ ৯
 মন্ত্রে—“কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তৎ ইতি আচক্ষতে।”
 উক্ত মন্ত্রের পূর্বভাগে “কতমো যৌ দেবৌ ইতি অন্নং চৈব প্রাণশ্চেতি।”
 বাক্যে প্রাণ ও অন্ন দ্বারা গীতার পুরুষ ও প্রকৃতি বুঝাইয়াছে। পুরুষ
 মায়ী উপাধিযোগে কার্ধ্যব্রহ্ম হন ও তদভাবে নাশ হয়েন। ঋ ৬।৪৭।১৮
 “ইন্দ্রো মায়ীভি: পুরুষপ ঈয়তে।” এই প্রাণ চিৎ স্বরূপ ইহা স্প্রশ্নিক
 পূর্ণমদ: মন্ত্রের বিষয়। সর্ব পূর্ণ ও ইদং পূর্ণরূপে প্রতিভাত হন উপাধি
 যোগে। উপাধি লয় করার জন্তু শ্রবণ মনননিদিধ্যাসনাদি সাধন গুরু
 হইতে গ্রহণ করিতে হয়। প্রাণ ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বুঝায়।
 প্রাণ অপানাদি পঞ্চ প্রাণকেও বুঝায়। তাহা বৃ: আ: ৬।১ ও ছা ৫।১
 এবং প্র: ২ বর্ণিত আছে। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুরুষ হইতে তেজ,
 তেজ হইতে অপ্ ও অপ্ হইতে অন্ন উৎপত্তি বলা হইয়াছে। অন্নময়
 মন আপোময় প্রাণ ও তেজোময়ী বাক্ বুঝাইয়াছে। বাক্ মনে, মন
 প্রাণে ও প্রাণ তেজে যুতুকালেও সুষুপ্তিকালে লয় থাকে। প্রাণ সহ মন
 বন্ধনযুক্ত থাকে। এজ প্রাণ সংযম করিলে মন সংযত হয়, প্রাণায়াম
 করিলে মনের বহিমুখীতা দূর হয়। ইন্দ্রিয়গণ বাহিরের পদার্থই দেখে
 অন্তরে কি আছে তাহা দেখে না। একারণ হৃদয়স্থ বস্তু দেখিতে
 হইলে বহিমুখী ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য রুদ্ধ করিয়াই দেখিতে হয়। প্রতি
 দেহে হৃদয়ের মধ্যে একজন অহং (আমি) নামা ব্যক্তি বাস করেন।

তিনিই চক্ষু দ্বারা দেখেন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন, ভ্রুক্ দ্বারা স্পর্শ করেন, নাসা দ্বারা আভ্রাণ করেন, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করেন ও বাক্য বলেন। বুদ্ধি দ্বারা সংকল্প বিকল্প করেন, চিন্তা করেন, স্মরণ করেন, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করেন। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ পাঞ্চভৌতিক জড় তাহাদের কোন সংজ্ঞা নাই। অহংনামা চিত্তেরই বোধ বা জ্ঞান। ইহা ঋগ্বেদের ৩৬২।১০ মন্ত্রে “যিস্মো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ” বাক্য হইতে ও কেনোপনিষদ পাঠে জানা যায়। বুদ্ধির যিনি প্রেরয়িতা তাঁকেই তৎ বলে। এই তৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। ইন্দ্রিয়াতীত তৎ ই-হৃদয়স্থ অন্তর্ধামী পুরুষ। এই হৃদয়স্থ ব্যক্তি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধির দ্রষ্টা বটেন। মন এখন শোকার্ভ, মন এখন রোগার্ভ, মন এখন কামার্ভ, মন এখন হর্ষাঘিত, মন এখন ক্রুদ্ধ এই মনের অবস্থা বিশেষের দ্রষ্টা আমি নামা ব্যক্তি। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ হইয়া থাকেন। সুতরাং আমি নামা ব্যক্তি যিনি দ্রষ্টা তিনি দৃশ্যমন হইতে পৃথক্ হইবেন সন্দেহ নাই। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র আমি নামা ব্যক্তিই হৃদয়স্থ অন্তর্ধামী পুরুষ। তিনিই আত্মা—তাঁর দর্শন আত্মদর্শন বলিয়া অভিহিত হয়। দর্শন কার্য্য পাঁচ প্রকারে নিম্পন্ন হয়। চর্ম্মচক্ষে, মানসনেত্রে, বিচারনেত্রে, দিব্যনেত্রে ও জ্ঞাননেত্রে। সাধারণতঃ চর্ম্মচক্ষে দর্শনই দর্শন বলিয়া গৃহীত হয়। এই দর্শনকে প্রত্যক্ষ দর্শন বলে। এই প্রত্যক্ষ দর্শনে নির্ভর জ্ঞানই অল্পমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। চাক্ষুষ দৃষ্ট দৃষ্টান্ত না থাকিলে অল্পমান সিদ্ধ হয় না।

উপমান ও আপ্তবাক্য ও পূর্বপ্রত্যক্ষ মূলক হইয়া থাকে। এই প্রমাণ চতুষ্টয় দ্বারা সংসারে যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ইদং পদং বাচ্য তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হয় কিন্তু তৎ বা অহং নামা হৃদয়স্থ পুরুষ ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে বহির্ভূত জ্ঞান অপ্রমেয় বলিয়া

প্রাণীধর্ম

৮২

কথিত হন। ইহাকে ইনি দেহ নহেন, ইন্দ্রিয় নহেন, মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, অহঙ্কার নহেন ইত্যাদি নেতি বিচারে পরিশেষে ষাঁর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় তিনিই আত্মা। এ বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। এই অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশিত করার জন্য শ্রুতির মহিমা। ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে বলে—“ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিধে নিষেদুঃ। যন্তুর বেদ কিম্ভা করিস্থাতি যইতদ্বিহুস্ত ইমে সমাসতে॥” যিনি ঋক্ বাক্য দ্বারা প্রকাশিত অক্ষর পুরুষ, যিনি পরমব্যোম ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, যাহাতে সর্ব বিশ্বের দেবগণ বাস করেন, তাঁহাকে যিনি জানেন না তাঁর ঋক্মন্ত্র মুখস্থ করিয়া কি ফল? অর্থাৎ নিষ্ফল পরিশ্রম। যিনি তাঁকে জানেন তিনি তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি। সর্বপ্রাণী ধর্ম যাহাই হউক না কেন প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানব ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি সংযামিত করতঃ আমি কে? কোথা হতে এসেছি? কোথায় যাইব? কি জন্য এসেছি? এই চারিটা বিচার করতঃ অজ্ঞান বশে জীবভাব তাহা বিদূরিত করতঃ ঈশভাবের স্বরূপের অমু-সন্ধান রত হন ও পশ্চাৎ আপনার স্বরূপ জানিয়া আনন্দই আমার স্বরূপ অনুভব করতঃ আনন্দময় হইয়া যান। ইহাই কৃতকৃত্যতা। “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনতি।” অলমতি বিস্তারণে।

সমাজ

সং অজস্রি অশ্রাম ইতি সমাজ । যেখানে সব সমান ব্যবহার প্রাপ্ত হয় তাহাই সমাজ । অথবা বাহ্যিক মঙ্গলের জন্ত সকলে সমভাবে নিযুক্ত তাহাই সমাজ । “সমানা মন্ত্রঃ সমিতি সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্ত-মেধাম্” (ঋ ১০।১৯।১৩) । যেখানে সব সমতা প্রাপ্ত হয় একীভূত হইয়া গমনশীল তাহাই সমাজ । বাহ্যিক ধনে জনে বুদ্ধিগত হয় তাহাই সমাজ । বাহ্যতে সকলে সমবেত হইয়া শত্রু তাড়ায় তাহাও (সম + আজ) সমাজ । সম্ অজস্রি সর্বতোভাবে সমবেত বা একত্রিত হইয়া থাকে জন্ত সমাজ । পশুনাং সমজঃ । পশুবৃন্দকে সমজ বলে । সমাজ মানবের । পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ জীবগু সকলেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করে । যৌন সম্বন্ধে উৎপত্তি ঘটায় । প্রকৃতি প্রেরণায় পতি-পত্নী পুত্র-কন্যাভাব ও তাহাতে মমতা বুদ্ধি বাহ্য বানরেও দৃষ্ট হয় । বানর অনিকেত হয় । নর নিকেতন নির্মাণে তাহাতে নিরন্তর নিজ-জন-সহ বাস করে । তিস্ততাদি দেশে পাচজনের এক জ্ঞী হয় । কোন স্থানের অধিবাসীরা গ্রামের সকল জমি সমবেতভাবে চাষ করে । ফসল উৎপন্ন হইলে তাহা গৃহে গৃহে বাটিয়া নিয়া থাকে । যেমন যৌথ পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই যৌথসম্পত্তিতে সত্ত্ব থাকে তেমনি বর্তমান কালের প্রতীচ্য-দেশে কমিউনিউজম্ তাহাতে দ্রব্য-সামগ্রী, জ্ঞী, ধনাদিতে সকলের সম অধিকার থাকে এবং ঐ সকল উৎপন্ন করার ও বিভাগ জন্ত বিশেষ নিয়মবিধি থাকে । আর যাঁরা সোশালিষ্ট—তাঁহাদের নিজ স্বাধীনতা দেশের জন্ত, দেশের জন্ত ত্যাগে দেশের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় । দেশ বা জাতি জমি-জমার মালিক । যাঁরা মনাকিষ্ট তাঁরা আপনাদের মনোনীত রাজার শাসনে থাকেন । রাজার মহিমা রক্ষার্থ কিছু ধন সম্পত্তি

রাজার নিজস্ব থাকে। রাজা প্রজাগণের শান্তি স্থখ বিধান করেন। যিনি দলপতি মনোনীত হন, তিনি রাজা নহেন কিন্তু কমও নহেন। তাঁর আদেশ মত প্রজারা চলিয়া থাকে। দলপতি তিনবর্ষ পর নির্বাচিত হয়। ভোটের জন্ত তাঁহাকে প্রজাগণের সম্মুখ বিধান করিতে হয়।

প্রত্যেক জাতি বা সমাজের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, অন্ন বস্ত্রাদির ও পার্থক্য জল, বায়ু, শীত, উষ্ণতা ভেদে ঘটিয়া থাকে। আপন জাতিকে উন্নীত করিবার জন্ত অত্র জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে বা বিজিত জাতির উৎসাদন করে। ইহাই জাতির জাতিত্ব। জাতির বা সমাজের সব লোক জাতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া হিংস্র জন্তুর স্থায় ব্যবহার করিলেও সিংহ পশুরাজবৎ মাননীয় হয়। দলপতি দ্বারা শাসিত সমাজ—অটোক্রোটিক্, ডিমোক্রেটিক্, রিপাবলিক্, কমিউনিষ্টিক্ আদি প্রকারভেদ যুত হয়। নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ করিব ইহা সকল দলপতিরই পণ এবং সেই পণ রক্ষার্থ প্রজাগণের সাহায্যে সবাই কার্য করেন। তজ্জাচ হিটলার অটোক্রোট, মুসোলিনি ফেসিষ্ট, রুজভেল্ট ডিমোক্রেট, ষ্টেলিন কমিউনিষ্ট, বিভেল রিপাবলিকান, চার্চিল মনাকিষ্ট ও এটলি সোসালিষ্ট। এমন সব নাম ব্যবহার হইয়া থাকে। অপর জাতির উৎসাদনে সকলেই সমান উৎসাহশীল। এক আঘাতে বহু লক্ষ বধ করিবার জন্ত বিজ্ঞানবিদগণ এটোমিক্ বোমাদি অস্ত্র স্কুদোশনে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। যে ডিমোক্রেট পৃথিবীর সব জাতির জন্ত প্রশস্তি (Charter) নিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁরই নিজ দেশে লাঠি পেটা করিয়া কৃষ্ণ ত্বক্ নিগ্রো বধে কোন দণ্ড প্রদান করে না। এমনি শ্বেত কৃষ্ণ ভেদ ও সেই ভেদ জন্ত অপরের উচ্ছেদ সাধন শ্বেতজাতির কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত। দক্ষিণ এফ্রিকা অত্র দৃষ্টান্ত।

পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজ্য করার জন্য এতদিন ব্রিটিশ জার্মানাদি
 তৈয়ার ছিলেন এখন নূতন যুগে তাহা মার্কিন ও রুশ লাভার্থ ব্যগ্র
 হইয়াছেন। কেন এক আরকে সংহার করিবে এ বিধান কি ঈশ্বরের ?
 সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিলে বলিতে হয় ঈশ্বরের সৃষ্টি নয় প্রকৃতির সৃষ্টি।
 “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণিঃ সৰ্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহ-
 মিতি মন্ততে ॥” গীঃ ৩।২৭ মার্কণ্ডেয়পুরাণে সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন
 যে, যখন বিষ্ণু নিদ্রাযুক্ত তখন তাঁর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়
 এবং নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। নিদ্রিত ব্যক্তি জানিতে
 পারিলেন না যে, বিষম সৃষ্টি হইয়া গেল। দৈত্যদ্বয় উঠিয়াই নির্দোষ
 ব্রহ্মাকে মারিতে উত্তত। ব্রহ্মা নিরস্ত্র, একাকী, কি করিবেন বিষ্ণু নিদ্রায়
 বিভোর; সুতরাং নিদ্রাদেবীর স্তুতি করিলেন (বিষ্ণু স্তুতি করেন
 নাই) ঋ ১০।১২৯। মন্ত্র বলে—“ইয়ং বিসৃষ্টিৰ্হত আবভূব যদি বা দধে
 যদি বা ন। যো অশ্রাদ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥”
 এই সৃষ্টি কোথা হতে এলো ইহা কি কেহ ধারণ করেন কি করেন না ?
 হে বৎস ইহার অধ্যক্ষ পরম ব্যোমবাসী পুরুষ তিনিএ বিষয়ে জানেন অথবা
 তিনিও না জানিতে পারেন, যেমন মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে বর্ণিত। “বিষ্ণু
 সৰ্ব্বোপাধিবিনিমূক্তঃ তৎ পরঞ্চে ন চ নির্মলম্।” তাঁর কর্ণমূল থাকা ও
 তাহাতে দৈত্য উৎপত্তি। আর নিষ্কল নিরবয়ব বিষ্ণুর নাভিস্থান
 থাকা ও তাহাতে কমল ফুটা এবং তাহাতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হওয়া সবই
 হৈয়ালির ত্রায়। এই সৃষ্টিক্রম প্রহেলিকা ভেদ করিতে গিয়া ত্রায়,
 সাংখ্য, মীমাংসাবাদিগণ নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন।
 একে অপরের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রকৃতির সৃষ্টিতে এক নম্বর ক্ষুধা ইহার পূর্তির জন্য অপরের বধ
 করা প্রয়োজন এবং বীজাণু কীটাদি সবাই এক অপরকে গ্রাস করিয়া

সমাজ

৯৩৭

জীবন ধারণ করে। জল, স্থল অন্তরিক্ষবাসী কাহারও দ্বিতীয়ের হিংসা ব্যতীত আহার অসম্ভব। ক্ষুধার জালায় লোকে রাস্তায় পতিত অন্ন কুড়াইয়া খায়, ভিক্ষা করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, ঘুষ খায়, অস্ত্রের গোলামী করে। যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা উদ্ভিদাশী আমরা কারও হিংসা করি না। তাঁরাও কাঁহাকে প্রাণে বধ করেন তবে উদরপূর্তি ঘটে। ধানের ও কলাইয়ের প্রাণ আছে। তাদের ক্ষেত্রে বপন করিয়া জল দিলে তাহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্গমে কালে ফসলপ্রদ হয়। চাল ডাল ক্ষেত্রে বপন করিয়া জল ঢালিলে অঙ্কুর উদ্গম হয় না; কেন না চাল, ডাল, ধান ও কলাইয়ের মৃতদেহ যাত্র। ধান্য কলাইয়ের প্রাণনাশে চাল ডাল হয়। ফল হুখ খাইয়া কয়জন বাচে। লক্ষ লক্ষ লোকের উপযোগী খাটি হুখ মিলা হুখট ব্যাপার। একজনের প্রাণ বধ করতঃ আহার করিলে দেহ রক্ষিত হয়। দেহে বীৰ্য্য উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে নূতন সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ চক্রাকারে চলিতেছে। ইহাই প্রকৃতির বিধান। নাশকে ডরাইলে চলিবে কেন? যেমন ব্যক্তিগত ক্ষুধা তেমনি জাতিগত ক্ষুধা। ইংলণ্ড, জার্মানাদি দেশে যে পরিমাণ লোক বাস করে, তাদের বর্ষকালের খাত্ত সেই সেই দেশে উৎপন্ন হয় না; সুতরাং ভিক্ষা বা অস্ত্র ব্যক্তির কি অস্ত্র জাতির মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। অস্ত্রের শ্রায্য বস্তু নিতে গেলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য, লোকক্ষয় অনিবার্য্য। এই লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ এক প্রকার যজ্ঞ। যাহাতে যোদ্ধাগণ নিজ দেহ আহতি প্রদান করে। যজ্ঞে দ্বারা দেবতার তৃপ্তি ঘটে। এমন বর্ণনা ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। নাধারণ লোকের ধারণা, যে মহাত্মারতের বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শ্রায্য পৈতৃক হিত্তা আদায়ের দ্রষ্টব্য ঘটনা। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

ভগবান্ বলিয়াছেন—“কালোহন্সি লোকক্ষয়কৃতং প্রবুদ্ধো লোকান্
সমাহৰ্তুমিহ প্রবৃত্তঃ । স্বতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বে যেহবস্থিতাঃ
প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥” যেমন প্রাণায়িহোত্র কালে হোতা (ভোক্তা)
আপন জঠরস্থ অনলে (বৈশ্বানর অগ্নিতে) খাত্ত সামগ্রী স্বাহাকার
বাক্যে আহুতি দেয়, তেমনি ভগবান্ আপন বিরাট বৈশ্বানররূপে কুরুক্ষেত্র
যুদ্ধের উভয়পক্ষে যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী (প্রায় ৪০ লক্ষ) সৈন্য উপস্থিত
হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপন কবলে আহুতি দিয়াছেন (চৰ্চণান্তর.
গ্রাস করিয়াছেন) এজ্ঞ অৰ্জুনকে বলিতেছেন, তুমি অৰ্জুন, যুদ্ধ না
করিলেও এই সৈন্য আপন আপন বাটীতে ফিরিয়া যাইবে না (আমি
আমার সংহর্তারূপে ইহাদিগকে এখানেই সংহার করিব)। এই যুদ্ধ
যজ্ঞ অনিবার্য্য জ্ঞাত্ব শাস্ত্রে বলে ক্ষত্রিয়গণ স্বদেশজাতি কুলমান রক্ষার্থ
আপন দেহ যুদ্ধ যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার তৎফলে সূর্য্যমণ্ডল ভেদে উচ্চগতি
লাভ করিয়া থাকেন। “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ
পরিব্রাট্ ষোগযুক্তশ্চ ক্ষত্র যশ্চ রণে হতঃ ॥” অত্র দেশের শাস্ত্রে তেমন
শ্লোক না থাকিলেও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ উচ্চশ্রেণী মৃত্যু মনে করে। আর্য্য-
শাস্ত্রে আপৎকালে চারিবর্ষের পক্ষে অজ্ঞধারণ বিধি রহিয়াছে। ভগবানের
সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার তিনটি প্রধান কার্য্য। সংহার প্রয়োজন নতুবা
সংসারে লোকের স্থান হয় না। রোগে ভুগিয়া মরাও মৃত্যু, যুদ্ধে দেহ
ত্যাগও মৃত্যু, জন্মিলেই মৃত্যু হইবে। স্মরণ্য ভয়ের কিছু নাই।

আপন আপন সমাজ রক্ষার্থ প্রেরণা প্রকৃতি হইতে আগত হয়।
এজ্ঞ বস্ত্রহস্তী বানরাদিকেও নিজ দলবল রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে দেখা
যায়। ঐ প্রকৃতির প্রেরণা বশে চিরকালই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ
হইয়া আসিতেছে। ইতিহাস অর্থই কোন জাতির উত্থান বা পতন
বিষয়ক। প্রকৃতি ত্রিগুণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ দ্বারা উত্থান পতন

কার্য নির্বাহ হয়। ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, কেমনে প্রকৃতি ধ্বংস সাধন করে। যখন পারস্য খুব ধন জন সভ্যতায় বলীয়ান তখন গ্রীক সৈনিক জাহাজকে অল্পকূল বায়ু প্রবাহ ও পারস্যকে প্রতিকূল বায়ু প্রবাহস্থিত করতঃ ক্ষুদ্র গ্রীক পারস্যকে পর্যাদস্ত করিয়াছে। যেমন স্পেনিস আরমাডা ইংরেজ হস্তে বিধ্বস্ত হয়, তেমনই গ্রীকগণ তাহাদের অপেক্ষা সভ্য পারসিকের রাজ্য নাশ করেন। যখন গ্রীক সভ্যতা বিজ্ঞা-বুদ্ধিতে উচ্চগ্রামে স্থিত তখন বর্বর রোম হস্তে তাদের পতন ঘটে। রোমানগণ গ্রীক সভ্যতা গ্রহণে সভ্য হয়। যখন রোম প্রবল-প্রতাপাশ্রিত, তখন তাহাদের যুদ্ধ করিবার সুযোগ নাই তাই আফ্রিকার সিংহ ও অসভ্যগণ দ্বারা লড়াই বাধাইয়া দিয়া তামাসা দেখিত। যখন যুদ্ধাদি অভাবে আলস্যগ্রবণ হইয়াছিল তখন বর্বর তেগাল ও গথ-গণ তাহাদের নাম পৃথিবী হইতে অপসারিত করে। যখন কোন জাতি যুদ্ধপরায়ণ হয়, তখন রজোগুণাশ্রিত থাকে, আর যখন শান্তিতে সম্মত হাটায়, নাচ-গানাদিতে রত হয় তখন তমোগুণাশ্রিত হয়। রজোগুণী অর্দ্ধ সভ্য দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সত্বগুণ ধর্ম বুদ্ধির উদ্রেক করে। যেমন গ্রীকগণ রোমানগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ঈশ্বর উপাসনা মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাহা দ্বারা দলিত করেন তাঁদের মধ্যেও পণ্ডিতে কোন ভেদ থাকে না। ঈশ্বর উপাসনা করিতে গেলে অহিংসাব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা অগ্রসর হওয়া যায় না। উপাসনার বিমল আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত হইতে হয়। কমিউনিজম্ অতি হেয় বুদ্ধির উপগ্রহত এজ্ঞত রুবিয়া উহা গ্রহণ করিলেও উহাতে বহু পরিবর্তন সাধনে নোসিয়ালিজমের প্রায় অল্পরূপ করিয়া লইয়াছে।

ভারতীয় আর্য্যসভ্যতায় প্রজাগণের সভা ছিল ইহা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠে আনা যায়। গ্রামসম্পর্কীয় ব্যাপার শ্রমিক-

গণই সালিশে নিষ্পত্তি করিতেন। বেনকে রাজা করিলে বেন শাস্ত্রী
বাক্য উল্লঙ্ঘনে রূপে পরিচালিত হওয়ায় তাহাকে প্রাণে বধ করিয়া
তাহার পুত্র পৃথুকে দলপতি করা হয়। তিনি প্রকৃতির মনোরঞ্জক
হওয়ায় পৃথু রাজা উপাধিতে ভূষিত হন।

৭৪৫ খৃঃ কাল সময়ে মগধ অঙ্গ বঙ্গ বহিরাগত জাতিগণের
পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া গোপালদেবকে রাজপদে বরণ
করেন দেশ যায়। দলপতি না থাকিলে সমাজ আত্মরক্ষায় সমর্থ
হয় না। সমাজবন্ধ যঁরা তাঁরা সমান আচার নিয়মাবলী হইলেও সব
সমান হয় না। যখন বোনাপার্ট ও হিটলার বা ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট দণ্ডায়মান
হন তখন সে দলপতি বা ইচ্ছা তাই করিতে পারেন। কারণ, তখন
সমাজে তত্ত্বাল্য বুদ্ধিমান অল্প কেহ থাকে না। সাম্প্রিক, রাজনৈতিক,
তামসিক গুণভেদে ভেদ চিরকাল আছে—চিরকাল থাকিবে। আজ
বর্ণভেদ উঠাইয়া দিলে কাল প্রকৃতি নূতন প্রকার বর্ণভেদের সৃষ্টি করিবে।
মিশনারী মিলিটারী, মার্চেন্ট ও মেম্বার লেবর বরাবরই থাকিবে।
এবিষয়ে উদয়পুরের রাণাদের ইতিহাস কি উপদেশ দেয়। ভীল ক্ষত্রিয়
হইবে না ভীলই থাকিবে। ভীল সহায়তায় ক্ষত্রিয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত
হইবেন। তাই রাজপদে বসিবার সময় ভীল আপন রক্ত দ্বারা রাজাকে
অলঙ্কৃত করেন, রাজা সানন্দে সেই টীকা রূপে ধারণ করেন। পরস্পর
রক্ত সঞ্চ (যৌন সঞ্চ) না হইলেও পরস্পরের জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত।
শিবাজী মাউলি সেনাও তাহাই সাক্ষ্য দেয়। পরস্পর প্রীতি থাকা এক
কথা, আর আহাতি করা অন্য কথা। জাশ্মান ও ইংরেজ এক টেবিলে
আহার করিলেও ঘেঁষাঘেঁষা দূর হয় না। ইংরেজ গুপ্ত এক হয় না
কিন্তু গুপ্ত ইংরেজের জন্ত প্রাণ দেয়, প্রীতি ব্যবহার জন্ত। ভারতীয়
সমাজে সর্বকার্য সার্বজনীন ব্যাপার। পঞ্চবিভা মিলিয়া

সব কার্য্য হয়, কুমার, নাপিত, মালাকার, গোপ, মালী, কর্ম্মকার
 আদি সকলেরই আপন আপন কর্তব্য বিবাহাদিতে দেখা যায়,
 সকলই পরস্পর প্রীতিবন্ধনে বাস করে। জঁর্বা ঘেঘের স্থান ছিল
 না। পাশ্চাত্য সব সমান বাক্য দ্বারা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।
 ইহার পরিণতি কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা ভগবান্ জানেন।
 সব সমান কথা শুনিতে মিষ্টি, বাস্তবিক মিথ্যাকথা। হাতের পাঁচ
 আঙ্গুল আর দাঁত সব সমান হয় না। সৃষ্টি অর্থই বৈষম্য ইংলণ্ডের
 চার্লস দি ফাষ্ট বা ফরাসীর লুই, রাশিয়ার নিকোলাসের মুণ্ডপাত
 হইয়া সব সমান হয় নাই। ক্রমওয়েল একাদশবর্ষ ইংলণ্ড শাসন
 করতঃ দেহরক্ষা করিলেন। চার্লস্ দি সেকেন্ড রাজা হন, ক্রমওয়েলের
 মৃত দেহের স্বদেশ বিদ্রোহী বলিয়া কাঁসী সাজা হয়। এইরূপ
 ক্রান্তি বিপ্লবারম্ভ হইতে এগার বৎসর পর নেপোলিয়ান্ সম্রাট্ হন।
 ফরাসী প্রজাগণ নেপোলিয়ানকে চায়, সমতা চায় নাই, তাহা নেপোলিয়নের
 এলবা হইতে প্রত্যাবর্তনে প্যারীসে সম্রাট্ হওয়ার ও সেন্টহেলেনা
 হইতে মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পর তাঁহার মৃতদেহ আনয়ন করতঃ
 যথোচিত সম্মানে কবর দেওয়াইতে জানা যায়। সব সমান শ্লোগান
 দেশব্যাপী বুদ্ধের কারণ হয়। Slogans are used by some
 ambitious persons for fulfilling their own ambitions.
 যেমন রোমে ক্রটাস্ও সিজার ব্যাপার Slogan—The republic
 is in danger, Cearsar may take the crown. সিজার
 বধ হইবার এগারবর্ষ পর আগষ্টাস্ সিজার সম্রাট্ হন। সাধারণ
 প্রজা কিছু বুঝে না, যা বুঝাও তাতেই নাচে। রাশিয়ার কমিনিউজম্
 বহুপান্তর লাভ করিয়াছে। হাইওলো দলবর দেখা দিয়াছে। সব
 লিখিবে পড়িবে। Manual Labour করিবে কে? এজন্ম ধারা
 শাসন সংস্কারে রত তাঁদের ঐতিহাসিক পুনঃ পুনঃ ঘটনা চক্র অরণে
 কাজ করা কর্তব্য।

চণ্ডীর উপদেশ

এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ চিৎ ও অচিতের খেলা। এই মানবজীবন এক মহান খেলা। অথচ ইহাতে অচিতের উৎপত্তি বা অচিতের চিতে লয় সম্ভবপর নহে। কেহ কেহ চিৎ-অচিৎস্থলে জীব-অজীব সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। ঋতিতে “জীব এব কেবলঃ পশুঃ” বাক্য দৃষ্ট হয়। তাহার অর্থ জীবত্ব প্রাণীসাধারণে ব্যাপ্ত। প্রাণ বা অণ বার আছে তাহাই প্রাণী বা অম্বর। জীবত্বে বহুত্ব বা দ্বৈত ক্ষুণ্ণ। জীবে দেবত্ব এবং অম্বরত্ব বা পশুত্ব উভয়ই দেখা যায়। সেই পশুত্বের বলিদানে দেবত্বের স্থাপনই ক্লতক্লভ্যতা। দেবতা ও জীব সংজ্ঞাভুক্ত। ঋগ্বেদে আছে “মহদেবানামম্বরত্বমেকম্।” ভোক্তৃত্বই জীবত্ব তাহা দেবতারও আছে। তাঁরা স্বর্গমুখ ভোক্তা। এজত্ব ভগবান্ গীতায় জীবে দৈব ও আম্বর সম্পদ বিভাগ করিয়া “দৈবী সম্পদবিমোক্ষায় নিবন্ধায়াম্বরী মতা” বলিয়াছেন। এই বে জীবত্ব তাহা কীদৃশ ব্যাপার তাহা চণ্ডীতে খুলিয়া দেখান হইয়াছে। চণ্ডীতে তিনটি চরিত্র বর্ণিত। তৃতীয়ে “দ্বিতীয়া কা মমাপরা” বাক্যের সঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, অষ্টশক্তি একেরই বিভূতি উহার। তাঁহাতে লয় হইলে তিনি একাই অদ্বিতীয় থাকেন। যেমন গীতায় “অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্”। দেবী জ্ঞান করিতে বাইতেছিলেন। তখন দেবগণের স্তুতি শ্রবণে তাঁর ব্যক্ত ভাবের যে আবরণ তাহা খসিয়া গেল। স্বরূপের প্রকাশে তেজোময় যে তমাবরণ ছিল তাহা উন্মোচিত হইলে অম্বরত্বেরও নাশ ঘটিল। দেবত্বের স্থাপন হইল। দ্বিতীয় চরিত্রে বিভক্তের একত্ব বা অবিভক্তত্ব স্থাপিত। সর্ব দেব দেহরূপ আবরণে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান যে জ্যোতি একত্র সন্নিবেশিত হইয়া একে পরিণত হইলে অম্বরত্বের নাশে দেবত্ব স্থাপন ঘটিল।

চণ্ডীর উপদেশ

৯৯

বহু বহু বহু দুর্বলের উপজীব্য। একত্রে বল লাভ তৎপর কৃতকৃত্যতা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” দেবী সৰ্বদেব তেজোময়ী। প্রথম চরিত্রে নিদ্রাকালে যেমন স্বপ্নরাজ্য প্রসারিত হয় তাহা প্রাতিভাসিক অলীক বটে, তেমনি প্রভুর নিদ্রাকালে দেব-দৈত্যাদি-যুত রাজ্য প্রকাশিত, নিদ্রা অবসানে স্বপ্নে দৃশ্যবৎ দৈত্যাদি বহু দূরীভূত জীবের দেবত্ব স্থাপিত। এই নিদ্রাই মায়া, তাই জগৎ মায়িক অর্থাৎ বিনা উপাদানে গঠিত যেমন স্বপ্নে দৃশ্য। বতক্ষণ নিদ্রা বা তমর স্থিতি, ততক্ষণ দেব-অমুর যুদ্ধাদি। নিদ্রা অপসারিতে অমুরত্ব বিনষ্ট—দেবত্ব স্থাপিত। তাই ব্রহ্মা নিদ্রাদেবীর অপসারণার্থ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। মায়া নিদ্রা দৃশ্যপ্রপঞ্চের খেলা খেলায়। একে বহুত্বের আরোপ করে। গীতায় ভগবান্ “যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশুতো নুনেঃ” বাক্যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ বিষয়কে নিদ্রা বলিয়াছেন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, এই নিদ্রাত্যাগে উঠ, জাগ, গুরুরূপায় স্বরূপে একত্রে স্থিত হও। “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।” ঔ তৎ সৎ।

এই যে একত্ব তাহাই অদ্বৈত ব্রহ্ম স্বরূপত্ব। বাহা “সদেব সৌম্য একমেবাদ্বিতীয়ম্” মন্ত্রে প্রকাশিত। চণ্ডীতে “নিঠৌব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সৰ্বমিদং ততম্। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রয়তাং মম॥” ১।৫৭॥ এই যে সা শব্দ প্রয়োগ ইহা অভিনব নহে। ঋগ্বেদে গোতম ঋষি ঋক্ মন্ত্রে “অদিতির্জারদিতিরন্তরীক্ষং অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিষ্ণেদেবা অদितिঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতম্ অদিতির্জনিস্বম্॥” ইহাতে অথও সচ্চিদানন্দের জন্ত জী, পুং নপুংসক তিন লিঙ্গই ব্যবহার দেখা যায়। অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, “নৈব জ্ঞানপুমানেষ ন চৈবাং নপুংসকঃ। যদ্ যৎ শরীরমাদন্তে তেন তেন স যুজ্যতে।” এবং পূর্বে ধৃত “দ্বিতীয়া কা মমাপরা” বাক্য

দেবীকে ব্রহ্মরূপে দেখিরাছে। কিন্তু অশ্রু নিদ্রায় “ভগবতীং দেবীং” বলিয়া বোগনিদ্রা বা মহামারা বলা হইয়াছে। অশ্রু দেখিতে পাওয়া যায়, “সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে! সনাতনি! গুণাশ্রয়ে গুণাময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥” এখানে হিরণ্যগর্ভরূপেই দেখিতে পাইতেছি। তমঃ আবৃত্তে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে “তমঃ আসীৎ তমসাগুটমগ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভূপিহিতং বদানীৎ তপসন্তু অহিনা জায়তৈকম্ ॥” ইহাই সুপ্রসিদ্ধ “পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং” মন্ত্রেও বলা হইয়াছে। গীতার “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মথতে ॥” বাক্যে যেমন প্রকৃতির কর্ত্ত্ব উক্ত, তেমন চণ্ডীতে “দ্বয়া বিমুজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্” বাক্যে মহামায়াই সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীর সৃষ্টিতত্ত্ব ও গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম মায়াযোগে ক্রিয়াশীলবৎ প্রতীয়মান হন। যেমন “চাঁদের নাচুনি দেখলো সজ্জনি বিমল জলের তলে।” পূর্ব্ববৃত্ত ১।৫৭ মন্ত্রে নিত্যার উৎপত্তি বলিতে গিয়া ঋষি “তথাপি” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার তাৎপৰ্য্য এই নিত্যের উৎপত্তি সম্ভবে না তথাপি “অবিজ্ঞমানোহপি অবভাসতে” ছায়ে তাঁহার উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে। যদি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি বায়ুস্ফোপের খেলার ছায় অবিজ্ঞমানের অবভাস হয়, তবে জগৎ সম্বন্ধে কিম্ব বক্তব্যম্। গীতার আছে—“প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মনারয়া।” এই যে মায়া অবলম্বনে সৃষ্টি তাহার আভাস ভাগবত পুরাণে বাহা পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—ভগবান্ যোগ-মায়ার ঐশ্বর্য্য অবলম্বনে রাসলীলা করেন। হাজার হাজার গোপী (পূর্ব্ব রাম অবতারের প্রতিজ্ঞা অনুসারে) তাঁহার আলিঙ্গনপ্রার্থী হইলে লোক সংগ্রহাধী তিনি আলিঙ্গনপ্রার্থী প্রত্যেক গোপীর স্থানে মায়াগোপী

রাখিয়া যমুনাগুলিনে যুগপৎ সকলের অভিলାষ পূরণ জন্ত বত গোপী তত সংখ্যক কৃষ্ণ সৃজন করিলেন। রাসরজনী শেষে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে হাজার হাজার কৃষ্ণ হাজার হাজার গোপী কোথায় উধাও হইল ইহা যেমন স্বপ্নদৃশ্য অর্থাৎ তাহার কোন অবশেষ রহিল না। উক্ত কৃষ্ণ-লীলায় ভগবান্ গোচারণে গেলে একদিন ব্রহ্ম, গোপবালক ও গো সকল অপহরণ করেন এবং এক বর্ষকাল পরে ঐ গোপবালক ও গো সকল প্রতর্পিত হইয়াছিল। এই কালের জন্ত ভগবান্ গো সকল ও রাখাল বালকগণ সৃজন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের লোকে এই মায়াশৃষ্ট গোপ বালক গো সকলকে আপনাদিগের পুরাতন গোপ বালক ও গো বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রহ্মা গোপবালককে প্রত্যাবর্তন করিলে মায়াশৃষ্ট গোপবালক ও গো সকল কোথায় উধাও হইয়াছিল তাহার কোন চিহ্নও থাকে নাই। বিনা উপাদানে যে শৃষ্টি তাহা এইরূপই হইয়া থাকে। তাহা বাইবেলেও স্বীকৃত। তথায় বলা হইয়াছে—and things are not what they seem. অর্থাৎ বায়স্কোপের দৃশ্যবৎ এই জাগ্রতের দৃশ্যপ্রপঞ্চ বটে। মায়া বা তমঃ আবরণে আবৃত থাকায় অন্ধকারে বসিয়া বায়স্কোপের খেলা দেখার ছার ঘটিয়া থাকে। বায়স্কোপের গৃহে আলোক জলিলে যেমন কোন দৃশ্য থাকে না তেমনি জ্ঞানের আলোক জলিলে দৃশ্য প্রপঞ্চ থাকে না। তিনি একাই থাকেন ইহাই একত্ব বা কৈবল্য ইহার কিয়ৎ পরিমাণে ধারণা সুসুপ্তি অবস্থা হইতে পাওয়া বাইতে পারে। সুসুপ্তিকালে মনঃবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে লীন হইলে জাগতিক প্রপঞ্চ ভাসে না, তাঁর স্মৃতিও জাগে না, তখন অহংনামা ব্যক্তি কেবল একলাই থাকেন এবং বড় সুখ অনুভব করেন। ইহা “ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং” বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাতেই মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা।

জগৎ

নৈনন্দন প্রত্যভিজ্ঞা হইতে আমরা জানিতে পারি, বখন বখন মনের স্পন্দন নাই তখন তখন জগৎ ভাসে না অর্থাৎ তাহার পক্ষে তৎকালে জগৎ থাকে না। সেই ব্যক্তির পুনরায় বখন মনের স্পন্দন হয় তখন জগৎ ভাসে। মনের স্পন্দনের জন্ত যে জগৎ ভাসে তাহার এক ভাগকে স্বপ্ন, অত্র ভাগকে জাগ্রত বলে; সুতরাং মন স্পন্দনজনিত জগৎ বিভিন্ন প্রকার হইতেছে। অথবা উভয় প্রকার স্পন্দন অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় লইয়াই জগৎ। তমাদি গুণভেদে প্রত্যেক ব্যক্তির জগৎ ভাব স্বতন্ত্র দেখা যায়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোন ক্ষুদ্রতম অংশ কণা লইয়া তাহাদের জগৎ হইয়া থাকে। একটা গুহা বা বুপরী এবং তাহাতে কিছু সামান্য গৃহ-সামগ্রী লইয়াই কাহারও জগৎ হইয়া থাকে, তদরিক্ত কিছু তাহারা জানে না, বা জানিবার ইচ্ছা রাখে না। স্বপ্নের জগৎ প্রতিভাসিক ইহা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি দেখা যায় না। জাগ্রতের জগৎ প্রতিভাসিক বলিতে গেলে অনেকেরই চিত্ত চমকাইয়া যায়। বলে কি? যদি চ স্বপ্নকালে জাগ্রতের জগৎ থাকে না, জাগ্রতকালে স্বপ্নজগৎও থাকে না। ক্ষুণ্ণবৃত্তিতে তৃপ্তি, স্ত্রী-আদি উপভোগে স্নখ ও সর্পাদি দৃষ্টে ভয় উভয়কালেই তুল্যা তুল্য। তত্র চ উভয়ে ভেদ না করিলে “বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়।” তাই সাহসিকেরা দীর্ঘ স্বপ্ন জাগ্রতকে ব্যবহারিক সত্তা আখ্যা দিয়া একটা অসত্যোচ্ছন্ন সত্যবৎ বস্তু দাঁড় করাইয়া থাকেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে অষ্টম অধ্যায়ে ৮।৩।২ মন্ত্রে “অনৃতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ” বাক্যে

শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। জাগ্রতেই লোকে বারোঙ্কোপের খেলা দেখিয়া থাকে, সেই বারোঙ্কোপের হলে কিছু না থাকিলেও তাহা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। তেমনই জাগ্রতের খেলা দেখিয়া তৃপ্তি-লাভে পরিচেষ্টাশীল হইয়া থাকে। এই মন স্পন্দন ব্যাপার দেখিবার জন্ত মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণসহ প্রেরণা দিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ গ্রাহ্য বতকিছু দৃশ্যের গ্রাহক হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই মন ইন্দ্রিয়গণ ইহারা কাহার? ইহাদের সামর্থ্য কি? কোথা হইতে আসে? গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন “মহাহূতাভহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ইচ্ছা বেদঃ স্মৃথং দৃংথং সংঘাতশ্চেতনাবৃত্তিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার-মুদাহতম্ ॥” ইহাতে মন ইন্দ্রিয়াদি ক্ষেত্রের সম্পত্তি পাইতেছি এবং ঐ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন “ইদং শরীরং কৌন্তের! ক্ষেত্রমিত্যাভি-ধীয়তে। এতদ্ বো বেত্তি তং গ্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥” অচেতনধর্ম্ম দেহ ক্ষেত্র তাহাতে মন ইন্দ্রিয়াদি অচেতনই হইবে, এই অচেতন ক্ষেত্রের দ্রষ্টা জ্ঞাতা দৃশ্য ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র হইবে। কারণ, সর্বত্রই দেখা যায় দৃশ্য হইতে দ্রষ্টা স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। দেহ দৃশ্য মন দৃশ্য তাহার দ্রষ্টা জ্ঞাতা স্বতন্ত্রই হইবে। উক্ত অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন “ক্ষেত্রজ্ঞাংপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত!” সর্বক্ষেত্রে সর্বদেহে দ্রষ্টা জ্ঞাতা ভগবান্ স্বয়ং। আমরা জানি, আমি নামক ব্যক্তি দ্রষ্টা জ্ঞাতা হইয়া থাকে। তবে কি আমি নামক ব্যক্তি ভগবান্‌রূপে দ্রষ্টা জ্ঞাতা? পুনঃ পুনঃ দ্রষ্টা জ্ঞাতা বলা কেন? ইন্দ্রিয় ঘট দেখে পশ্চাৎ ইহা ঘট এই জ্ঞান হয়, দ্রষ্টারই এই জ্ঞান হয় অর্থাৎ দ্রষ্টাই জ্ঞাতা। যিনি এই মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দেখিয়া জ্ঞাতা হন সেই আমি নামক ব্যক্তি দেহ হইতে, ইন্দ্রিয় হইতে,

মন হইতে পৃথক্, এই যে ক্ষেত্র শব্দ দেহ বাচক তাহা ক্ষুদ্র জীবাণু বা পিপীলিকার দেহ হইতে বিরাট দেহ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। এই দেহসম্বন্ধে ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে “মারাত্মন বভিত্ত্বৈঃ সবিকারময়ো বিরাট্” এই যে বিরাট শব্দটী ইহা গীতাতেও আছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে “পশ্চামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষ-সত্ত্বান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাগনস্থম্ স্ববীংশ্চ সর্বাভূরগাংশ্চ দিব্যান্॥” এই দেহ মারাদি নবতত্ত্ব দ্বারা নির্মিত বিকারশীল। সর্ব দেহে ভগবানই দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্জ; সুতরাং আমি নামক দ্রষ্টা ও ভগবানে পার্থক্য থাকিতেছে না। গীতার ৭ম অধ্যায়ে ভগবান্ অপরা ও পরা প্রকৃতি বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীযং যে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা॥” ইহারাই ভাগবতের উক্ত মারাদি নবতত্ত্ব। এবং “জীবভূতাং মহাবাহো! বরৈদং ধার্য্যতে জগৎ।” ইহা পরা প্রকৃতি। এই যে জীব ইনিই অস্তরে জগৎ ধারণ করেন। জগতের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। যখন জীবভাব নাই, তখন জগৎভাবও নাই। ইতিপূর্বে মন স্পন্দনের দ্রষ্টা ও মন স্পন্দনে জগৎ বলা হইয়াছে। এই মন স্পন্দনের জগৎ ও জীব যে জগৎ ধারণ করেন ইহা একই জগৎ। এই যে দ্রষ্টা জ্ঞাতা ভাব ইহা ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা। গীতার ৭ম অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে পাওয়া যায়—“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপরং মন্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ” এবং ২য় অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে “অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত! অব্যক্তনিধনাশ্চৈব তত্র কা পরিবেদনা॥” ইহা হইতে জানা যায় বাহ্য পূর্বেও থাকে না পরেও থাকে না মধ্যে দেখা যায় তাহাই ব্যক্তমধ্য অবস্থা। যেমন বায়োস্ফোপের হলে পূর্বেও কিছু দেখা যায় না, পরে কিছু দেখা যায় না মধ্যে অন্ধকারে বসিয়া কিছু দেখা যায়।

ইহাই ব্যক্ত-মধ্য অবস্থার দৃষ্টান্ত। এই জন্ত ভাগবতে উহাকে ভাবান্তরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন “অবিজ্ঞমানোহপি অবভাসতে।” যেমন অন্ধকারে রজ্জু সর্প অবিজ্ঞমানোহপি অবভাসতে না থাকিলেও দেখা যায়, মনস্পন্দনের জগৎও ব্যক্তমধ্য অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রত বাহাকে ব্যবহারিক সত্ত্ব বলিয়া আপেক্ষিক সত্ত্ব বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা ব্যতীত অত্ৰ কিছুই নয়। তন্মাবরণে বা অবিজ্ঞা আবরণে আবৃত হইয়া বারোম্বোপের খেলার ছায় এই জাগতিক দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ হেন ব্যবহারিক সত্ত্ব বা সমাজসংসারে যতক্ষণ স্থিতি তাহা নিরমিত করিবার জন্ত সর্বদেবে শাস্ত্রের অবতারণা দেখা যায়। বদ্বিচ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্তা বিরাট পুরুষ আপন সৃষ্টি আপনি ভক্ষণ করিয়া বসিয়া থাকেন। যেমন গীতার ১১ অধ্যায়ে ভক্ষণের ব্যবস্থা দেখা যায়। এই জন্ত শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, এক জালবান্ মারাজাল বিস্তার করিয়া জগৎ দেখার আবার জাল গুটাইয়া চূপচাপ বসিয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর ৩। ১—“ব একো জালবানী শত ঈশনীভিঃ সর্বলোকানীশত ঈশনীভিঃ। ব ঐবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ ব এতদ্বিভূরমৃতান্তে ভবন্তি ॥ একো হি ব্রহ্মঃ ন দ্বিতীয়ান্ন তসুঃ।” এই কথাটি ঋগ্বেদে সংক্ষেপে (৬। ৪৭। ১৮) মন্ত্রে “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুষপ ঈরতে” বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতরাং বেদশাস্ত্র এ জগৎকে মায়িক প্রাতিভাসিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে স্বদেহ নামক পদার্থটী ইহা বিরাট ব্যাপার। ইহাতে লক্ষ লক্ষ পটোপ্লেজস্ আপন আপন সেলে আপন আপন মন বুদ্ধি দেহ লইয়া বাস করে। ইহাতে বহু ব্যাসিলি বলপূর্বক কোন কোন অংশ জ্বরদখল করিয়া লইয়া বাস করে, তাহাদেরও মন বুদ্ধি দেহ স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়। পেটের ভিতর বহু ছোট বড় কৃমি বাস করে,

তাহাদেরও মন বুদ্ধি দেহ স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়। পঞ্চাশি বিজ্ঞানসূত্রে এ দেহে যে সমস্ত ত্রীহিবাদি শস্ত্র গৃহীত হয় তৎসহ বহু আত্মা বোঝিৎ অগ্নি লাভের আকাঙ্ক্ষায় বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মন বুদ্ধি দেহ স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়। তবে এই স্বনামক ব্যক্তির মন বুদ্ধি দেহ কোথায় প্রস্থান করে। ঐ সকল Bacilli Potoplasm প্রভৃতির দেহ এ দেহ হইতে ভিন্ন হইবে। কারণ, ঘট দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। স্বনামক ব্যক্তির দেহের কতখানি অংশ দখল করিয়া বাস করেন। তাহার মন বুদ্ধি কোথায় থাকে, তাহা কি ঐ সকল জীবাণুদের মন বুদ্ধির সমষ্টি? স্ব নামক ব্যক্তি যদি দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ হন, তবে মন বুদ্ধি দেহ ক্ষেত্রের সম্পত্তি হওয়ার মন বুদ্ধির ব্যবহার করিতে গিয়া স্ব নামক ব্যক্তিকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে। যে মনের চাঞ্চল্যে স্ব নামক ব্যক্তির জগৎ ভাসে, তাহা স্বতন্ত্র হওয়ার প্রত্যেকের জগৎ স্বতন্ত্র হইবে। জগৎ প্রত্যেকেরই যে স্বতন্ত্র তাহা মানিতে হয়। কাহারও মন স্পন্দনে এক সূর্য্য এক চন্দ্র দর্শন করে। কাহারও মন স্পন্দনে এলডিবার্ণি, আর্কাটুরাস্, বিটল্গজ্, ক্যাপেলা, সাইরাস্ প্রভৃতি বহু সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন এবং এই সূর্য্য সকল আমাদের দৃষ্টমান সূর্য্য হইতে শত শত গুণ বৃহৎ বলিয়া বিজ্ঞান জ্ঞাপন করিতেছেন। কেহ বা বৃহস্পতি শনৈশ্চর প্রভৃতির চন্দ্র লইয়া অষ্টচন্দ্র দর্শন করেন। কেহ বা ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চন্দ্র অনন্ত সূর্য্য দর্শন করেন; সুতরাং সকলের মন স্পন্দনে একই রূপ সূর্য্য ভাসে না। যত মন তত রূপ ভাসিয়া থাকে। এই জন্ত বলিতে হয় বার বার মনের স্পন্দন অনুসারে তার তার জগৎ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। কাহারও জগৎ একলোটা বাটিতে পর্য্যবসিত, কাহারও জগৎ মাতাপিতা ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয়স্বজন লইয়া হইয়া থাকে, কাহারও জগৎ স্বদেশ লইয়া হইয়া থাকে, কাহারও জগৎ

স্বরাজ ও সাম্রাজ্য

১০৭

এই বিরাট দেহ লইয়া ত্রিভুবনব্যাপী হইয়া থাকে। তবে আনন্দতা, বিনাশ, গমনশীলতা সকলের জগতেরই সমান। অনেকেই মনে করে, আনন্দস্বরূপ পুরুষ এই দুঃখময় জগৎ সৃজন করেন কেন? শাস্ত্রে বলে, গ্রাস করিবার জন্ত সৃষ্ট। এজন্ত গীতার বলে “গ্রসিষু প্রভবিষু চ।” গীতার ১১ অধ্যায়ে গ্রাস করা ব্যাপারটী বেশ সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে। বতকণ গ্রাস না হয় ততক্ষণই এই জগৎ ভাসে। সৃষ্টির আদিতেও নাই অস্তেও নাই। এইজন্ত ইহাকে ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা বলা যায়। ঋতি বলেন, “ন বৈ দেবা অশ্ৰুন্তি ন পিবন্তি এতদেব অমৃতং দৃষ্টা তৃপ্যন্তি।” দেবতারা ই খায় না, পিয়ে না। আর সেই দেবাদিদেব মহাদেব সে খাওয়ার জন্ত সৃষ্টি করেন। ঋগ্বেদ “ইন্দ্রো মারাজিঃ পুরুষো জীৱতে” অর্থাৎ জগৎ মারার খেলা। ষেতাত্ত্বের উপনিষদে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। “য একো জালবানী শত ঈশনীভিঃ” এই মন্ত্র পূর্বেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্বরাজ ও সাম্রাজ্য

স্বরাজ্যাধিপতিকে স্বরাট বলে এবং সাম্রাজ্যাধিপতিকে সম্রাট বলে। স্বরাট ও সম্রাটে রাট শব্দ সাধারণ বটে। স্ব ও সম্ পূর্ব ভাগে বা ব্যতিক্রম, স্ব শব্দ স্বন্-শব্দে ও প্রত্যয়ে নিপ্পন্ন—নিজ বা জাতি বুঝায়। স্বন্ শব্দে জাতিকুটুম্ব আত্মীয়স্বজনের কোলাহল শব্দে যার গৃহ মুখরিত, তিনিই স্বনামধন্য পুরুষ। আর স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু প্রবাহিত হয়। বায়ুই জগৎপ্রাণ। সোহং হংসঃ শব্দে দেহে দেহে প্রবাহিত। সেই প্রাণ বতকণ দেহে থাকে, দেহ ইন্দ্রিয়াদির কোলাহল শব্দায়মান হয়, দেহে

স্ব-এর স্থিতি জ্ঞাপক। তিনি চির স্থিত নিত্য, তিনি স্বনাশের জন্ত
 গীতার ৮।৩ “স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।” আত্মার দেহ অধিকারই স্ব এর
 ভাব, স্বদেহাধিকারী। কেহ স্ব+অ, স্ব বলেন, যার অস্তিত্ব সৃষ্ট প্রকারে-
 স্থিত। সম্ উপসর্গ সম্পূর্ণ অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় প্রদেশ ও দেশে সম্পূর্ণ
 যার রাট্ তিনি সম্রাট্। ছাউ ৭। ২৫।২ “স বা এব এবং পশুন্ এবং
 মহান এবং বিজ্ঞানন্ আত্মরতিরাত্মকীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্
 ভবতি। তস্ম সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতি, অথ বেহত্থথাহতো
 বিদুঃ অত্র রাজানঃ তে ক্ষব্যলোকা ভবন্তি। তেবাং সর্কেষু লোকেষু
 অকামচারো ভবতি।” অমরকোবে—“যেনেষ্ঠং রাজহরেন
 মণ্ডলশ্রেণ্বরশ্চ বঃ। শান্তিঃ বশচাজ্জয়া রাজ্জঃ স সম্রাট্ ইতি কথ্যতে॥
 স্বং শ্রাৎ পুংসি আত্মনি জ্ঞাতৌ ত্রিষাঙ্গীরেহস্ত্রিয়াং ধনে॥” স্ব অর্থ
 আপনার। স্বরাজ অর্থ আপনার রাজ্য। স্বরাজ্য সাম্রাজ্য হইতে
 পারে, সাম্রাজ্য স্বরাজ্য নাও হইতে পারে। যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য
 ব্রিটনের স্বরাজ্য বটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও উহা
 ভারতীয়ের স্বরাজ্য নহে। মার্কিন সাম্রাজ্য মার্কিনবাসীদের স্বরাজ্য
 ও সাম্রাজ্য বটে। ফিলিপিনিয়ানের জন্ত উহা সাম্রাজ্য হইলেও
 স্বরাজ্য নহে। স্বরাজ্যের প্রত্যেক প্রজা জানিবে আমাদের শাসন-
 তন্ত্র। সেই শাসনতন্ত্রের প্রতি তার এমনি মমত্ববুদ্ধি যে, সেই
 শাসনতন্ত্রের জন্ত নিজের ধনপ্রাণ দিতে অকুণ্ঠিত চিত্ত। সাম্রাজ্যবাদ
 অস্ত্রের উপর প্রভুত্ব করিবার যে বুদ্ধি রজোপ্তনের প্রেরণায় লোকচিত্ত
 উন্মাদ করে, তাহারই বৃহত্তর বিকাশ মাত্র। স্বরাজ্য হইলেও তাহাতে
 মতভেদ অনিবার্য। সকলের বুদ্ধি সমান নহে। কেহ সাম্প্রিক
 ভাবান্বিত, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক প্রকৃতি নিয়া সংসারে
 উপস্থিত। গুণভেদে বুদ্ধিভেদ ঘটায় মতভেদ ঘটনা থাকে, একজনের

সরাজ ও সাম্রাজ্য

১০৯

দৃষ্টিতে বাহা ভাল, অস্ত্রের দৃষ্টিতে তাহা মন্দ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যেমন কেহ হিংসাপরায়ণ, অস্ত্রে অহিংসা ব্রতী হইয়া থাকেন, কাহারও স্ব কথ্যটি স্বদেহে পর্য্যবসিত। নিজ দেহ লইয়াই তিনি বিব্রত। স্বদেহরক্ষার্থ পরিতোষার্থ অনেক কিছু কুকার্য্যে রত হইয়া থাকেন। যারা স্বরাজরক্ষার্থ ব্রতী, তাঁহাদের স্বদেশের অর্থাদি বুদ্ধি জ্ঞান তাঁরা পরজাতির পীড়নে পরদেশ লুণ্ঠনে কোন দোষ দেখেন না, বরং গৌরবান্বিত হন, ইহা প্রকৃতির প্রেরণা। প্রকৃতি যে বৈষম্যের উৎপাদিকা তাহার নাম সৃষ্টি। একটি নিটোল গোলাকার সর্ষপ। তাহাকে ক্ষেত্রে বপন করিলে তাহাতে নানা বৈষম্য উৎপন্ন হয়। প্রথম নিম্নগ মূল ও উর্দ্ধগ শুঙ্গ। একটি রস আকর্ষণ করে, অল্প তেজ জল বায়ু ইহাতে আপনার বুদ্ধিকারক পদার্থ টানিয়া লয়। পশ্চাৎ শুঙ্গ ইহাতে কাণ্ড ডাল পাতা ফুল ফল উৎপন্ন হয়, অথচ প্রত্যেকের আকারে স্বাদে বিভিন্নতা বর্তমান। একটি আম তার উপরের চোচ কবায় রস বিশিষ্ট, মধ্যে আত্মাংশ মিষ্ট, বীজ তিক্ত। আম্রের স্বাদ ও আত্মপল্লবের স্বাদ এক নহে। এইরূপ সর্বত্র বৈষম্য উপাদানকে সৃষ্টি বলে। বৈষম্যের সৃষ্টি হওয়ার বৈষম্য দূর করার চেষ্টা প্রকৃতিবিরোধী ব্যাপার। ইহা সিংহ, ইহা ব্যাঘ্র, ইহা গো, ইহা অশ্ব, ইহা কীট, ইহা পতঙ্গ ইত্যাদি নানা বিভেদ আছে ও থাকিবে। তেমনি মানুষে মানুষেও ভেদ আছে। এ নিগ্ৰো, এ আৰ্য্য, এ মঙ্গোল, এ কাক্রি ইত্যাদি ভেদ আছে ও থাকিবে। দেশকালপাত্রভেদে প্রকৃতি ভেদ উৎপন্ন করে। শ্বেত চর্ম্ম ও কৃষ্ণ স্বকে ভেদ বর্তমান যুগের এক সমস্তা। এই সমতার দিনেও অতি প্রবল। বর্তমানে সব সমান এক ধূয়া অনেকের মুখেই শুনা যায়। তাঁহাদের কেহ কমিউনিষ্ট, কেহ সোসিয়ালিষ্ট, কেহ

ডিমোক্রোট ইত্যাদি। এক দলে মনে করেন, আমরা বুদ্ধিমান, জাতির ভালমন্দ আমরা বুঝি, জনসাধারণ অল্প তাহাদিগকে পথে আনিতে হইবে। পথে আনিতে না পারিলে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা দোষাবহ নহে। এই দল অজ্ঞের অর্থের সং অসং ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। হিটলার মনে করিতেন, নাৎসীর দল প্রকৃত জাতির উপকারক। অল্প দল সব নষ্ট করিয়া জর্মানীকে জগতে শ্রেষ্ঠ করিতে হইবে। জর্মন স্বরাজ সাম্রাজ্যপতি হইবার যোগ্য। স্টেলিন মনে করেন, ট্রটস্কির উপদেশ কাগজে কলমে বতাই বিজ্ঞতার পরিচয় দিউক না কেন, রুস জাতির মঙ্গল তাতে নয়। এজন্য তাদের উচ্ছেদে জাতির উন্নতির পথ করা হইয়াছে। রুস জাতি সকলকে দুঃখদৈন্ত হইতে রক্ষার্থ জাত। তাঁরা ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির রক্ষক হইতে বাধ্য। মুসোলিনি বলিতেছিলেন, রোমরাজ্য জগতের সভ্যতা বিধানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং বর্তমান ইটালিও সেইস্থান পূরণ করিবে। তাঁর ইটালি স্বরাজ্যকে তিনি সাম্রাজ্যে উন্নতি করেন। রুজভেন্ট মনে করেন, আমেরিকা জগতে শান্তি স্থাপন করিবার একমাত্র যোগ্য রাজ্য। পৃথিবী সহ সম্পর্ক রহিত হইয়া চূপ করিয়া থাকা কোন কস্ম নহে। পৃথিবীকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিবার জন্য আমেরিকার দিকে সবাই তাকাইয়া আছে।' সেই অনুসারে তিনি দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল প্রেসিডেন্ট পদে স্থিত ছিলেন। চার্কিল মনে করেন, তাঁর ইংলণ্ডের জগদীশ্বর জল স্থল শাসনে, জগতে সভ্যতা বিস্তার করণে ইংলণ্ডেরই অধিকার এবং তদ্বারাই সম্ভবে। এটলি মনে করেন, পৃথিবীতে কাহাকে পীড়ন করিয়া সভ্য হওয়া যায় না। সকলের সহ সখ্যতাপূর্বক চলাই বিহিত। ইত্যাদি নানা মূনির নানা মত। স্বরাজ্য ও সাম্রাজ্য সকলেরই ইষ্ট। লোকে বলে হিটলার অটোক্রোট, স্টেলিন কমিউনিষ্ট, মুসোলিনি ফ্যাসিষ্ট, রুজভেন্ট ডিমোক্রোট, চার্কিল মনार्কিষ্ট ও এটলি সোসিয়ালিষ্ট।

ভারতের স্বাধিগণ বাহিরের এই স্বরাজ হেয় বলিয়াছেন এবং অন্তর্জগতে স্বরাজ্যলাভ প্রেরণঃ বলিয়াছেন। অন্তর্জগতে স্বরাজ্য স্থাপন করিতে কি করা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে বহু গবেষণাও করিয়াছেন। তাঁরা শুদ্ধচিত্তে বিচারদ্বারা জানিয়াছিলেন বহির্জগৎ স্বপ্নসদৃশ প্রাতিভাসিকমাত্র। মন স্পন্দন উহার কারণ। হৃদয়ে মনের স্থান তথায় স্পন্দিত মনের স্পন্দন তারতম্যে এক অবস্থা স্বপ্ন, অল্প অবস্থা জাগ্রত বলিয়া অভিহিত। যেমন একই কার্বন স্পন্দনাদি ভেদে কয়লা বা হীরক বলা হয়, এও তেমনি একই মনের স্পন্দনজাত স্বপ্ন দৃশ্য ও জাগ্রত দৃশ্য উভয়ই বটে। যখন মন স্পন্দনহীন, তখন জগৎ ভাসে না, যেমন ডাক্তার ক্লোরোফর্ম করিলে, মূর্ছাকালে, স্নায়ুশূন্যকালে বা সমাহিত অবস্থায়। প্রাতিভাসিক জাগতিক পদার্থের প্রতি চিত্ত স্থাপন ব্যর্থ সময় নষ্ট। পার্থিব সম্পদ ত্যাগে পারমাণ্বিক সম্পদে চিত্ত নিবিষ্ট কর। আত্মা নিত্য সত্য তাহার ধ্যান, চিন্তন করতঃ আত্মাতে স্বতে লয় করিয়া দাও। ইহাই স্বরাজ্যলাভ। “আত্মা প্রেরণঃ পুত্রাং প্রেরো বিত্তাং প্রেরোহুত্মাং সর্বস্বাং।” দেখা যায়, রাক্ষিতে ছনের গৃহের উপরিভাগে আশুন লাগিয়াছে। গৃহপতি নিদ্রিত ছিল, তার পত্নী ও এক ছোট পুত্রও নিদ্রিত ছিল। জাগিয়া দেখিল জলন্ত চালা তার শিরে পতিত হইবার উপক্রম, সে পত্নীকে চীৎকার করতঃ উঠ বলিয়া স্বদেহ বাঁচাইবার জন্ত লক্ষ প্রদানে বাহিরে আসিল। প্রতিবেশিগণ অগ্নি নিবাইতে আসিয়া নিজে বাহিরে শিশুপুত্র কোথার জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল প্রাণে বাঁচি ত পুনঃ বিবাহ করিব পুত্র হইবে, পুত্র কোলে করা বাইবে, প্রাণ গেছিল আর কি? তাই প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য স্বপ্রাণ পুত্রপত্নীধনাদি হইতে প্রের। তাই পুত্রাদি ত্যাগে প্রাণকে বাঁচাইতে ব্যস্ত। বুদ্ধাবস্থা আসিলে তার অর্দ্ধাঙ্গ বিকল হইলে, তার এক বন্ধু একদিন জিজ্ঞাসা করিল কেমন আছেন? সে বলিল

এখন প্রাণটা গেলে আমি বাঁচি। ইহাতে বুঝা যায়, দেহে যে আমি নামা ব্যক্তি বাস করেন তিনি প্রাণ ইহাতেও পিয়ারা। প্রাণ গেলে আমিটা বাঁচে। এই জন্ত এই আমি নামা ব্যক্তি বা স্ব “প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিভাৎ প্রেয়ো অগ্ন্যাত্ সৰ্ব্বাত্মাৎ” বটে। অর্থাৎ প্রিয়তম। এই প্রিয়তমকে জান চিন। সে কে কোথা ইহতে আসে কোথায় যাইবে। ইহাকে জানিলে চিনিলে স্বকে পাইলে স্বরাজ্যলাভ ঘটে। বিশ্বসাম্রাজ্য আপনার ইহঁয়া যায়। “মাতা চ পার্শ্বভী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥” বিশ্বভুবনকে স্বকীয় করা মানবজীবনের কৃতকৃত্যতা। “সর্বভূতস্থনাত্মানং সর্বভূতানি চাঙ্গানি। সংপশ্বন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নাশ্চেন হেতুনা ॥”

ঈশা উপনিষদ্

ঈশাবাস্ত্ব শব্দে কেহ কেহ বলেন, ঈশা আবাস্ত্ব এই দুই পদ বিশিষ্ট। ঈশার আবাসস্থান ইদং সর্বম্। স্তূতরাং, গৃহে গৃহীর অবস্থানবৎ। গৃহী গৃহ হইতে ক্ষুদ্র আয়তন হয়। মাকড়সার স্বরচিত জালের অংশ বিশেষে বাসের স্থান। ঈশ ইদং বা বৈকুণ্ঠস্থানে বাস করার জন্ত পরিচ্ছিন্ন হইতেছেন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা চঞ্চল ও বিনাশী হইতে দেখা যায়। অতএব ঈশ চঞ্চল ও বিনাশী হইতেছেন। যখন বিনাশী ঈশ তখন জগত্যাং জগতে বাস করেন। বলা নিম্প্রয়োজন। কারণ, উভয়ই যখন এক জাতীয় হইতেছে। এই বিশ্বজগতে বহু পরিচ্ছিন্ন জীব বাস করে, তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন ঈশাও বাস করিতে বাধা নাই। জগৎ কিছু কারও নিজস্ব নয়, তবে তেন ত্যক্তেন শব্দে তাঁর প্রদত্ত ধন ভোগ কর কথারও অর্থ থাকে না। ঈশকে জগতের ধন কে দিল? ইহা কি তার পৈতৃক বা মাতুলসম্পত্তি? না স্বকৃত স্রোপার্জিত? কবে কিভাবে তাহা অর্জিত হইয়াছে তাহাও বলিতে হইবে। অস্ত্রের ধনে আকাজক্ষা করিও না বলায় ঈশ্বরের স্থায় অস্ত্রেরও ধন আছে বা থাকে জানা যায়। ঈশা ব্যতীত অস্ত্র যারা ধনী তাদের ধন ঈশের জগৎ দখলের পূর্ববর্তী বা পরভাবী। ঈশা অন্তর্যামী সর্বস্বদ্বয়ে বাস করেন এবং জড়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করেন। এজন্ত হৃদীকেশ বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধির পরিচালয়িতা ভর্গের কথা গায়ত্রীমন্ত্রে দৃষ্ট হয়। মনাদির পরিচালন করে কে? ইহা কেন

উপনিষদের প্রশ্নে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ৩৩৭১৯ আছে যত প্রাণীর
 যত ইন্দ্রিয় তাহা ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়। একই সময়ে সর্বদেহে থাকিয়া
 ইন্দ্র সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনাদি কার্য করিয়া থাকেন। ঈশ সর্বব্যাপী।
 কারণ, সর্বদেহ বলিতে বিরাট দেহস্থও বটে। দেহ যখন থাকে
 না তখন তার অবস্থা কি হয়? দেহের আদি ও অন্তে দেহস্থ
 নন, দেহস্থ ভাব তবে কি তাঁর ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা? এ সম্বন্ধে
 কেহ বলেন, “আদ্যন্তে যদাস্তি বর্তমানেহপি তত্তথা।” তবে
 কি ঈশ অন্তবান? গীতার “ব্যক্তমধ্যানি ভারত” কথাটি আছে।
 ব্যক্ত-মধ্য অর্থ পূর্ব ও পরে না থাকা। অব্যক্তে তাঁর স্বরূপ,
 ব্যক্ত সোপাধিক। ঈশ যদি ব্যক্ত-মধ্য হন, তবে অথ প্রাণী কি
 ব্যক্ত-মধ্য নহেন? অন্তর্ধামী ভাবও ব্যক্ত-মধ্য বা তাৎকালিক
 ব্যক্ত-মধ্য ভাব মাত্র। অর্থাৎ মনাদি কোষ থাকা কালে অন্তর্ধামী
 ভাব। স্মৃতরাং, গৃহে গৃহীৎ হইবেন। তাহাতে ঈশ নিত্য থাকেন
 না জ্ঞান অসৎ অনিত্য হন। “নাসতো বিদ্বতে ভাবো
 নাভাবো বিদ্বতে সতঃ” ঘরে। ঈশবাস্তব বলিলে ঈশদ্বারা ব্যাপ্ত জ্ঞান
 আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত বস্তুবৎ, ইদং সর্বম্ আবৃত অর্থাৎ সর্বগত
 বলিতে বাধা হয় না। আবরণ বস্ত্র আবৃত বস্তু হইতে ব্যাপক
 হইয়া থাকে। কিন্তু এই ঈশরূপ আবরণ তদ্রূপ নহে। ছন্দঃ
 জল যেমন ছন্দ দ্বারা ওতঃপ্রোতভাবে আচ্ছাদিত হয়, তেমনি ইদং
 সর্বং ঈশদ্বারা ব্যাপ্ত সর্বপূর্ণ। তাঁহার বাহিরে স্থান না থাকায়
 চঞ্চলতার অবকাশ নাই। স্মৃতরাং অচঞ্চল স্পন্দনহীন নিষ্ক্রিয়।
 নিষ্ক্রিয় জ্ঞান নির্বিকার। নির্বিকার জ্ঞান অক্ষয় অব্যয়। অব্যয়
 জ্ঞান নিত্য অর্থাৎ সৎ। বাহ্য সতের উক্ত ধর্ম্ববর্জিত তাহা
 অসৎ। তাই জগত্যাং জগৎ অসৎ। অসৎ জগতের বাহ্য অংশ

তাহাও অসৎ ; তজ্জন্ত কোন পার্থিব দ্রব্যে আস্থাযুক্ত না হইয়া তাহা
 ত্যাগে নিত্য সংস্করূপ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ কর, ঋতির আদেশ ।
 অর্থাৎ নিজের স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ কর । বাহ্য অসৎ তাহা এই
 আছে এই নাই । যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট হাতী, ঘোড়া, পর্বত,
 নদী, রেল, প্লেন ইত্যাদি বতক্ষণ আধার ততক্ষণ দৃষ্ট হয় । অথবা
 আধারে রজ্জু সর্পবৎ হওয়ার তাহা ত্যজ্য । স্বপ্নদৃশ্য বা বায়স্কোপ
 দৃষ্ট হস্তী ঘোটকাদিবৎ বাহ্য তাহার অস্তিত্ব কোথায় ? “অবিদ্ব-
 মানোহপি অবভাসতে” না থাকিলেও দেখা যায় । মন স্পন্দন জন্ত
 স্বপ্ন দৃশ্য । মন স্পন্দন জন্ত জাগ্রৎ দৃশ্য । এতদ্ব্যতিরিক্ত লইয়া জগৎ ।
 জাগ্রতে স্বপ্নাবস্থা ভাসে না । স্বপ্নে জাগ্রৎ অবস্থা ভাসে না ।
 যদি ভাসিত তবে রাজা ভিক্ষুক হইয়া ভিক্ষা করিতেছেন বা ভিক্ষুক
 রাজা হইয়া রাজহস্তীতে চড়িয়া বিচরণ করিতেছেন—এমন স্বপ্ন
 দেখা বাইত না । মন অন্তঃকরণ । অন্তস্থিত হইলেও টেলিস্কোপের
 গ্লাসবৎ বাহিরের কটো নেয়, কিন্তু বাহিরে গিয়া দেখে এমন মনে
 হয় । মন জাগ্রতে যেমন সব বাহিরে দেখে স্বপ্নেও তেমনি সব
 বাহিরে দেখে । স্বপ্নে ও জাগ্রতে ভোজনে তৃপ্তি, স্ত্রী-আদি উপভোগে
 আনন্দ, সর্পাদি দৃষ্টে ভীতি তুল্যা তুল্য । যখন মনের কার্য্য রুদ্ধ
 তখন জগৎ থাকে না । মনের স্পন্দনেই জগৎ । যথা ক্লোরোফরম,
 মূর্ছা (ফীট), গাঢ় নিদ্রাকালে মন নিস্পন্দে জগৎ থাকে না ।
 বাহ্য অনিত্য অসৎ তাহা ত্যাগে বড় সুখ মিলে ইহা গাঢ় নিদ্রার
 জানা যায় । সেই গাঢ় নিদ্রাকালে যিনি বড় সুখের অনুভাবিতা
 তিনি নিরেট একলা থাকেন । মনাদি প্রাণে লয় হয় ; সুতরাং
 মন স্পন্দন জন্ত যে জগৎ তাহাও ভাসে না । কারণলয়ে কার্য্যালয়
 আপনা-আপনিই হয় । মন লয়ে মনস্পন্দন জন্ত কার্য্য যে দৃশ্য তাহাও

লয় হয়। জগৎ ত্যাগে গাঢ় নিদ্রাকালে বড় সুখ মিলে। এ জন্মই শ্রুতি “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” বলিয়াছেন। জাগ্রৎ বা স্বপ্নের ধন তখন কোথায়? বা কে আকাজ্জক করিবে? পুত্র বিভ্রাদি সকলি অনিত্য, এজন্ম সেই বড় সুখের অনুভাবিতা তাহা ত্যাগেই বড় সুখ ভোগ করেন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, “কিং প্রজয়া করিষ্যাম।” অতঃ পুত্রাং, প্রেয়ো বিভ্রাং প্রেয়োহুত্মাং সর্বত্মাং।” ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, পুত্র হইতে প্রাণ পেয়ারা, আবার প্রাণ হইতে আমি নামক ব্যক্তি পেয়ারা বস্তু। অগ্নিদাহ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্ম পুত্রাদি ত্যাগেই জলন্ত গৃহ হইতে একক বাহির হইয়া আসে ও বলে যে, প্রাণে বাঁচি, পুনঃ পুত্রলাভ ঘটিবে। আবার বখন কোন কুৎসিৎ রোগে সুদীর্ঘ কাল চিকিৎসারও কোন ফল হয় না—বলে যে এখন প্রাণ গেলে আমি বাঁচি। অর্থাৎ পুত্র হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে আমি নামক ব্যক্তি পেয়ারা। প্রাণ হইতে পেয়ারা এই আমিই আত্মা। এ কারণ মহর্ষি দ্বীপচি বলিয়াছেন, ধন জন মায়ার প্রহেলিকা মাত্র, অলীক এজন্ম তাহার গৃহ করিবে না। ধৈতাপ্তরে —“একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়্য তত্বঃ। ব একো জালবান্ ঈশত ঈশনিভিঃ॥” অতএব অনিত্য বাহ্য তাহা ত্যাগে ব্রহ্মানন্দ ভোগ কর। তৎপর ঋষি মনুস্মৃতিদ্বয়ের দুর্বলতা ও প্রকৃতি পরবশতা চিন্তনে দয়াপরবশে বলিতেছেন, হে মানব, যদি এই শ্রেষ্ঠকল্প ব্রহ্মানন্দ ভোগ অতীব দুর্লভ জন্ম গ্রহণে অনধিকারী হও, তবে চিন্তাশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ বজ্রকৰ্ম্ম ও উপাসনা করিবে। কেন না, বৈদিক বজ্র কৰ্ম্ম ত্যাগের শিক্ষা দিয়া থাকে। ত্যাগের শিক্ষায় তৎপরতা লাভ করিলে ক্রমে সর্বত্যাগের উপবোগী করে। বৈদিক কৰ্ম্ম রজোগুণাত্মক হইলেও আহাৰাদি শুদ্ধি ও মহাপুরুষ সঙ্গদ্বারা রজ অন্নিভূত করিয়া

সঙ্গে স্থিতিলাভ ও পশ্চাৎ সমস্ত অতিক্রমে নিঃশেষণে স্থিতি সম্ভবপর। ছান্দোগ্য-শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন, “আহারশুদ্ধৌ সমস্তশুদ্ধিঃ সমস্তশুদ্ধৌ ঐশ্বাস্থিতিঃ স্মৃতির্নস্তু সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।” ঈশা শ্রুতিও ১৫।১৬ মন্ত্রে রজোগুণে স্থিত ভেদবুদ্ধিবৃত্ত উপাসককে সমস্তশুদ্ধিদ্বারে অভেদে এক দেববাজী করতঃ পুনঃ ত্রৈগুণ্য। প্রকৃতির পারে নিঃশেষণে নিয়াছেন। নিঃশেষণে উপাসনাত্মক কর্মও থাকে না। গীতার “তং বিদ্বাদ্ভুতঃ সংযোগং বিরোগং যোগসংজিতম্।” ভুত অর্থাৎ মায়ার সহ সংযোগে কর্মপরায়ণের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, তাহার বিরোগে নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্ম সহযোগ। কঠ উপনিষদে আছে “বদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিষ্ঠ ন বিচেষ্ঠতি তামাহঃ পরমাং গতিম্॥” ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির চঞ্চলতা বা স্পন্দন বন্ধ করাই যোগ। যোগশ্চিৎতত্ত্বনিরোধঃ। মন বুদ্ধি চেতনাবৃত্তি পরমের ধর্ম নহে, উহার জড়বিকার ক্ষেত্রের ধর্ম। গীতার ১৩।১৬ দ্রষ্টব্য। মন ইন্দ্রিয় না থাকায় নিষ্ক্রিয় পুরুষ দ্রষ্টা নহেন। অকর্তা পুরুষে কর্তৃত্ব অধ্যাত্ম। আরোপে কর্ম করেন বলা হয়। গীতা ৩।২৭ “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-মিতি মত্বতে॥” স্মৃতরাং যেন কর্ম করে মায়ার উপাধিবশে। তাহাদি উপাধি দূর হইলে যেমন স্রবর্ণের বিশুদ্ধি, তেমনি মন বুদ্ধাদি কোষাত্মক উপাধি বিদূরিতে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। এজন্ত কর্মনিন্দা ঈশা শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হয়। কর্ম করিলে লেপ লাগিবেই। লেপ লাগিলে স্বর্গাদি গমন পশ্চাৎ ইহলোকে আগমন অনিবার্য। এক দেববাজী হইলেও “দেবান্ দেবযজো বাস্তু” ত্রায়ে দেবলোকে গতাগতি আছে। “ন ভূতিযোগে কৃতকৃত্যতা উপাস্তসিদ্ধিবৎ উপাস্তসিদ্ধবৎ” (সাংখ্য)। উপাধিলয়ে অচঞ্চল স্বরূপে স্থিতি। গতাগতি বা চঞ্চলতার লয়! অস্বর্ধ্যলোক, অস্বর-লোক পাতাল বা স্বর্ধ্যহীন লোক। দিব্য স্বর্গাদিঙে যে সদাই আলোক

মিলে, তাহাও সেই ভগ্নপুরুষের আলোকের নিকট আধার তুল্য। যেমন শত দীপশক্তি তড়িতের আলোক সূর্য্যসান্নিধ্যে আলোকহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি সেই পুরুষের জ্যোতির নিকট স্বর্গাদিস্থ জ্যোতি আলোকহীন অসূর্য্য বটে। তাই শ্রুতি বলেন, “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি।” গীতার ১১।১২ “দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্ যুগপত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা শ্রাদ্ধাসন্তস্ত মহান্মনঃ॥” তাই শ্রুতি বলিলেন, কর্ম্মদ্বারা অসূর্য্যালোকে গতি হয় এবং কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি আত্মচিন্তা বিরহিত হওয়ায় আত্মাকে যেন হনন করিয়াই অবস্থান করেন। নতুবা আত্মা “নায়েং হস্তি ন হত্বতে।” তাঁর হনন সম্ভাবনা “অনেজদেকং মনসো জবীয়ো” সেই ঈশ কর্ম্মপন রহিত। নিষ্পন্দ এক রস সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জিত কেবল একাই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া স্থিত। নিষ্ক্রিয় অচল, কিন্তু অবুদ্ধিমানেরা তাঁর গতাগতি দেখে। জলের নীচে চাঁদের নাচুনিবৎ। জলের নাচুনি চাঁদে আরোপ করিয়া যেমন চাঁদের নাচুনি দেখে এও তেমনি। মনের স্পন্দন বা (এজ্) চঞ্চলতার নামান্তর। মন তেজরশ্মির প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগকেও অতিক্রম করে। মন তাহা হইতেও বেগবত্তর। সেই মনের অগোচর বস্তু ঈশ অর্থাৎ মন হইতে ঈশ বিলক্ষণ বস্তু। জড় মন তাঁহাকে জানিতে পারে না। মন তাঁর কোন অঙ্গ বা অংশ নহে, পর্দার ছায় বহিরাবরণবৎ স্থিত কোব মাত্র। সেই মন বত দ্রুত যেখানে যায় না কেন তথায় গিয়া দেখে সেই সর্ব্বগত তথায় রহিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণও খুব তীব্র দৃকশক্তি বিশিষ্ট, কিন্তু তাহারাও সেই সর্ব্বগতকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন। মনই বাহা পারে না তাহা তারা কিসে পারিবে? পুরুষ ইন্দ্রিয়াতীত “অবাঙ্ মনসগোচরঃ” ইহাই শ্রুতি ভাষান্তরে বাললেন। সেই পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও মনের স্পন্দন তাহাতে আরোপিত করিয়া তাহার কর্ম্ম কর্ম্মফলজন্তু গতাগতি অন্নধী জন্তু দেখিয়া থাকে।

মাতরিখা বায়ু জগৎপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ । মন উপাধিবৃত মায়াবৃত হইয়া বেন
জীবের এই ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত 'আত্মাকৃত কৰ্মফল তাহার ভোগের জন্ত
ধারণ করেন। "তদেজতি তন্নৈজতি।" অচল হইয়াও তিনি গমনশীল
বলিয়া প্রতীয়মান। যেমন চন্দ্র আকাশে না নাচিলেও জননিম্নে গিয়া
নাচিয়া থাকেন। সৰ্ব্বগত তিনি দূরে নিকটে অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই
বিরাজমান। যিনি আপনাতে সর্বভূতসহ আত্মাকে দেখেন ও সর্বভূতে
আপনাকে অর্থাৎ আপনদেহস্থ দেহীর একত্ব অবধারণ তৎপর স্ব অবস্থান
দেখেন, তখন তার বিজিগ্‌ম্পা—স্বণা থাকে না। একই আত্মা সর্বঘণ্টে।
কাহাকে স্বণা করিবে। যেমন মাতা শিশুপুত্রের সহিত একাত্মতা
বুদ্ধিজন্ত পুত্রদেহের মল ময়লাদিতে স্বণা বোধ করে না, নিজ দেহস্থ
মল ময়লাদির দ্বারা একতুল্য দর্শন করেন। ভেদবুদ্ধিই স্বণা হেব ঈর্ষাদি
বুদ্ধির জনক। সর্বভূতসহ একাত্মতা বুদ্ধি অর্থাৎ সর্বদেহে এক দেহী
(চৈতন্ত্য) বিরাজমান জানিলে শোক-মোহ আর থাকে না। দেহীর
অভাব হয় না। এ দেহে ও দেহে দেহদ্বয় মধ্যে যে অবকাশ তাহাতেও
সর্বত্র স্থিতির অভাব নাই, জ্ঞান হইলে শোক করিবার কি থাকে ?
ব্যক্ত মধ্য জড়দেহের নাশ হয়, চৈতন্ত্যের নিত্যত্ব জ্ঞানজন্য শোক হইতে
পারে না। গীতায় ২।১১ "অশোচ্যান্যশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংচ ভাবসে।
গতান্মনগতান্মশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥" এই সর্বগত একমাত্র সৎ
বস্তুর কি স্বরূপ তাহা ঋতি স্পষ্ট বলিয়া দিতেছেন। তিনি সর্বব্যাপী
অতীব উজ্জ্বল স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়বিহীন অর্থাৎ নিরবয়ব নিকল
সর্ব উপাধিবর্জিত জন্ত শুদ্ধ অপাপবিন্দু। পাপবিন্দু নহে অর্থ মায়া-
স্পর্শ রহিত। পাপ সহ অস্পর্শযোগ, পাপ থাকিলে সর্বব্যাপী
সহ স্পর্শ হইবে না কেন? এ কারণ ভাগবত বলেন, "অবিদ্ব-
মানোহপি অবভাসতে।" যেমন রজ্জুতে সর্প, বায়ুস্বোপের খেলা

আধারে পরিদৃষ্ট হয়, আলো সহ নহে। তেমনি তম বা মায়ার জ্ঞানালোক সহ নহে। অজ্ঞান আধারে দ্বৈত দৃষ্ট হয় মাত্র। শুক্র বা উজ্জল অর্থ প্রকাশময় তমঃ প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবে না, সূতরাং জ্যোতিবাং জ্যোতি পুরুষে যেখানে স্বর্য্য নিশ্চয় তথায় তম বা আধারের একত্র অবস্থিতি হইতেই পারে না। তাই উপাধি রহিত “সর্বোপাধিবিনিমুক্তঃ তৎপরত্বেন নিশ্চলম্।” তিনি কবি, ক্রান্তিদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী মনীষী মনীষাসম্পন্ন। সর্বোপরিস্থিত (পরম ব্যোমে উর্দ্ধে স্থিত) মায়াদি নবতত্ত্বের উপরে স্থিত বা কারণ সলিলোপরিস্থিত। স্বরভূ উৎপত্তি নাই নিত্য বিদ্যমান। সংবৎসরাখ্য প্রজাপতির শাসনে যারা বাস করেন, তাঁদের যথাকর্ম্ম যথাক্রম কলাদির বিধান করেন (মায়ার উপাধিবোগে)। তৎপর শ্রুতি কর্ম্মীর শ্রেণীভাগ করিয়াছেন। যেমন গীতার ভূতবাজী, পিতৃবাজী, দেববাজী, আত্মবাজী ভাগ আছে, তেমনি অবিজ্ঞা, বিজ্ঞা, সম্ভূতি, অসম্ভূতি চারিভাগ করিয়াছেন। গীতার ভূত ও পিতৃবাজীগণ অবিজ্ঞা উপাসক। গীতার দেববাজী মধ্যে বহুদেববাজী ও এক দেববাজী ও প্রকৃতিবাজী অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। আত্মবাজী ঈশাচিন্তক, জ্ঞাননিষ্ঠ। যত্বপি শাস্ত্রে কোথাও বিজ্ঞা জ্ঞান ও অবিজ্ঞা অজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছে। এখানে বিজ্ঞা দেবতা বিষয়ক সসীম জ্ঞান ও অবিজ্ঞা অজ্ঞানপ্রসূত কর্ম্ম গৃহীত। প্রাকৃত ভেদজ্ঞান মাত্রই অজ্ঞানসংজ্ঞক হইলেও গুণভেদে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল জন্মে অজ্ঞানে গুণভেদ কল্পিত। যেমন রাত্রি চারিবিধা হইলেও প্রদোষ, উষা ও মধ্যরাত্রি আদি বিভাগ জ্ঞান বিভাগ এও তেমনি। রাত্রি অর্থ তম বা অজ্ঞান। তাহাতে অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারের তারতম্য আছে। সকাম নিকাম আদি ভেদে ফলভেদ ঘটিয়া থাকে। এই ভেদকে ভাষান্তরে

ঈশা উপনিষদ

১২১

অধিকারী ভেদ বলে। যেমন প্রথম ভাগ পাঠ্য দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ পাঠ্যে অধিকার ভেদে পাঠভেদ করিত, তেমনিই অধিকারী ভেদে কর্তব্য কর্মভেদের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে ব্যবহারিক সত্ত্বায় পিতৃবাজী ও দেববাজী উভয়ান্নক হওয়া উচিত। ঋতি বলিয়াছেন, এখানে বিষ্ণুর উপাসনার দেববাজী শব্দে যারা কেবল বহুদেববাজী তারাই লক্ষিত। আর সত্ত্বা উপাসক এক দেববাজী। অসত্ত্বা উপাসক দেববাজীরই অন্তর্গত। যেমন অন্নপূর্ণা পূজার। শিব (প্রপঞ্চোপশমং শান্তম্ অবৈতং ব্রহ্ম) কোথাও অন্ন দেখিলেন না। “মা গৃধঃ কস্তচ্চিন্ধনং” অন্ন কোথায়? বে গৃধ করিবেন। পশ্চাৎ অন্নপূর্ণা (তপস্তা চীরতে ব্রহ্ম ততোহন্ননভিজায়তে) বা তম আবির্ভাবে তাহা হইতে অন্ন বা ঐশ্বর্য গ্রহণ করিতেছেন উহা প্রকারান্তরে অসত্ত্বা উপাসনা। শিব শক্তিবিশীন। অন্নপূর্ণা মহামায়া, শিব হইতে স্বতন্ত্র। তাঁরই পূজন শিবের পূজা করে না, সত্ত্বা বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অগ্নিাদি ঐশ্বর্য লাভ ঘটে। ব্যবহারিক সত্ত্বায় যেমন অবিদ্যা ও বিদ্যা উপাসকের উভয় উপাসনা কর্তব্য, তেমনি সত্ত্বা অসত্ত্বা উপাসকেরও উভয়ই অমুষ্ঠেয় হইবে। প্রকৃতি লীন অবস্থা প্রাপ্তিজন্ম অসত্ত্বা উপাসনা কেহ কেহ করেন। তাই ঋতি বলিয়াছেন, “তস্মৈ প্রকৃতিলীনস্ত বঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।” মহেশ্বরের স্বরূপ লাভের পথ ত্যাগে প্রকৃতিতে লয় কে চায়? অজ্ঞান। অতঃপর ঋষি ত্রৈলোক্যে কর্ম উপাসনার স্তরভেদে অবস্থা ব্যবস্থাভেদ বলিয়া উপাসনার পরিসমাণে নিস্ত্রৈলোক্যে স্থিতি, অজ্ঞানের নাশ বলিয়াছেন। কারণ, নষ্টে কার্য্য নষ্ট হয় অর্থাৎ অবিদ্যা কাম কর্মবীজ নাশে কার্য্যকর্ম ও কর্মফলাদির লয় করিয়া ব্রাহ্মী স্থিতি বা কৈবল্য স্থাপন করিয়াছেন। “জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন!” সর্বশেষে অচ্চিরাদিমার্গে বাইবার প্রার্থনা। ধুমার্গ কুটিল তাহার ত্যাগ।

নিত্যানিত্য

নি নিশ্চয়েন সত্য ইতি নিত্য। নিত্য নিরন্তর। নিরন্তরেন ভবম্, নিরন্তরয়তি বা। নিত্যশব্দ কালবাচক দেখা যায়, যেমন নিত্যই আসে অর্থাৎ প্রতিদিনই আসে। নিত্যশব্দ অব্যয় অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন ব্রহ্ম নিত্য অর্থাৎ তাহার কোন অংশ বা দেশ নাই জন্ম ব্যয়ও হয় না। অবচ্ছেদ দেশকালদ্বারা করা হইয়া থাকে। সেই অবচ্ছেদ নিষেধে আপনাকে স্থিতিশীল করিয়া তিষ্ঠতি বাহা তাহাই নিত্য। বাহা নিত্য তাহার পরিণাম সম্ভবে না, তাহা অবিকারী অর্থাৎ নির্বিকার। এজন্ম স্পন্দনবিহীন বা চেষ্টাশূন্য নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় জন্ম অকর্তা অভোক্তা। তিনি সর্বব্যাপক অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব ব্যতীত অত্র কোন ধর্ম কিছুই নাই। তাই তিনি অজ অর্থাৎ বাহা হইতে কিছু জন্মায় না এবং বাহার নিজেরও জন্ম নাই, তিনি সম ও নির্দোষ। বৈষম্য ও দোষ তাহাতে নাই। গীতার ৫।১৯ “নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।” তিনি শুদ্ধ অপাপবদ্ধ সেখানে ভেদ বা বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টির স্থান নাই। লোকে ভেদ বা বিকৃতি দেখিলে তাহা কেন হইল বলিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করে? কি মূলে এ বিকার আসিল? বাহা অবিকৃত বাহাতে ভেদ নাই তাহার কারণ বা মূল অনুসন্ধান নহে। নির্দোষ নির্বিকার সম জন্ম তাহার কারণ বা মূল চিন্তা নিস্প্রয়োজন। তিনি স্বতঃই সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। বাহার জড়প্রকৃতি বা অণু হইতে সৃষ্টি বলেন, আত্মা নিত্য উদাসীন বলেন। তাঁদের

নিত্যানিতা

১২৩

উপানার বিকারবৃত্ত ও আত্মা চেতন বা অজর অমৃত, এই বৈষম্য-বৃত্ত থাকায় এই বৈষম্যের কারণ কি? অল্পসন্ধান স্বতঃই মনে জাগে। অথচ তাঁহারা মূল কারণ বলিতে পারেন না এজন্ত উহা বাধিত বলিতে হয়। এই যে সংসার, সৃষ্টি, সমাজ ইহা সদোষ ও বৈষম্যপূর্ণ। প্রকৃতির উপাদানের বৈষম্যই সৃষ্টি। দেব, নর, পশু, পাখী, আদি জন্তু সকলই পরস্পর বিষম ও স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বৈষম্যবৃত্ত। যেমন একটি আম্রবৃক্ষ তাহাতে মূল, বাকল, কাষ্ঠ, শাখাপল্লব, ফুল ফলে বৈষম্য। একটি আম—তাহাতে চোচরা, আঁটি ও খাণ্ডাংশ কেবলমাত্র স্বাদের বৈষম্য নহে, আকৃতি-প্রকৃতি সর্বপ্রকারের বৈষম্য দেখা যায়। একটি সর্বপদানা নিটোল গোলাকার, কিন্তু যুক্তিকা জলসংযোগে বিভিন্ন কার্য্যাত্মক মূল ও অঙ্গুর উদ্গমে বৈষম্য জন্মে। পত্র, পুষ্প ও ফলে কত বৈষম্য। বৈষম্য না হইলে সরিষার গাছই হয় না। এই জন্ত বলিতে হয় বৈষম্যই সৃষ্টি। আমে আমে ভেদ কত প্রকার। গোলাপে গোলাপে ভেদ কত প্রকার? বৈষম্যই ভেদ, বৈষম্যই সৃষ্টি। নরদেহে স্ত্রী-পুরুষ-নপুংসক ভেদ, ইন্দ্রিয় জন্ত ভেদ, বর্ণজনিত ভেদ, গুণজনিত ভেদ, আকারজনিত ভেদ। এই যে ভেদ বা বৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টিই থাকে না। মঙ্গোল, নিগ্রো, কাক্রি, আন্দামানী, ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান ভেদ দূর হইবে কি? দেশভেদ, কালভেদ, বুদ্ধিভেদ দূর হইবে কি? বৈষম্যই সমাজের সংসারের মূল ভিত্তি। বুদ্ধিমান অবুদ্ধিমানের চালক হইবে। সবল দুর্বলের শাসক হইবে, ভক্ষক হইবে ইহা অনিবার্য্য। জীবাই বা বেসিলি হইতে সিংহ হস্তী পর্য্যন্ত সকলেই ক্ষুধিত দৃষ্ট হয়। কি রাজা প্রজা ধনী নির্ধন সবাই ক্ষুধায় কাতর হয়। তাহা নিবৃত্তির একমাত্র উপায় দুর্বলকে বধ করিয়া সবলের নিজদেহ রক্ষণ। যাহারা কণভুক,

তাহারাও ধান, গম, যবের প্রাণবধ করিয়া আত্মদেহ পোষণ করে। এই যে বুদ্ধ রূপ জাশ্মান মধ্যে তাহা ইউক্রেনিয়ার ফসল কে খাইবে, তাহার জ্ঞান নহে কি? অন্তের জ্ঞান চুরি-ডাকাতি, ঘুস খাওয়া, দাসত্ব, নকরী, চাকরি, ভিক্ষা বা পথের এটো পাতার ভাত কুড়ান রূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির এই যে উপায় বৈষম্য ইহা অনিবার্য নহে কি? রাজা, সম্ভ্রান্ত, সামন্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বিভাগ বুদ্ধি গুণ জাতি ইত্যাদি নানা কারণে ঘটয়া থাকে। সব সমান, সব স্বাধীন উক্তিভেদে হ্রস্ব বুদ্ধির বুদ্ধি বুদ্ধি বা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কোন ধনী তাহার চারি পুত্রকে সমান চারিখানা বাড়ী ও চারি লক্ষ করিয়া টাকা দিয়া দিলেও চারি বৎসর পর দেখিবে বুদ্ধিমান ছেলের ধন বুদ্ধি পাইয়াছে, অল্প বুদ্ধির টাকা খরচ হইয়া বাড়ী দায়াবদ্ধ হইয়াছে। যদি পুনঃ সমান করিয়া বাড়িয়া দেও পুনরায় কতিপয় বৎসর পরে হীনবুদ্ধির দেনাদার অবস্থাই দেখিতে পাইবে। তাই সব সভ্যসমাজে মিশনারী, মিলিটারী, মার্কেট ও ম্যানুয়েল লেবারার দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণে বর্ণে ভেদ, রক্তে রক্তে প্রভেদ, ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রভেদ, বিষয়ে বিষয়ে প্রভেদও অনিবার্য। জাশ্মান, জু, অহিনকুলবৎ এক হইবে না। নিগ্রো শ্বেতবর্ণ হইবে না। জু, খৃষ্টান ও মুসলমানের একই বাইবেলের ভিত্তিতে ধর্ম্মব্যুৎপত্তি ঘটিলেও বৈষম্য ত্যাগ হইবে না। লর্ড কমনার এক হয় না। হইলে ক্রমওয়ারেলের যতদেহের ফাঁসি বৃত্তান্ত ইতিহাসে স্থান পাইত না। কমিউনিজমের মধ্যে স্ট্যালিন ও ট্রুটস্কির দলভেদ বা বৈষম্য হয় কেন? আমেরিকার ডিমোক্রট ও রিপাবলিক দুই দলে বৈষম্য কেন? ইংলণ্ডে কনজারভেটিভ, লিবারেল, লেবার, কমিউনিষ্ট এই বৈষম্য কেন? বৈষম্যই রাজা প্রজা সেনাপতি সৈন্যাদি সামাজিক ভেদ সহ সর্বত্র বিরাজমান। শ্লোগানে সম স্বাধীন বলা

উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির উচ্চতা লাভের উপায় মাত্র। হাতের পাঁচ আঙ্গুলি যেমন সমান হয় না, তেমনি সংসারে সব সমান লইতে পারে না। ত্রিগুণে বৈবম্যাগত প্রকৃতির সৃষ্টি বিবম হইবেই। বাহার সৃষ্টি আছে তাহার বিনাশ আছে, এজন্ত সমাজ জাতি সবই বিনাশশীল। কত জাতির উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও বিনাশ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। কত প্রাণীজাতির উৎপত্তি ও নাশ জিওলজি সাক্ষ্য দেয়। এজন্ত সৃষ্টি, সমাজ, জাতি অনিত্য, আজ আছে কাল থাকিবে না। যত অভিমান, অহঙ্কার কতক্ষণের জন্ত? এই ক্ষণভঙ্গুরতা বা অনিত্যতা লক্ষ্য করিয়া মনীষিগণ নিত্য বস্তুতে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া থাকে না। নিত্য ও অনিত্য সৎ ও অসৎ বলিয়া কথিত হয়। বিদ্বৎসমাজে গণ্যমান্য লোক শিক্ষকগণ মতবাদের স্রষ্টা (সাংখ্য, শ্রায়, বৌদ্ধ, জৈন, পূর্বমোমাংসাবাদী ইত্যাদি)। ইহারা সকলেই এই অসৎ ও সৎ শব্দের অর্থান্তরাধি দ্বারা আপন আপন দর্শনশাস্ত্রে নানাবিধ তর্কের অবতারণা করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। সব সম ও স্বাধীন—Ever free, never a slave কথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই আলোচিত হইয়া আসিতেছে। যারা ঈশ্বর উপাসক তাঁরা absolute surrender to God তাঁদের জীবনের সম্বল করিয়া থাকেন। বাহার অনুবাদ “জীব নিত্যদাস”। মুক্তিতেও দাসই থাকে বলা যাইতে পারে। আমেরিকার ইতিহাসে শ্লেভগণকে মুক্তি প্রদান করার পরও কোন কোন ফার্মের মালিকগণ তাহাদের দাসত্বনিগর ছুটিতে পারে না এমন মতবাদ পোষণে শ্লেভগণকে দাসত্বে নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। Once a slave always a slave—এই মতানুসারেই সাম্রাজ্যবাদিগণ দুর্বল জাতি গঠিত দেশলুণ্ঠনে সদাই সাহায্যরয়ত। প্রকৃতি ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা উত্থান-পতনের কার্য্য ‘নির্বাহ করে। এই

প্রকৃতির বিকৃতি অনিত্যতা ও প্রকৃতির দাসত্ব হুঃখদায়ক লক্ষ্য করিয়া চিন্তাশীল মনীষিগণ উহা ত্যাগ সম্ভবপর কিনা তৎসম্বন্ধে ভূয়ো ভূয় আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে দেখিতে পাই, ঋষি প্রকৃতির অধীনতা যে হুঃখদায়ক তাহার বর্ণন করিয়াছেন, “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ। জুষ্টং বদা পশুতি অশ্রম্ ঈশং অশ্রু মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥” “সত্যেন লভ্যন্তপসা হেব আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।” ছান্দোগ্যে দেখিতে পাই, অষ্টাদশ বিত্তাবিৎ নারদ বলিয়াছেন, “সোহহং ভগবো মন্ত্রবিদেব অশ্রি ন আশ্রবিৎ শ্রুতং হি এব মে ভগবদৃশেভ্যন্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবান্ শোকশ্চ পারং তারয়তু।” ইতি। গীতায় (৭।১৩) ভগবান্ বলিয়াছেন, “ত্রিভিগুণমরৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩। দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়ী হরত্যরা। মামেব যে প্রপঞ্জন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥” এই সৎ অসৎ কথা ঋগ্বেদে ১০।১২৯।১ মন্ত্রে “নাসৎ আসীৎনোসৎ আসীৎ তদানীং” বাক্যে এবং উহার চতুর্থ মন্ত্রে “কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনঃসো রেতঃ প্রথমং বদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্ঠা কবয়ো মণীষা ॥” বাক্যে অসতের দ্বারা সতের বন্ধনকে সৃষ্টি বলেন। তন আবরণে আবৃত হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি বর্ণন করতঃ ঐ আবরণই অসতের বন্ধন বলিয়া শ্রুতি আক্ষেপ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ১০।১৭২ মন্ত্রে “অসতো সদজায়ত” এবং “ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ” বাক্য আছে। শেষ বাক্যে ভদ্রা বা সূভদ্রা মায়ী দেবগণের বন্ধনের হেতু বলিয়াছেন। এই যে দেবগণের দেবত্ব তাহাও বন্ধনমাত্র। ঈশা উপনিষদে “পুৰনৈকর্ষে যম-স্বর্ঘ্য-প্রাজাপত্যবাহরশ্মিন্ সমূহতেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্চাচ্চ। বোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহশ্রি” বাক্যে পুৰ্ণ

দেবতা সেই সত্যস্বরূপ পুরুষের ব্যক্ত-মধ্য অকল্যাণতমরূপ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে ১।৪।১০ মস্ত্রে “বো অত্মাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যোহসৌ অন্যোহস্মীতি ন স বেদ বথা পশুবেরং স দেবানাম্।” বাক্যে দেবতার অধীনতা ও অসহনশীল। ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা বাহা আদিত্তে অব্যক্ত অন্তে অব্যক্ত কেবল মধ্যে, ব্যক্ত। যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প দৃষ্ট হয়। আদিত্তেও অসর্প, অন্তেও অসর্প, রজ্জুই কেবল অজ্ঞানবশে মধ্যে ব্যক্ত সর্প তেমনি বাহা আদি অন্তে থাকে না মধ্যে দেখা যায় তাহা বারোঙ্কোপের দৃশ্য বা স্বপ্নদৃশ্যবৎ অলীক হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন, “পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিশ্যতে ॥” সর্বপূর্ণ পুরুষ ব্রহ্ম হইতে যে পূর্ণ শক্তিমান পূর্ণ ভগবান্ মারা উপাধিবোগে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি নাশ কৰ্ত্তা-রূপে দৃষ্ট হন, তাঁর সেই মারা উপাধি অপগতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ শক্তিমৎ ঐশ্বর্য বিলয় হইয়া সেই সর্বপূর্ণ পুরুষ এককই অবশেষ থাকেন। এই যে সৃষ্টিকৰ্ত্তার কর্তৃত্বাদি তাহা ব্যক্ত-মধ্য অবস্থামাত্র। বাহা ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা তাহা স্বপ্নবৎ তাৎকালিক সত্য মাত্র। উহা অনিত্য অভি-ধেয়। বাহা এই আছে এই নাই বা থাকে না তেমন ক্ষণভঙ্গুর আপাততঃ মনোরম নগর পদার্থ অল্পস্থানে মূল্যবান্ সময় নষ্ট করা কর্তব্য কি? প্রকৃতির বিকৃতি ও নগর বা ব্যক্ত-মধ্য মাত্র। এ জগৎ প্রকৃতির বশে না থাকিয়া সত্যের সন্ধানই যুক্তিবৃত্ত। এই জগৎ অজ্ঞান প্রকৃতির বন্ধন পাশ ছেদনে স্বাধীন হইবার চেষ্টা সবারই কর্তব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭।২৫ খণ্ডে বলেন—“স বা এব এবং পশন্ এবং মদ্বান এবং বিজ্ঞানন্ আত্মরতিঃ আত্মকীড় আত্মমিথুন আত্মনন্দঃ সম্বরাট্ ভবতি। অথ বে অত্থা অতো বিহুঃ। অত্থ রাজানঃ তে ক্ষব্যলোকা ভবন্তি।” তারা পরাধীন হয় অত্থ রাজার অধীন হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—“তস্মাৎ অজ্ঞান-

১২৮

প্রবন্ধাবলী

সমুত্তং হৃৎসং জ্ঞানাসিনাশ্রয়ঃ। ছিত্তেনং সংশয়ং যোগমাতীষ্টোত্তিষ্ঠ
ভারত !” ৪।৪২। এই যোগ কি তাহা ভগবান্ বৃষ্ণের ২৩ শ্লোকে বলিয়াছেন,
“তং বিদ্বাদ্ভ্যঃ সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্” তৎপর উপায় বলিয়াছেন,
“স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিঘ্নচেতসা। সংকল্পপ্রভবান্
কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ॥”
ইন্দ্রিয়াদি করণ। ইচ্ছা যেষ কামনা বাসনা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম গীতা ১৩।৬।
প্রকৃতিই ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার মন বুদ্ধি ইচ্ছা অনিচ্ছা
নাই। যেমন জলের নাচুনি চন্দ্রে আরোপ করতঃ চাঁদের নাচুনি বলা
হয়, তেমনি ক্ষেত্রের ইচ্ছাদি পুরুষে আরোপ করিয়া নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার
পুরুষের কর্তৃত্বাদি বলা হয়। অতএব ত্যজি অহঙ্কার মান, পরম রতনে
করহ ধ্যান্।

অহং

অহং বা আমি কে? কি? জানিবার কৌতূহল অনেকেরই হয়।
দেহই কি আমি? আমি বাইতেছি বলিতে দেহ বাইতেছে দেখা যায়।
দেহ যদি আমি হইত তবে দেহের কোন অংশবিশেষ কাটিয়া ফেলিলে
আমিদের ভ্রাস হওয়া অনিবার্য্য। তেমন হয় না, পাদ বিহীন হস্ত
বিহীনের আমিদের কম হইয়াছে কেহ বলে না। বাল্যকালের দেহও
আমি বৃদ্ধকালের দেহও আমি দেহ সহ আমিদের পরিবর্তন হয় বলা
চলে না। পাঠশালার ছাত্র আমি, কলেজের ছাত্র আমি, প্রফেসার আমি

মধ্যে স্থল স্বপ্ন দেহের পরিবর্তন ঘটিলেও আমি ব্যক্তির পরিবর্তন বলা যায় না। আমি খাইতেছি, আমি বাইতেছি, আমি মনন করিতেছি উভয় দেহেই এক প্রকার। জাগ্রতে আমি দেখি, শুনি। স্বপ্নেও আমি দেখি শুনি। সুষুপ্তির অন্তেও সবাই বলে, আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তিন কালেই আমি অবস্থান করে। সাধারণতঃ জাগ্রতে লোকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা দেখা শুনা করে। স্বপ্নে চক্ষুরাদি নিদ্রিত থাকিলেও শুধু মন দ্বারাই দেখা শুনা করে। সুষুপ্তিতে যে সুখানুভব হয় তাহা মন বুদ্ধি নিজের থাকিলেও হয়। আমিই সে সুখের সাক্ষী। সুষুপ্তিকালে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ সব প্রাণে লয় হইয়া থাকে। এজন্ত মনের কামনা বা স্মৃতি তৎকালে থাকে না। ইহা হইতে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় হইতে আমি স্বতন্ত্র তাহা জানা যায়। বাহা বাহা আমার বিশেষণে বিশেষিত তাহা আমি নহে। অর্থাৎ ঘট দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন। আমি আমার বিশেষণ বিশেষিত বস্তু সকলের দ্রষ্টা। এজন্ত আমি ঐ সকল হইতে স্বতন্ত্র। বহিজ্জ'গতের ছায় অন্তজ্জ'গতের মন বুদ্ধাদিরও আমি দ্রষ্টা। মন দিয়া কাজ করে বুদ্ধি দিয়া বিচার করে কে? আমি নামা ব্যক্তি। মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলাম এইরূপ সঙ্কল্প ভাল নহে। আমি মন বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। সুষুপ্তিকালে কি বহিজ্জ'গৎ কি অন্তজ্জ'গৎ উভয়ই ভাসে না, পার্শ্ব-বর্তী জীপুত্রাদি কিংবা নিজদেহের ভালমন্দ চিন্তে জাগে না। জাগ্রৎ-কালীন সুখদুঃখও জানে না। যেমন একজন দশ টাকার ডার্বি সুইপের টিকিট কিনিয়াছিল, সে সাত লক্ষ টাকা পাইয়াছে তার সেই সুখদ্বারা কিংবা কারও গৃহদাহে যথাসর্বস্ব বিনষ্ট হইয়াছে, তার দুঃখদ্বারা গাঢ় নিদ্রা কালে চিন্তে ভাসে না। সমস্ত বিশ্ব সেই সুষুপ্ত ব্যক্তির পক্ষে লয় হইয়া যায়। এই জন্ত এই সুষুপ্তিকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে। এই যে প্রলয়াবস্থা তাহাতে আমি লয় হয় না জগত্ হইতে উদ্ভিত ব্যক্তি

১৩০

প্রবন্ধাবলী

বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আমিও বড় সুখ ছিল, অল্প কিছু ছিল না সব লয় হয়, বড় সুখে স্থিত আমি নামা ব্যক্তির লয় নাই। এই আমি নামা ব্যক্তি প্রলয়েও লয় হয় না। এই বড় সুখ আনন্দযুত জগৎই ব্রহ্ম নিত্যানন্দস্বরূপ। তাঁর সহিত আমি নামা ব্যক্তির সাদৃশ্য আছে। আমি ব্যক্তির দুই অবস্থা জাগ্রত ও স্বপ্নে ধনে জনে কর্তা ভোক্তা সুস্থিতিতে সর্ববিহীন অথচ আনন্দময়। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আমি ব্যক্তির নিজস্ব নহে। আপনা হইতে ভিন্ন মন বুদ্ধি সহযোগে লাভ করে। যখন যখন মন নাই তখন তখন জগৎ নাই, যেমন ক্লোরোফরম্ কালে, ফিট অর্থাৎ মূর্ছা কালে, গাঢ় নিদ্রা কালে মন নিষ্পন্দ নিষ্ক্রিয় জগৎ ভাসে না। স্বপ্ন ও জাগ্রতে মন যখন স্পন্দনযুত তখন জগৎ ভাসে। মন হীন আমি নিষ্ক্রিয় নিষ্পন্দ। ব্রহ্মও নিষ্ক্রিয় নিষ্পন্দ। অতএব আমি নামা ব্যক্তি সহ ব্রহ্মের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাই শ্রুতি অহং ব্রহ্মাস্মি বলিয়া বিবাদে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। স্মরণং ন হস্তি গচ্ছন্তি ইতি (ন+হ) অহংকে আত্মা বলিতে বাধা নাই। আকাশে চাঁদ না নাচিলেও যেমন জলের নাচুনি চাঁদে আরোপ করিয়া চাঁদের নাচুনি দেখে, তেমনি মনের স্পন্দন আমিতে আরোপ করিয়া আমি বাইতেছি-ইত্যাদি বলে। ইহাতে অহং নামা ব্যক্তি স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। কার্যকালেও নিষ্ক্রিয় স্বভাব ত্যাগ হয় না। অবিজ্ঞা কাম কর্মবীজ স্বরূপা তার ক্রিয়াশীলতা পুরুষে আরোপিত মাত্র।

—

দেবাসুর যুদ্ধ

পাশ্চাত্য বাইবেলে বলে মিলিনিয়াম যুগে সব সুখশান্তিময় ছিল। এদেশেও সত্যযুগে চারি পাদ ধর্ম ছিল; সুতরাং শান্তি সুখই ছিল বলে। পূর্বে কৃতযুগে সকলেই চিরশান্তি সুখে ছিল না কি? আমরা কিন্তু এমনত শুনিতে পাই, ক্রতে দেবাসুর যুদ্ধ ঘটনাছিল। তাহাতে প্রথম দেবগণ পরাস্ত ও স্থানাদি ভ্রষ্ট হইরাছিলেন। দেব ও অসুর উভয়ই প্রাজাপত্য এবং তন্মধ্যে অসুর জ্যেষ্ঠ একথা বৃহদারণ্যকে ১৫।১ মন্ত্রে পাওয়া যায়। পরস্পর স্পর্ধাবুক্ত থাকায় একে অগ্রে অতিক্রম করার জন্ত সচেষ্ট থাকিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।৭।২ মন্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন স্বতন্ত্র ভাবে আত্মাশ্বেষণপরায়ণ হইয়া প্রজাপতির নিকট শিক্ষার্থ গমন করেন। বিরোচন দেহই আত্মা বুঝিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। আর ইন্দ্র ১০।১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়া আত্মদর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হন। কেহ'কেহ সত্ত্ব ও রজোগুণের দ্বন্দ্বকে দেবাসুর যুদ্ধ বলিয়া থাকেন। সত্ত্বদ্বারা রজ অভিভূত হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাহা আহারশুদ্ধি দ্বারা লাভ ঘটে এ জন্ত ছান্দোগ্যে (৭।২৬) "আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্থিতিঃ স্থিতিলব্ধে সর্বগ্রহীনাং বিপ্র-মোক্ষঃ" বলে। এইটী ঈশা উপনিষদের ১৫।১৬ মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। ১৫ মন্ত্রে উপাসক রজঃপ্রধান ভেদদর্শি তৎপর আহারাদি শুদ্ধি ও সদগুরু রূপালাভে প্রবৃত্ত সত্ত্বগুণ হওয়ায় একদেব রাজী হইয়াছেন। তৎপর অজ্ঞান নাশে নিঃশ্রেণ্যে জীবব্রহ্মের

একতা অনুভবে কৃতকৃত্য। ইতিহাসে ইরানীয় আৰ্য্যগণ ও সরস্বতী
দৃষতী নদীবিধৌত আৰ্য্যাবর্তবাসী আৰ্য্যগণ মধ্যে উপাস্ত দেব লইয়া
ভেদ ঘটে জানা যায়। ইরানীয়গণ মহদ অম্বর বা অহর মজ্জার
উপাসক ছিলেন। ভারতীয় আৰ্য্যগণ বিরূপ আঙ্গিরাগণের নেতৃত্বে
ইন্দ্র উপাসক। আঙ্গিরা মন্য অহর মজ্জার চিরশত্রু। ইনি শত-
মন্য ইন্দ্র উপাসনা তৎপর। তৎপুত্র আঙ্গিরস বৃহস্পতি দেবগুরু
বলিয়া খ্যাত। ইন্দের সাহায্যার্থ নবম্ব আঙ্গিরস দধীচি বৃত্রবধার্থ
স্বীয় অস্থি প্রদান করেন। ঋগ্বেদে দৃষ্ট প্রথমাবস্থায় ইন্দ্র প্রিয়
থাকিলেও পশ্চাৎ ইন্দের বিরোধী দৃষ্ট হন এবং অম্বর মজ্জার
প্রিয় বলিয়া জার ধনুঃ উপাধিযুক্ত। দৃষ্টার পুত্র বৃত্র, বিশ্বরূপ,
ত্রিশির ইন্দ্র কর্তৃত্বে হত হন। ইন্দ্র দৃষ্টার বজ্রে বলপূর্বক সোম
পান করেন। ইরানীয় গ্রন্থ জেন্দাবস্তাদি পাঠে ইরানীগণের ইন্দ্র-
বেবের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। অম্বর মজ্জার সহিত ইন্দ্র
উপাসকগণের যুদ্ধ দেবাম্বর যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। ভাগবৎ গীতার দৈবী
সম্পদ ও আম্বরী সম্পদ বিবৃত হইয়াছে। তথায় অম্বর অর্থ অম্ব বা
প্রাণ আছে যার। প্রাণী মাত্রই আম্বরী সম্পদের অধিকারী। আহার,
নিদ্রা, ভ্রম, নৈশ্বনাদি প্রিয়তা প্রাণী সাধারণেরই ধর্ম, তাহাই
আম্বরী সম্পদ। দেহাশ্রয়বুদ্ধিতে, বহুল রজসে বিশ্ব উৎপত্তি
জন্ত রজোগুণের বহনতা প্রাণী সাধারণে দৃষ্ট হয়। ভগবান্ গীতার
১৮ অধ্যায়ে “অহঙ্কারং বলং দর্শং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য
নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥” বাক্যে রজোগুণের বিকাশ বিষয়ে
বলিয়াছেন। রজোগুণ সর্বভেদের আকর। চণ্ডীতে ব্রহ্মাকৃত সৃষ্টির
পূর্বে নারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি ও তাঁর কর্ণমল হইতে
মধুকৈটভ নানা দৈত্যদ্বয়ের উৎপত্তি বলে এবং উহারা নিকারণে

ঐশ্ব্যকে বধোন্তত। প্রাচীন বাইবেলে মানব সৃষ্টি সহ ঈশ্বর ও সন্তানের মধ্যে অনেক বর্ণিত আছে। মৃদাদি উপাদানে এডামের দেহ সৃষ্ণনের পর ঈশ্বর তাহার নাসায় কুংকার দিয়া জীবনী দেন ও এঞ্জেলগণকে এডামের দেহে ঈশ্বরংশ প্রবিষ্ট আছে অতএব উহার নিকট হাটু গাড়িয়া উপাসনা কর এমত আদেশ করেন। অত্যাশ্র এঞ্জেলগণ তদনুসারে হাটু গাড়িলেন সন্তান অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমার তৈজস দেহ আমি মৃত্যুর দেহের নিকট কেন হাটু গাড়িব? ইহাতে ঈশ্বর ও সন্তানে বৈষম্য ঘটিল, সন্তান স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন। তৎফলে সন্তান এডাম ও ইভকে ছলনা করিয়া ঈশ্বরের নির্দেশ হইতে তাঁহাদিগকে চ্যুত করেন। রজো বহলে সৃষ্টি জন্ত সৃষ্টিতে রজোগুণীর সংখ্যাধিক্য অনিবার্য। দেব ও অশ্বর উভয়ই জীবভাবাপন্ন তত্রাপি দেবে সত্ত্বাধিক্য থাকে। গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন, “মহুশ্যাণাং সহস্রেণু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।” সিদ্ধি চিত্তশুদ্ধি। সহস্রের মধ্যে একজনের হইবে। মহাভারতে প্রজাপতি কশ্ণপ হইতে দিতিগর্ভে দৈত্যগণ ও অদিতিগর্ভে দেবগণের উৎপত্তি বলে। দিতি অর্থ খণ্ড অর্থাৎ বাহারা খণ্ড বা ভেদপ্রিয়। অদিতি অখণ্ড অর্থাৎ বাহারা অখণ্ড একরস সচ্চিদানন্দে প্রীতিযুক্ত। এই দেবান্নর যুদ্ধ চিরই বিত্তমান থাকিবে, ইহার পরিসমাপ্তি অসম্ভব। গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন, “নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।” যতই হৃদ থাকুক না কেন, আমার পৃথিবী, আমার চন্দ্র, আমার সূর্য, আমার দেশ, আমার দেহ ইত্যাদি আমার আমার বুদ্ধিই মমত্ব বুদ্ধি তাহার ত্যাগে শান্তি অর্থাৎ “জগত্যাং জগৎ” ত্যাগে শান্তি। সর্ব-ব্যাপী অচল নির্বিকার নিষ্ক্রিয় অকর্তা অভোক্তার সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতের স্থিতি নিত্য তাহা চির শান্তিময়। সৃষ্টিই অশান্তি বেহেতু উক্ত প্রকৃতির বিক্ষোভে জাত। বিক্ষোভ বিকারের স্থান তাঁহাতে নাই। প্রকৃতির বৈকারিক কার্য পুরুষে আরোপিত মাত্র, উহা সত্য নহে। অলীক সৃষ্টিই অশান্তিপ্রদ, সত্য চিরই শান্ত।

গতাগতি

গতাগতি অর্থ একবার এথা হইতে অল্পত গমন ও পুনরায় এথায় প্রত্যাবর্তন। ইহা পুনর্জন্মবাদের হৃদনা করে এবং দেহী বার গতাগতি তিনি অমর ইহাও বুঝা যায়। দেহ বিনাশে দেহী বিনষ্ট হয় না। এদেহ হারাইয়া অল্প দেহ পায়, তবে ত গতাগতি। অনেকে পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করেন না। অর্থাৎ স্বর্গাদিগমন মানেন, পুনঃ মর্ত্যে আগমন মানেন না। তাঁদের গতি আছে অগতি নাই। কেহ গতিও স্বীকার করেন না। শূন্যবাদীর সবই শূন্য, গতাগতিও শূন্যই হইবে। চার্লস—“ভগ্নীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ” বলেন। স্বর্গও তাঁরা মানেন না। “ঋণং কৃষ্ণা দ্ব্যতং পিবেৎ বাবৎ জীবৎ স্মৃৎ জীবেৎ।” পুরাণ বাইবেলে ইজিকেল ৩৭ অধ্যায়ে যে বিবৃতি দেখা যায় তাহা এই—

1. The hand of the Lord was upon me and set me down in the midst of the valley which was full of bones.

2. And caused me to pass by them round about and, behold, there were very many in the open valley and so they were very dry.

3. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God thou knowest.

4. Again he said unto me prophesy upon these bones, hear the word of Lord.

5. Thus saith the Lord God unto the e bones, behold I will cause breath to enter unto you, and ye shall live.

6. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin and put breath in you and ye shall live; and ye shall know that I am the Lord.

7. So I prophesied as I was commanded and I prophesied there was a noise and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone.

8. And when I behold, to the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them.

9. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy unto the wind, prophsy, Son of man, and say to the wind. Thus saith the Lord God; come from the four winds, O breath, and breath upon these slain that they may live.

10. So I prophesied as he commanded me and the breath came into them, and lived, stood up upon their feet, an exceeding great army.

11. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israil: behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost: we are cut off for our parts.

12. Therefore prophesy and say unto them; Thus saith the Lord God; behold, O my people, I will

open your graves, and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel.

13. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves.

14. And shall put my spirit in you and ye shall live, and I shall place you in your own land; then shall ye know that I the Lord have spoken it and performed it saith the Lord.

ইহাতে ইজরাইল বংশের কোন বৃহৎ সৈন্তদল যুদ্ধে হত হইয়াছিল, তাহাদের অস্থি সকলে মাঝ মাঝে সংযোজনে তাহাদের প্রাণ প্রদানান্তর ঈশ্বর তাহাতে নিজ চৈতন্যদ্বারা জীবিত করতঃ ইজরাইলানিষ্ঠিত দেশে তাহাদিগকে স্থাপন করেন ইহা পুনর্জন্ম কিনা? ঈশ্বর এডামের সৃষ্টিকালে মৃৎপিণ্ড হইতে অস্থি আদি নির্মাণ করেন। এই বিশেষ। ইভকে এডামের অস্থি হইতেই উৎপন্ন করেন। পুরাতন বাইবেলের ২ কিং গন্ ৪ অ ৩২—৩৪ ভাসে ইলিশা এক মৃত বালকের মুখে নিজ মুখ, চোখে চোখ, হাতে হাত সংলগ্ন করিয়া প্রার্থনা দ্বারা বালককে পুনর্জীবিত করেন বর্ণিত আছে এবং ২ কিং—গন্ ১৩ অ ২১ ভাসে ইলিশার মৃতদেহের অস্থিসহ এক মৃতদেহের সংস্পর্শ হওয়ায় ঐ মৃত ব্যক্তি জীবিত হন দেখিতে পাই। পুরাতন বাইবেলে ১ সেমুয়েল ২৮ অ ১৪। ১৫ ভাসে সাল্ মৃত সেমুয়েলের উপদেশ আকাজ্জা হইলে এক নারী তাহাকে আনয়ন করেন ও সন্ স্বচক্ষে একখানি চাঁদর আবৃত বুদ্ধ সেমুয়েলকে দেখিতে পান ও তাহাকে প্রশ্ন করিয়া নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন তথ্য অবগত হন। এই সকল হইতে মৃত ব্যক্তির আত্মা কবরে মৃতদেহ মধ্যে থাকা বুঝায় না। নূতন

গতাগতি

১৩৭

বাইবেলে সেন্ট মেথু ২৮ অ' বিণ্ড করব হইতে উত্থান করেন, দ্বীভক্ত শিষ্যগণ তাঁর পায় ধরেন ও পূজা করেন। গেলিলিতে শিষ্যগণকে প্রচারের আদেশ করেন। সেন্ট মার্ক জৈরুর মৃত কন্যাকে জীবিত করেন। সেন্টলুকে এক বিশ্বব্যাপী মৃতপুত্র জীবিত করেন, সেন্টজনে ৩ অ ও V Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

5. V. Except a man be born of water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

6. V. That which is born of the flesh, and that which is born of the spirit is spirit. 7. Ye must be born again, সেন্টজনে ১১ অ' লেজারাস্ চারিদিন কবরস্থ।

25. V. Martha saith he shall rise again in the resurrection at the last day, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life; he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.

43. He cried with a loud voice Lazarus—come forth.

44. And he that was dead came forth.

St. Jahn Ch 20 V 17. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father.

Mathew Ch 28-9V. And they came and hold him by feet and worshipped him.

St. Luke Ch 24—V 3. And they entered in and found not the body of Lord Jesus. Luke 24 Ch V 23 and when they found not his body.

St. John Ch 7 V 7. Then saith he to Thomas. Reach hither thy finger and behold my hands.

March Ch 6 V 6. He is not here.

Luke 24 Ch. 30 V. And it came to pass, as he sat at meal with them, he took bread and blessed it broke and gave to them V. 3, And he vanished out of their sight.

St Luke 24 ch V 39—When the eleven were frightened Jesus said—Behold my hands and my feet, that it is myself, handle me and see ; for a spirit hath not flesh and bones as ye see me here.

St Luke 24 ch 42 V—43 V. And they gave him a piece of bread and boiled fish and of an honeycomb V 3 And he took it and did eat before them.

St John ch 21 V 13. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them and fish likewise.

এখানে কেবল হাত পা দেখান নয়, মাছ রুটি খাওয়া পর্য্যন্ত বলে এবং spirit হলে মাংস অস্থি থাকে না বলিয়াছেন, ইহাতে শরীর কবর হইতে উঠে এসেছিলেন বলিতে হয়। উক্ত St. John Ch 20 V 17 স্পর্শ করিও না পিতাসহ এখনও দেখা হয় নাই Luke 24 Ch V 21 (vanished) অন্তর্ধান বাক্যে হৃদয় শরীরে স্বর্গে গমন ও স্থলদেহে শিষ্যগণ সমীপে আগমন স্পষ্ট বর্ণিত আছে। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কখন অশরীর কখন বা শরীর হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে; কিন্তু জেমস্ জন্ সকলেই বিশ্বাস করিয়া রক্তমাংসের দেহ পাইবেন এমত বিশ্বাস করেন; কিন্তু St. John III, 3, 5, 6 V be born again বাক্য আছে। পুরাতন

গতাগতি

১৩৯

বাইবেলে ইজিকেলের ৩৭ অ ১৪ ভাসে 'ঈশ্বরের স্পিরিট প্রবিষ্টে উত্থান বলে। সেন্টজন ১১ অ ২৪ ভাসে 'বিশ্ব বলিতেছেন I am resurrection and the life ইহাতে আডামের শরীরে ঈশ্বরের স্পিরিট ও সৈন্তদল দেহ সকলে তাঁরই স্পিরিটের প্রবেশ বটে এবং লেজারসের দেহে প্রবিষ্ট স্পিরিট ঈশ্বরগত। সুতরাং এই রিসারেকসনের ও আদি সৃষ্টি মধ্যে কোন বিশেষ নাই। দ্বিতীয় সৃষ্টি new spirit in old bottles and প্রথম সৃষ্টি new spirit in new bottles বলা চলে। কিন্তু old spirit in the new bottles তাঁর সাধ্যাতীত বলিলে সর্বাশক্তিমত্তার হানি ঘটে। ইজরাইলের ৩৭। ১৪ বাক্যে বৃহৎ সৈন্তদলের উৎপত্তিতে অভিনব দেহে নব ঈশ্বরগত স্পিরিট প্রবেশ বলে নাই কি? আর যদি শেষ দিবসের বিচারে বার স্বর্গ বা নরক হয় তাহা যদি সৈন্তসৃষ্টিবৎ সৃষ্টি জীবের হয় তবে যে পাপ করিল সে ফল ভোগ করিল না। একের পুণ্য বা পাপকল অত্রে ভোগ করা কথাটি কেমন কেমন মনে হয়। আমরা I corinthians 15 ch 44 V দেখিতে পাই It is sown a natural body it is raised a spiritual body.

I corinthians 15 ch 45 V, The first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit 47 V. The first man is of earth, earthy; the second man is the Lord from heaven.

I John 2 ch 16 V for all that is in the world, the best of the flesh---is not of the father but is of the world বিশেষ।

I John ch 5 8 V and there are three that bear witness in earth the spirit' the water and the blood these three agree in one.

I corinthians 15 ch 52 V On a moment, in the twinkle of an eye at the last trump ; for this trumpet shall sound and the dead shall be raised uncorruptible and we shall be changed.

St. John ch 3 V 5. Except a man be born of water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. এখানে blood বলে না, শুভরাং শূলদেহ স্বর্গে যায় না বলিতে হয়। যদি বিগুর দেহ ত্যাগের পর অভ্যুত্থানান্তর পরমপিতার নিকট গমন বাহা সেন্ট জনের ২০। ১৭ তে দৃষ্ট হয়, তাহা যদি সরক্ত, মাংস, অস্থিসহ হয় তবে সকলেই resurrection হইয়া স্বদেহে স্বর্গে গমন করে বলিতে হয়। নতুবা বিগুরকে যখন টমাস স্পর্শ করে তখন তাৎকালিক যিশুদেহ অভিনব দেহ বটে। বিগুর আত্মার নবদেহে আবির্ভাব, হাজার বর্ষ রাজত্ব (Rech 20 v4) স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও পুনর্জন্ম বলা চলিবে না কেন ?

সেন্ট জনের ৩ অ. ৩ ভাসের স্পষ্ট উক্তি—বে মানুষ পুনরায় জন্ম না নিয়া স্বর্গে যেতে পারে না। এই বে পুনর্জন্ম তাহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি। নব্য বাইবেলে কবর হইতে উত্থানের পর বিচারে উত্তম অধমস্থানে স্থিতি লাভ জন্ত গতিকেই রিসারেকসন বলিয়াছেন। সেন্ট জনের ১১ অ ২৪ ভাসে লেজারেসকে জীবিত করার পূর্বে বলিয়াছেন আমিই জীবন আমিই রিসারেকসন। সেন্ট জনের রিভিলেশান, ২০।৪ ও ৫ ভাস মৃতগণমধ্যে যাহারা বিগুর জন্ত বা ঈশ্বরের রাজ্য জন্ত মস্তক দিয়াছে পশু বা তার মূর্তি পূজে নাই কিংবা পশুর চিহ্ন শিরোদেশে বা হাতে ধারণ করে নাই এবং বিগুর সহ সহস্রবর্ষ বাস ও রাজত্ব করিয়াছে। আর যে মৃতগণ উক্ত সহস্রবর্ষ মধ্যে জীবন ধারণ করে নাই—ইহাই প্রথম রিসারেকসন বলা

হইয়াছে। Romani ch 11V. But if the spirit of him, that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. ইহা যদি বিশ্বাস মাত্র না হইয়া সত্যকার ঘটনা হয় তবে ইহাতে মৃতদেহকেই জীবিত করা resurrection বুঝা যায়। Revelation ch 20 4V. I saw the Souls of them that were beheaded কথাটি আছে। এই Soul ও Spirit দুইটি ভিন্ন পদার্থ। কারণ, 1 corinthians ch 15 V45. And so it is written—the first man Adam was made a quickening spirit ইহাতে অনুমান করিতে হয় স্বপ্নদেহ (soul) স্থূলদেহ (blood) সহ নাশ হয়। Spirit অর্থ আত্মা। Methews ch 10 v28. And fear not them which kill the bodies but are not able to kill the soul.

1 Peter Epistle ch 1 v9 even the salvation of your souls লোকে বলে, কবিও বলেন “Dust thou art to dust returnest was not spoken of the Soul” তাহাতে Soul স্বপ্নদেহ মৃত্যু সহ নাশ হয় না বলিতে হয়। শিশুর পুনরুত্থানের পর দুই ব্যক্তি ইন্সান বাইতেছিলেন শিশু তাঁদের সঙ্গ নেন ও তাঁদের গৃহে যান ও রুটী পরিবেশন করিয়া অন্তর্হিত হন। (1St Luke ch 34 2v 13-31) এ বিষয়ে cor—15 ch 47v. The first man is the earth, earthy, the second man is the Lord from Heaven. মানুষ মাতৃগর্ভে যে দেহ লাভ করে তাহা পার্থিব (earthy) ইহা car—ch 15v 49. And as we have born the image of the earthy we shall also bear the image of the

heavenly হইতে জানা যায়। 1 John ch 5 v8 and there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water and the blood and these three agree in one. সম্ভবতঃ এখানে spirit আত্মা, water কারণ সলিল বা স্থলদেহাত্মক কর্তৃরূপ অপ্ ও blood স্থলদেহ বলিয়াছেন। St. John ch3 v5 except a man be born of water and the spirit he can not enter in the kingdom of God—স্থল blood বলে নাই।

1 Peter Epistle—ch, v9—Even the salvation of your Souls, কথাটি আছে।

1 cor. ch 15 v42 & 44—30 also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption; it is raised in incorruption. V44. It is sown a natural body; it is raised a spiritual body.

Rev—ch 20 v13-14 And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them; and they were judged every man according to their works, 14—And death and hell were cast into the lake of fire. This is the death. যখন শিশু দেহ ত্যাগ করেন তখন সেন্টগণ কবর হইতে উত্থান করিয়া পবিত্র নগরে গমন করেন। St, Methews ch 27 v54 And the graves were opened; and many bodies of the Saints which slept arose. V 53—And came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared into many. ইহা কি পুনর্জন্ম নহে?

উপরি-উক্ত কথা হইতে resurrection ব্যাপারটির অর্থ second creation. তার কতক স্বর্গে স্থান পায় কতক নরকে যায়। ভাল বাদের দেহ হাড়রাদি ভক্ষণ করে সে দেহের কি গতি হয়? এবং আর একটা কথা এই যে, সেন্টরা যিশুর মৃত্যুকালে কবর হইতে উঠিলেন তাদের কি গতি হইবে, এবং death ও hell হইতে যে মৃতদেহ পাওয়া গেল, তারা বিচারের পূর্বেই নরকে গেল কেন? এই death কে? সে বাকে নেয় কোথায় রাখে? উপরে উল্লিখিত দুই Adam সম্বন্ধে বিচার্য এই যে, প্রথম Adam কে clay model তৈয়ার করতঃ তাহাতে জীবন দেওয়া হইলে ঐঞ্জেলগণকে ঈশ্বর বলেন যে, তোমরা ইহার নিকট হাটু গাড়িয়া উপাসনা কর। সকলেই ঈশ্বরাদেশ পালন করিলেন; কেবল Satan বলিলেন, আমাদের তৈজসদেহ (firy) মৃতদেহের পূজন শোভনীয় নহে। তখন ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গ ভ্রষ্ট করেন (Hebrew ch 1 v6 & comp PS. ch v4) কোরানে ২৩০ প্যারায় উল্লিখিত দেখা যায়। এইরূপ মানবের সৃজন সহ শয়তানের শক্ততার আরম্ভন। এই যে মানব দেহমন্দিরে ঈশ্বরের পূজন ইহা পশ্চাৎ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শয়তানের সাহকার অপূজন ভাবটাই বলবৎ আছে। Romans ch 8 V 16 বলে। The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. I corinthians 15ch 47 v. The first man is of the earth, earthy, the second man to the Lord from the heaven. Angel গণ তৈজস দেহধারী উহা সূক্ষ্ম শরীর বলা বাইতে পারে। মানুষ স্থূলত্যাগে সূক্ষ্ম লইয়া স্বর্গ-নরক গতাগতি করে। যিশুও বলেন I am the resurrection, the life (St John ch II v 25). ইহা সাবুজ্য মুক্তি বলা যায়। ১২

দেহ সম্বন্ধে কবি বলেন, And things are not what they seem. Paul Hebrew II ch ৩ ও V. The worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. James ch 4 v 14—for what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time and then vanished away. I John 2 ch 16 v—for all that is in the world, the best of the flesh and the best of eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Lust মায়ার আহঙ্কারিক সৃষ্টি জগৎ।

I Thessabnias ch 5 v 5. Ye are the children of the light, and children of the day. We are not of the night not of darkness. ইহাতে ঈশ্বরের দীপ্তালোক। Night ঋতুদে ঋতু মন্ত্রের রাত্রি (১০।১২০ হ)। (ঋ ১০।১২৯।৩ ও ৬।৪৭।১৮) তম বা মায়ার। ঋ ১০।৮২।২ মন্ত্রের অনুবাদ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার যেন এক অস্থায়ী অদৃশ্য সৃষ্টি তাহা ইন্দ্র আপন জ্যোতিষ্মারা বিনষ্ট করিতেছেন। ঋ ১০।৮২।৬ সেই অজ্ঞাত পুরুষের নাভিদেশে সৃষ্টি সংস্থাপিত ছিল ইহাই সেই গর্ভ কুস্মাটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা জল্পনা করে। তদ্রূপ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভি হইতে ব্রহ্মা ও কর্ণমল হইতে মধুকৈটভের উৎপত্তি বর্ণিত। নিদ্রিত অর্থ মায়ার নিদ্রাবৃত। গীতায় ২।৬৯ “বস্ত্রাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ।” ঋ ১০।১২৯।৩ তম আগমনে তমাবৃত প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি বর্ণিত। সেই জগ্গই বা আ ১।৩।২৮ মন্ত্রে “অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা হিমমৃত্যুং গময়” সরল প্রার্থনা রহিয়াছে। বাইবেলে ক্ষুদ্র

গতাগতি

১৪৫

বৃহৎ সৰ্ব্ব পাপেরই একদণ্ড বিহিত নরক । এইটী সঙ্গত মনে হয় না ।
 লঘুপাপে গুরুদণ্ড না হইয়া স্বৰ্গ ও নরকের মধ্যে মর্ত্যে পূৰ্ব্বকৰ্ম্মফল
 ভোগ ও পাপত্যাগের জন্ত পুনরায় স্থাপনটী সুসঙ্গত মনে হয় নাকি ?
 যেমন অল্প বয়স্ক নব অপরাধীকে reformatoryতে সুধরাইবার সুযোগ
 দেওয়া হয় । যিশুর পূৰ্ব্ববর্তী যারা তাদের যিশুকে জানিবার বুঝিবার
 জন্ত একটা সুযোগ দেওয়া উচিত নয় কি ? The Acts ch 13 v 36
 For David after he had served his own generation by
 the will of the God, fell on sleep and was laid unto
 his fathers and saw corruption. ঈশ্বরের আদেশ পালনাস্তর
 corruptionএ গতিরূপ দণ্ড কেন ?

John Alias Mark ও প্রচারক Paul মধ্যে ঘোরতর মতভেদ
 ছিল । The Acts ch 15-V-37 দেখা যায় যিশু King of Jews
 বলিয়া crucified হন । Paul সৰ্ব্বজনহিতে যিশুর উৎপত্তি বলেন ।
 অত্রে ইহুদীর জন্ত মনে করেন । Circumcision লইয়াই মতভেদ
 বটে । যিশুর উক্তিতে সেন্ট মেথিউ 6 ch-10-V-5 6. These
 twelve Jesus sent forth and commanded them saying,
 go not unto the way of the Gentiles, and into any
 city of the Samaritans enter ye not. P V 6 But go
 rather to the last sheep of the house of Israil. ইহুদী-
 গণ মধ্যেই দ্বাদশ শিষ্যকে প্রচার করিবার আদেশ দেন । যিশুর কবর
 হইতে অভ্যুত্থানের পর যে তিনি শিষ্যগণকে আদেশ দেন তাহাতে St
 Mathews ch 28-V-19 go ye therefore and teach all
 nations. বাক্য আছে সেখানে Nation অর্থ Israil বংশের কোন
 শাখীয় ব্যক্তিগণকে বুঝায় । বাইবেলে এক এক শাখা এক এক নেশান

বলিয়া উক্ত হয়। Genisies 25-V-23. And the Lord said unto her, Two Nations are in thy womb এবং Genesis 23-V-18 ঈশ্বর এত্রামকে বলিতেছেন And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed.

সে বাহাই হউক, বিশু শিষ্যগণের উক্তি মার্যবাদপূর্ণ। যদি সব বাচ্চকের ইন্দ্রজালবৎ সৃষ্টি হয় তবে গতাগতি কথার কথা। ভাগবতপুরাণে রাসলীলার বর্ণনে ভগবান্ ১৬ হাজার গোপী ও ১৬ হাজার কৃষ্ণ সৃষ্টি করেন ও রাত্রিশেষে উহারা কুয়াসার ত্রায় বিলীন হয়। উক্ত পুরাণে অত্ৰত্র ব্রহ্মা গো ও রাখাল হরণ করতঃ এক বৎসর রাখেন, কৃষ্ণ গো ও রাখাল সৃষ্টি করেন। এক বৎসর এই নবসৃষ্ট রাখাল বৃন্দাবনের গো পালন করে ও গোগণ বৎস ও ক্ষীর ননী প্রদান করে। যখন বর্ষ-অন্তে ব্রহ্মা রাখাল ও গো প্রত্যর্পণ করেন, তখন নবসৃষ্ট গো ও রাখাল কোথায় উধাও হইয়া গেল তার কোন চিহ্ন থাকিল না। অমোঘ বাক্ ঈশ্বর বলেন Be and it is. Let there be light and there was the light. বাক্ সৃষ্ট পদার্থ পাঞ্চভৌতিক নহে। বাক্ বা শব্দ আকাশের গুণ আকাশে লয় হয়। কোন কিছু অবশেষ থাকে না অর্থাৎ না থাকিলেও আছে বলিয়া বোধ হয়। বতক্ষণ বাতুবিজ্ঞার খেলা চলে ততক্ষণ সব আছে। সমাজ সংসার সব ঠিক। তখন স্বর্গ নরক গতাগতিও ঠিক ইহা আপেক্ষিক সত্য বলিয়া অভিহিত। বেদান্ত বলেন, “ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবব্রহ্মৈব নাপরঃ।” ব্রহ্মে অজ্ঞান আধারে রজ্জু-সর্পবৎ জগৎ প্রতিভাত হয় মাত্র। অজ্ঞানের গতাগতি।

সাধন

স। পরমাত্মা একাই ধন প্রকৃতপক্ষে আর সব অধন।
 ইহাই সাধন। ঈশ্বর আছে, “মা গৃধঃ কস্তস্বিদ্ধনম্” ধন কোথায়! বে
 গৃধ করিবে। জগৎ মায়িক। এই জগতই শ্রুতি আত্মাকে প্রিয়তম
 বলিয়াছেন—“তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োঃ বিত্তাৎ প্রেয়ো অগ্ন্যাত্
 সৰ্ব্বস্মাত্ অন্তরতরং বদরমাত্মা।” বৃ আ ১।৪।৮। সচরাচর দেখা যায়,
 রাত্রে হঠাৎ গৃহদাহ ঘটিলে লোকে পুত্রাদি ত্যাগে নিজপ্রাণ বাঁচাইবার
 জন্তু ধাবিত হয়। আবার বিবম রোগাক্রমণে বলে এখন প্রাণ
 গেলে আমি বাঁচি। সুতরাং প্রাণ পুত্র হইতে প্রেয় “আগ্নি” প্রাণ
 হইতে প্রেয়। “কতমো বাজ্রবদ্যঃ সৰ্ব্বান্তরো বোহশনায়্য পিপাসে
 শোকং মোহং জরাং মৃত্যুন্ অত্যতি। এতং বৈতমাত্মানং বিদিত্বা
 ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈবণার্য্যশ্চ বিত্তৈবণার্য্যশ্চ লৌকৈবণার্য্যশ্চ ব্যুখ্যায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং
 চরন্তি।” বৃ আ ৩।৫।১। অতঃ পর আছে “তমেতৎ বেদানুবচনেন
 ব্রাহ্মণাঃ বিবিদ্যিস্বস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন (কাম অনশনং
 কৃত্বা) এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ
 প্রব্রজন্তি।” বৃ আ ৪।৪।২২। এই মন্ত্রে উক্ত পুত্রৈবণাদি ত্যাগের
 বাক্যটিও আছে। মননাৎ মুনি। গুরু বাক্য বেদান্ত বাক্য সত্য
 এই শ্রদ্ধা সহ পরমত খণ্ডনে স্বমত স্থাপনই মনন। ঈশা উপনিষদে
 সংক্ষেপে (জগত্যাং জগৎ) জগৎ বিনাশশীল তেন ত্যক্তেন নখর জন্তু
 তাহা ত্যাগে (ব্রহ্মানন্দং) ভূঞ্জীথা উপদেশ বাক্য আছে। সাধন—
 গীতার বলিয়াছেন—“সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” এই
 পরমাত্মাই এখানে মাং শব্দার্থ। কারণ, কঠ শ্রুতি বলিয়াছেন—পর-
 মাত্মা কি প্রকার? “অতঃ পরাধৰ্ম্মাদতঃ অধৰ্ম্মাদিত্ত্বাত্মাৎ কৃত্যকৃত্যং।

অথত্র ভূতাক্ত ভব্যাক্ত বস্ত্তং পশ্যসি তদ্ বদ ॥” ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্ম ইহীতে
 বিলক্ষণ বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ইহীতে অত্র অর্থাৎ ত্রিকালাতীত ।
 কৃতাকৃত অর্থকৃতকার্য্য এবং তাহার কারণ অকৃত ইহীতেও অত্র । অর্থাৎ
 কর্ম্মদ্বারা নিষ্কিন্ন ব্রহ্মলাভ ঘটে না । ঋতিও বলিয়াছেন, “নাস্তি অকৃতঃ
 কৃতেন ।” “ন চক্ষুবা গৃহতে নাপি বাচা নাত্মৈদে বৈস্তুপসা কর্ম্মণা বা ।
 জ্ঞানপ্রসাদেন বিগুহসংস্কৃততত্ত্ব তং পশ্যতে নিম্নলং ধ্যায়মানঃ ।” অথত্র
 আছে “বদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ । বুদ্ধিচ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহঃ
 পরমাং গতিম্ ॥” রুদ্ধেজ্রিয়ক্রিয়া অর্থাৎ অকর্ম্ম অবস্থাই পরমগতি ।
 কার্য্যই কর্ম্ম এবং তাহার কারণ বলায় কি বুঝিব ? গীতায় (৩।২৭)
 ভগবান্ বলিয়াছেন—“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ।”
 প্রকৃতিই কর্ম্মের কারণ । এই দৃশ্য প্রপঞ্চ কার্য্য, প্রকৃতি তাহার
 কারণ । ব্যাকৃত অবস্থা কার্য্য এবং অব্যাকৃত ভাব কারণ । যেমন
 বটবীজ কারণ, বটবৃক্ষ কার্য্য । এই কার্য্য ও কারণ ইহীতে অত্র
 পরমাত্মা । গীতায় ৭।৪-৫ প্রকৃতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ।
 এক পরা, অত্র অপরা । অপরা প্রকৃতি ক্ষর পঞ্চমহাভূত মন বুদ্ধি
 ও অহঙ্কার । পরা জীব অক্ষর । পরমাত্মা এই উভয় ইহীতে
 বিলক্ষণ “বস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ । অতোহস্মি
 লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥” ১৫।১৮। গীতা ৮।৩ “অক্ষরং
 পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে । ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥”
 এখানে কর্ম্ম ভূতের সৃষ্টি, বুদ্ধি বা স্থিতি এবং সর্গের বিনাশ বা
 লয় কর্ম্ম বলা ইহীয়াছে । ঋগ্বেদে ১০।৮১।১ এই বিশ্ব প্রলয়ে হোতা
 রুদ্ধ বিশ্ব আপনাতে আহতি দেয় যেমন প্রাণায়ি হোত্রে অনগ্রাস
 বৈশ্বানর অগ্নিতে আহতি দেয় তেমনি । এজ্ঞ কেহ কেহ
 বিসর্গ অর্থ অগ্নিহৌতাদিতে আহতি প্রদান বা ত্যাগকে কর্ম্ম

বলেন। অক্ষর পরব্রহ্ম, স্বভাব অধ্যায় অধি+আত্ম অর্থাৎ আত্মা অধি বা আশ্রয় করিয়া স্থিতি। আত্মা অর্থ দেহ। দেহ আশ্রয়কারী দেহীভাব স্বভাব বলায় গীতোক্ত পরাপ্রকৃতি গৃহীত হইতেছে। দেহ অপরাপ্রকৃতি হইতেছে। দেহীই দেহ ধারণ করেন জ্ঞাত “যয়েদং ধার্যতে জগৎ” (গীতা ৭।৫) বাক্যটি রহিয়াছে। দেহ জীবাণু হইতে বিরাট দেহ পর্যন্ত সর্বদেহকে লক্ষ্য করে বলিয়া অপরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত। অক্ষর পরব্রহ্ম এই ক্ষর দেহ ও পরিচ্ছিন্ন অক্ষর দেহী হইতে স্বতন্ত্র বলা হইতেছে। এই ক্ষর ও অক্ষর লইয়া জীব-জগদাত্মক বিশ্ব বা দৃশ্যপ্রপঞ্চ। গীতার ৯।৪-৫ “ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভূত চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” অব্যক্ত মূর্তি আমা কর্তৃক এই সব জগৎ তত ব্যাপ্ত। সুতরাং সর্বভূত আমাতে স্থিত (বলিতে হয়) কিন্তু সর্বভূতে আমি অবস্থিত নই। অর্থাৎ সর্বভূত আমা হইতে বিলক্ষণ। আমার যোগমায়ার ঐশ্বর্যবশে মনে হয় যে, সর্বভূত যেন আমাতেই স্থিত কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমান্র আধারে রজ্জুসর্পবৎ স্থিত। ভূত সকল আমাতে স্থিত নহে। মম আত্মা অর্থাৎ আমি ভূতভূৎ ভূতভাবন কিন্তু ভূতস্থ নহি। শ্রুতিতে আমি বা অহং ব্রহ্মকে বলা হয়। গীতা ৭।২৪-২৫ “অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মত্তন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যর-মনুত্তম ॥ নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ। সুচোহয়ং নাভি-জানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥” অব্যক্ত আমাকে (পরমাত্মাকে) অন্তবুদ্ধি ব্যক্ত ভাবাপন্ন মনে করে। আমার অন্ততম অব্যয় পরভাব না জানিয়াই ব্যক্ত মনে করে। লোক যোগমায়াসমাবৃত আমার অব্যক্ত অব্যয় অবস্থা সকলের নিকট প্রকাশ্য নহে। আমার অজ্ঞ

অব্যয় ভাবই যে স্বরূপ তাহা লোকে মৃত্যু জ্ঞান না। ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৫ “স্বধা অবস্তাং প্রবতি পরস্তাং” Self supporting principle beneath and energy aloft যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বৃক্ষস্থ আম বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ দেখাবায় না, অপ্রকাশ তাহার আকর্ষণ কার্য্যটি দৃষ্ট হয়। তিনি যোগমায়াবৃত থাকায় প্রকাশ পান না। যোগমায়াকে ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তমঃ বলিয়াছে। সেই তমাবৃত হইয়া সৃষ্ট স্থিতি বিনাশ কর্তারূপে যেন প্রকাশ পায়েন। অব্যয় হইতে ব্যয়শীল বিনাশশীল উৎপন্ন হইতে পারে না। অব্যয়ে পরিবর্তন সম্ভবে না। মায়াজ্ঞান লোকে মনে করে। ঋ ৬।৪৭।১৮ “ইন্দ্রো মায়ান্তিঃ পুরুষং ঈয়তে।” ইন্দ্রই ব্রহ্ম মায়াদ্বারা বহুরূপ হন। “ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং ঐসিঞ্চু প্রভবিঞ্চু চ।” ১৩।১৬ গীতা। “অবিভক্তঞ্চ ভূতেশু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।” পরমাত্মা অক্ষর অব্যয় সর্বব্যাপী জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নির্বিবকার। তিনি অকর্তা। অবিভক্ত একমাত্র হইলেও বিভক্ত বহুরূপে যেন স্থিত। স্তবরাং কর্তৃত্ব আরোপিত গীতা ১৩।২৯ “প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ। যঃ পশুতি তথাত্মানমকর্তারং স পশুতি॥” সেই পরমপুরুষ কেবল অকর্তা নন। উপাধিগত জ্ঞান স্বরূপভষ্ট অক্ষর দেহী ও অকর্তা। কারণ, কোন বস্তু তাহার স্বভাব ত্যাগ করে না। প্রকৃতিই কার্য্যের কারণ। এই যে স্বরূপ জ্ঞানলাভ তাহা সাধন সাপেক্ষ। ছান্দোগ্যে বলে “আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্থিতিঃ স্মৃতিলাভে সৰ্ব্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।” আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্তশুদ্ধি হইলে নিজস্বরূপের স্মৃতি লাভ ঘটে, তাহাতে মায়ার আবরণ জনিত যে বন্ধনগ্রহী তাহা ছিন্ন হয়। পাশবদ্ধে জীব, পাশমুক্তে শিব। আহারশুদ্ধি ও অর্থ রাজসিক তামসিক আহাৰ্য্য ত্যাগে সাত্বিক

ভোজন গ্রহণ এবং ইন্দ্রিয়গণের আহাৰ্য্য বিষয় পঞ্চক তাহার ত্যাগ বা সংযম করিলে গুরুকৃপায় ব্রহ্মানন্দ লাভ ঘটে। শাস্ত্রে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্ত্বাধরের জন্ত বিভিন্ন প্রণালীতে চলিবার আদেশ দৃষ্ট হয়। যাহারা ব্যবহারিক সত্ত্বায় স্থিতিশীল তাঁদেরও উদ্দেশ্য এই—ক্ষুধাতৃষ্ণাজরা মৃত্যুসঙ্কুল পৃথিবীর অসহনীয় দুঃখপাশ হইতে স্বর্গে দেবলোকে দেবতার সালোক্য সামীপ্য সাক্ষ্য লাভ ও তৎ-পশ্চাৎ দেবভাসহ সাধুজ্য লাভই মনুষ্যজীবনের স্বতন্ত্রতা। অর্থাৎ দেব উপাসকের দেব উপাসনায় দেবচিন্তা করিতে করিতে দেবতাই হইয়া যাওয়া উপাসনার উদ্দেশ্য। তাহাই “দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়” বাক্যে ভগবান্ গীতার বলিয়াছেন। হরিণ চিন্তায় হরিণ হওয়া ভরতের জীবনে দেখা যায়। তেলাপোকা কুমরে পোকা চিন্তনে কুমরে পোকা হয় বলে। পারমার্থিক সত্ত্বায় ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মই হইয়া যান। এই যে দেবতার স্বরূপপ্রাপ্তি জন্ত পরিচেষ্টা তাহাই সাধন বলিয়া অভিহিত হয়। পারমার্থিকে ইহা সাধন চতুষ্টয় লাভানন্তর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অবলম্বনে লভ্য। ভগবানে হিরণ্য-কশিপু বা শিশুপালের গ্রায় তন্ময়তাকে সাধন বলে। কেহ প্রগাঢ় ভক্তিই একমাত্র উপায় বলেন। কেহ দান্তই উপায় বলেন। মুক্তি চাহেন না।

গুরু

গু গুহা। গুহা অন্ধকার পূর্ণ হয় আলোক প্রবেশের পথ
 না থাকায়। রূ প্রকাশ করা। গুহার অন্ধকার দূর করতঃ যিনি
 প্রকাশ দ্বারা গুহা আলোকিত করেন তিনিই গুরু। বুদ্ধিই গুহা।
 উহা দর্শনশাস্ত্র মতে জড়। উহাকে জ্ঞানালোকে যিনি উদ্ভাসিত
 করেন তিনিই গুরু। বুদ্ধির জড়ত্ব স্বত্বদেব স্ববি জানিতেন তাই
 তিনি “বীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” বাক্যে স্মপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের শেষ
 ভাগে স্মপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। যিনি বুদ্ধিকে প্রেরণা করেন
 তিনিই গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা উপাস্ত। বুদ্ধির প্রেরক যে দেবতা তাঁহাকে
 যিনি চিনাইয়া দেন তিনিই গুরু। মন বুদ্ধি অন্তঃকরণ। করণ কর্তার
 সাহায্যকারী মাত্র কর্তা হয় না। করণের পরিচালয়িতা কর্তা করণ
 হইতে পৃথক। করণ জড়। জড় কখন কর্তা হয় না চেতনই
 কর্তা হয়। জড় অর্থ বার সংজ্ঞা নাই। নিজেকে বা অত্মকে
 জানিতে পারে না বা আপনা-আপনি কিছু করিতে পারে না।
 কোন কিছু জানাকেই জ্ঞান কহে। যাহা জানে তাহাকে জ্ঞেয়
 কহে। যে জানে তাহাকে জ্ঞাতা কহে। এই জ্ঞাতা চেতন হইবে।
 চেতন জ্ঞাতারই জ্ঞান। জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপ; দেহমাত্রই জড়।
 স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ সবই জড়। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়
 তিন কোষ লইয়া সূক্ষ্ম শরীর। অন্নময় কোষ স্থূলদেহ বহিরাবরণ।
 মৃত্যুতে উহা নাশ হয়, অত্ম দেহদ্বয় সাধারণ মৃত্যুতে মরে না।
 কারণ, শরীরকে আনন্দময় কোষ বলে। পাঁচ কোষের মধ্যে কেবল
 অন্নময় কোষ মৃত্যুতে মরে। আর বাকী চারি কোষ বা সূক্ষ্ম কারণ

দেহবয় মরে না। উহা অল্পময় কোবরূপ খাঁচা ত্যাগে উৎক্রমণ করে। স্বর্গে বা নরকে বায় বা নূতন দেহ লাভ করে। এই পঞ্চ কোবের আবরণে দেহী আবৃত হইয়া দেহে বাস করেন। ইহাই মনুষ্য জীবন। দেহী চেতন। দেহী জ্ঞাতা, দেহীরই জ্ঞান। দেহী কর্তা ভোক্তা বলিয়া উক্ত হন এবং ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধাদিকে প্রেরণ করেন দেহী। বাহ্য কেন উপনিষদে বলা হইয়াছে। এই দেহী কে? বুদ্ধির প্রেরক উপাশ্র দেবতা ধী পূর্বেই বলা হইয়াছে। উপাশ্র দেবতাই কি তবে দেহী? এই বে সংশয় ইহা নিরাকরণ করেন যিনি তিনিই গুরু। সাধারণতঃ লোকে মনে করে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ তাঁহারা সত্য নির্ধারণ করেন। বে বুদ্ধি বিচার করিবে সে যদি দা-কুড়ালের দ্বায় জড় হয় করণ মাত্র তবে বিচার কে করে? গীতার ভগবান বলিয়াছেন (১৫।১৫) “মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ” তাহাই বুঝি আ “অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্ব অমুভঃ” ইতি। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান্ মত্তঃ শব্দ প্রয়োগ করায় সেই ঈশ্বর হইতে স্মৃতি জ্ঞান অপোহ (তর্ক) আগতা ইহা বলা হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যে এই বে হৃদয়ে আত্মা (জীবাত্মা) তিনিই ব্রহ্ম তিনিই সব অমুভব করেন বলা হইয়াছে। অমুভব জ্ঞান। যত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যত দেহে আছে তাহা দিয়া যে জ্ঞান উপহিত হয় সেই ব্রহ্মই তাহার মূল। ব্রহ্মই সকল ইন্দ্রিয়াদির পরিচালয়িতা। অর্থাৎ যত প্রাণীর যত ইন্দ্রিয় সব ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়। স্বা ৩।৩৭।২। স্বায়েদে ইন্দ্রই ব্রহ্ম। এক ইন্দ্র সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কর্তা। সব ইন্দ্রিয় ব্যবহার জ্ঞাত জ্ঞান এক ইন্দ্রেরই। এজন্ত ইন্দ্রের এক নাম সহস্রাঙ্ক অর্থাৎ ইন্দ্রই সব অমুভব করেন; সুতরাং ইন্দ্র জ্ঞান-স্বরূপ। তাই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” তবে দেহে দেহে দেহীর সংখ্যা অনন্ত তাহার ইন্দ্রিয়াদির পরিচালয়িতা

স্বতন্ত্র নহে কি? এই সংশয় দূর করেন যিনি তিনিই গুরু। এটা সাপ না রজ্জু এই সংশয় অন্ধকারেই হয়। বুদ্ধি নিশ্চয় করিতে পারে না। নিশ্চয় করেন যিনি তিনি সর্বদেহে একমাত্র? কি অনন্ত? বেদে বলে সর্বব্যাপী আত্মা অখণ্ড নিষ্ক্রিয় নির্লিপিকার অকর্তা অভোক্তা। তাঁর মন প্রাণাদি নাই, নিরিন্দ্রিয় নিরবয়ব। গীতা ১৩।৫-৬ শ্লোকে বলে “মহাভূতাত্ত্বজ্ঞানো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্সিয়গোচরাঃ ॥৫॥ ইচ্ছা দ্বেষঃ স্নেহঃ দ্বেষঃ সংঘাতচেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতন্ ॥ ৬ ॥” এই সকল ক্ষেত্র বা দেহের সম্পদ। আত্মার বা দেহীর নহে। ষট্ দ্রষ্টা ষটাং ভিন্ন আয়ে দেহী এই সকলের দ্রষ্টা জ্ঞাত এই সকল হইতে পৃথক্। তবে দেহীই কি ব্রহ্ম? অজ্ঞ শিষ্যকে জ্ঞানদান করিয়া এই সব সংশয় দূর করেন যিনি তিনিই গুরু। বত জ্ঞান তা ব্রহ্মের তিনি জ্ঞানস্বরূপ তবে গুরুর জ্ঞান কি তাহা হইতে পৃথক্? আর যদি গুরুর জ্ঞান ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়, তবে গুরু ও ব্রহ্মে প্রভেদ কি? প্রভেদ নাই জ্ঞানই বলে “গুরুব্রহ্ম গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥” ব্রহ্মই গুরুদেহে জ্ঞানদাতা। ইন্দ্রই সর্ব অলুভবকর্তা। শিষ্যের বেদেহী গুরুরও সেই দেহী। ব্রহ্মই দেহী। ব্রহ্ম অকর্তা অভোক্তা দেহী কর্তা ও ভোক্তা অধচ উভয়ের একতা ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। যিনি এই সংশয় নাশ করেন তিনিই গুরু। দেহী সহ যে মন বুদ্ধাদির সম্বন্ধ নাই তাহা গাঢ় নিদ্রাকালে বুঝা যায়। স্নেহ দ্বেষ মনের ধর্ম, বখন বখন মন নাই তখন তখন স্নেহ দ্বেষ নাই জগৎ নাই। যেমন ক্লোরোকরম, মূর্ছা, গাঢ়নিদ্রা ও সমাধিকালে মনের স্পন্দন রুদ্ধে স্নেহ দ্বেষ বা জগৎ বোধ নাই। গাঢ় নিদ্রাকালে যার দেহে বিষম ব্যাধি বা শৌকার্ত্ত তার সে সব দ্বেষ স্মৃতি ভাসে না। যার বহু সম্পদ

লাভ জন্তু সুখভাব তারও সেই সুখভাব তখন ভাসে না। নিজদেহ
 কি পরদেহ পৃথিবীদেহ বা চন্দ্রসূর্য্যের দেহ কোন দেহ তখন ভাসে
 না। কেবল ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির লয় হয়, জ্ঞী-পুত্রাদির চিন্তাও লয়
 পায়। ধন জন ঘোবন সব সহ সম্বন্ধ রহিত হয়। জাগ্রতে যে সম্বন্ধ
 ভাসে তাহা আরোপিত। যেমন চাঁদের নাচুনি। জলের স্পন্দন
 চান্দে আরোপ করিয়া চান্দের নাচুনি দেখে, চান্দ বস্তুত নাচে না।
 তেমনি মনের স্পন্দন দেহীতে আরোপ করিয়া দেহীর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব।
 এই সকল সংশয় ও বিপরীত ভাবনা গুরু হইতে শ্রবণ মনন দ্বারা দূর
 হয়। বস্তুতঃ দেহী কর্তা ভোক্তা নহে। কোন বস্তু তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ
 করে না। জীবভাবে ব্রহ্মও তাঁর নিষ্ক্রিয়ত্ব ত্যাগ করেন না। ঘটাকাশ
 মঠাকাশ সহ মহাকাশবৎ জীবব্রহ্ম ভাব। ঘট নাশে ঘটাকাশ মহাকাশ
 আর ছুই থাকে না একীভূত হয়, তেমনি দেহ উপাধিনাশে দেহী ও ব্রহ্ম
 এক হইয়া যায়। অজ্ঞান অবিজ্ঞা জন্তু ভেদ বুদ্ধি গুরু জ্ঞান আলোকের
 প্রকাশে অজ্ঞান আঁধার দূর করেন। তাই প্রবাদ—“গুরু গুরু কহনা
 সবসে শেয়ানা। গুরুদেব বিনা নহি ভাগজাগে গুরুদেব বিনা নহি
 প্রীতিলাগে গুরুদেব বিনা নহি গুরুহৃদয় গুরুদেব বিনা নহি
 মোক্ষপদম্ ॥ জয় জয় গুরু মহারাজ গুরু গুরু পরব্রহ্ম সদ্গুরু
 গুরু।” মাতাই প্রথম গুরু, তৎপর পিতা গুরু এবং শেষে জ্ঞানদাতা
 আচার্য্য গুরু।

ধর্ম

ধ্বংস ধারণে ধাতু ইহিতে ধর্মশব্দ নিষ্পন্ন। ধারয়তি ইতি ধর্ম। ধর্মশব্দ দ্বারা ধারণকর্তা পুরুষকেও বুঝায়। যেমন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। তিনি বিচারপূর্বক বীরের কর্মফল ধারণ করেন। “তস্মিন্নপো মাতরিখা দধাতি।” মাতরিখা অর্থ বায়ু। “বায়ুর্বে গৌতমঃ তৎসূত্রং” বু আ—সূত্রান্না কার্য্য ব্রহ্মই কর্মফল দাতা ধাতা। “ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতঃ সূত্রে মণিগণা ইব।” গী ৭।৭। তাহা সমর্থন করে। “সর্ব্বস্ত ধাতারমচিস্তুরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।” গীতা ৮।২। গীতা ৭।৫ “জীবভূতাং মহাবাহো! যস্মৈদং ধার্য্যতে জগৎ” বাক্য আছে। যখন জীব নাই, তখন জগৎও নাই। যেমন স্রষ্টি কালে। গাঢ় নিদ্রাকালে যখন জীব স্বরূপ গত তখন জগৎ কোথায়? মাল্যের সূত্র মণি আবরণে আবৃত থাকে। মন বা অবিজ্ঞা আবরণে জীব জগৎ। যখন যখন মন নাই তখন তখন জগৎ নাই। যেমন Chloroform কালে, সূর্য্যকালে, স্রষ্টিকালে। ঈশোপনিষদের ১৫।১৬ মন্ত্রে বে আবরণ-দ্বারা জীবত্ব দেবত্ব প্রভৃতির বিকাশ তদপগতে জীবত্ব দেবত্বাদি লয়ে পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্-ই থাকেন দেখান ইহঁয়াছে। এই আবরণই ক্ষেত্র বা জগৎ। তাহার অন্তরালে সত্য বস্তু নিহিত, তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, আবরণেরই বিক্ষেপে ক্রিয়াশীলতা লক্ষিত হয়। বাহা স্বপ্নে ১০।১২৯। ৫ সূক্তে “স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ” বাক্যে বলা ইহঁয়াছে। ঈশার ১৫।১৬ মন্ত্রেও জীবত্ব কর্ম। কর্মফলে গতাগতি। সকলই আবরণ সহ অপগত ইহঁয়াছে দেখা যায়। জীব (মানব) উপাসক পূষণ দেবতার উপাসনা করিয়াছেন। যদি ঐ অবস্থায় তার

মৃত্যু ঘটিত তবে তাকে কর্মফলে “দেবান্ দেববজ্রো বাস্তি” (গী ৭।২৩) বাক্যানুসারে পূষণ লোকে গতি হইত ও কর্মফলে পুনঃ দেহলাভ নিশ্চয় ঘটিত। ঐ সকল কর্ম ও কর্মফল মজুদ থাকিলেও আবরণ উন্মোচনে তৎসহ অপগত হইয়াছে দেখা যায়। ধারণতি পরব্রহ্ম ইতি ধর্ম। জ্ঞানই মন বাক্যের অগোচর পরব্রহ্মকে ধারণ করে। যেমন “ধর্ম-সংস্কৃতেভ্যঃ” ২।৭ গী। ধর্মশব্দ জ্ঞান বুঝাইতেছে। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” ধর্ম আত্মা অর্থে মাণ্ডুক্য কারিকার বহুস্থলে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রায়শাস্ত্রে ধর্ম বিশেষণকে বলে। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির ধর্ম। জলের শৈত্য ধর্ম ইত্যাদি। স্বভাবকেও ধর্ম বলে, যেমন জীবধর্ম পশুধর্ম। আচার-ব্যবহারকেও ধর্ম বলে। যেমন আশ্রমধর্ম বর্ণধর্ম। রাজধর্ম আপদধর্ম মোক্ষধর্ম। মোক্ষজ্ঞানে এখানে মোক্ষধর্ম জ্ঞানকেও লক্ষ্য করিতেছে। মনুতে “আচারঃ প্রভাবো ধর্মঃ” বলিয়াছেন। জৈমিনি “চোদনা লক্ষণোহর্থঃ ধর্মঃ” বলিয়াছেন। গীতার ভগবান্—“সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” বাক্যে ধর্মীধর্মরূপ সর্ব কর্ম ত্যাগ বলিয়াছেন। পুণ্যাত্মক কর্মকে ধর্ম বলে। কাম কর্মবীজ অবিদ্ধা হইতে হয় এজন্ত ঈশার ১৫। ১৬ শ্লোকে অবিদ্ধা আবরণ বিদূরিতে ধর্ম উপাধিসহ অপগত। সর্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কোন ধর্ম কর্ম বা গুণ নাই। ঐ সকল উপাধিগত। যেমন লোকে চন্দ্রের নাচুনি না থাকিলেও জলের নাচুনি চন্দ্রে আরোপ করিয়া চন্দ্রের নাচুনি দেখিয়া থাকে। তেমনি মনের স্পন্দন আত্মায় আরোপ করিয়া আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলিয়া থাকে। যেমন সূর্য্য নিত্য একরূপ আকাশে বিচরণ করেন। মধ্যাহ্ন সূর্য্যই সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থা। তত্রাচ সূর্য্য অন্তকালে স্বীয় কিরণরাশি আপনাতে সংহত করিয়া লয়েন ও উদয়কালে তাহার বিস্তার করেন এমন কল্পনা করা হইয়া থাকে। চন্দ্রের কোন রশ্মি

নাই তাহা আমার চন্দ্রে প্রত্যক্ষীভূত হয়। তত্রাচ চন্দ্রের নাম শীতাংশু বলিতে বাধা নাই। সমুদ্রজলে নীল না থাকিলেও সমুদ্র নীলায়। লোকে সদাই বাহা বাহাতে নাই তাহাতে তাহা আরোপ করিয়া কথা-বার্তা বলে। ঐ সকলে ঐ সকল ধর্ম—“অবিজ্ঞমানোহপি অবভাসতে।” যেমন বায়ুস্বোপে আঁধারে দৃশ্য দৃষ্ট হয় তেমনি অজ্ঞান আঁধারে এই জগৎ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপীজন্ত নিশ্চল, নিশ্চল জন্ত নিষ্ক্রিয়, নিষ্ক্রিয় জন্ত অবিক্রিয়, অবিকৃত জন্ত অব্যয় অক্ষর নিত্য তাহাতে পরিণাম কল্পনা বা কর্তৃত্ব কল্পনা সাহস মাত্র। (গীতা ১৩।৫-৬) “মহাত্মাতত্ত্বং হকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দর্শকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়-গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃৎং হৃৎং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥” বাক্যে মন ইচ্ছাদি সবিকার ক্ষেত্রের ধর্ম বলায় উহা নির্বিকার ক্ষেত্রজের ধর্ম নয় জানা বাইতেছে। এজন্ত প্রভুর ইচ্ছা না থাকায় সৃষ্টিকর্ম প্রভুর ইচ্ছায় হয় না জানা বাইতেছে। মায়া আবরণে ঐ সকলের অবস্থিতি। মায়া আগমনে জীবত্ব। জীবত্ব হিরণ্যগর্ভ কার্যব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্র কীটাদি পর্যন্ত সর্বত্র একই আবরণ জন্ত। ঐ আবরণ নাশের জন্ত বে পরিচেষ্টা তাহাই সাধন বলিয়া উক্ত হয়। ঈশা উপনিষদে আবরণ নাশবোগ্য দেখাইরাছে। ঐ উপনিষদের উপাসক রজোগুণে নানাত্ব দর্শন করিতেছিলেন। যেমন গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—“পৃথক্তেন তু বজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ভিধান্। বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥” পরে আহাৰাদি শুদ্ধ ও সদৃশকর রূপায় সত্ত্বগুণ প্রবুদ্ধ হইলে একেশ্বরবাদী হইয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে “আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধে ধ্রুবানুভিঃ স্মৃতিলাভে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ॥” মনুষ্য স্মৃতিব্রংশ দেবতা। ব্রংশস্মৃতি জাগিলেই স্বরূপে দেবত্বলাভ। বেদে কর্মদ্বারা দেবত্ব লাভের

দৃষ্টান্ত আছে। বেদে আছে—সুধন্বা আদিত্যসের পুত্রগণ ও মরুদগণ কৰ্ম্মদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। “দেবো ভূত্বা দেবানপ্যোতি।” মানুষে দৈবী সম্পদ ও আত্মরী সম্পদ নিহিত আছে। তাহা গীতার ভগবান বলিয়াছেন—“দৈবী সম্পদ বিনোক্ষায় নিবন্ধায়াত্মরী মতা।” অল্প অর্থ প্রাণ তাহা বাহার আছে সেই অত্মর। সুতরাং অত্মর অর্থ প্রাণী, বাহ্য প্রাণী সাধারণের ধর্ম বা সম্পদ তাহাই আত্মরী সম্পদ। (Society friendship and love)। সমাজ ঘেহ প্রীতি এই সব পিপীলিকা, পক্ষী, পশু আদি প্রাণী সাধারণে দৃষ্ট হয়। এজন্ত বাহারা এই সকলের উন্নতিকল্পে প্রবৃত্তিমার্গে জীবনবাচনই মহাত্ম মনে করেন, কৰ্ম্মনিষ্ঠ তাহারা আত্মরী সম্পদে মত্ত। এই সকল ত্যাগে নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ দৈবী সম্পদ। ঋতি বলেন “ভেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্ত।” মায়িক পার্থিব সম্পদ ত্যাগে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ। ইহাই জ্ঞানমার্গ বা নিষ্ঠা। আত্মজ্ঞান হইলে এই নিবৃত্তিমার্গই মনুষ্য জীবনের কৃতকৃত্যতা। যদি চ স্বপ্ন ও জাগ্রত দৃশ্য উভয়ই একই মনের স্পন্দন জাত। উভয়েই তৃপ্তি, সন্তোষ ও ভয় আদি তুল্যাতুল্য তত্রাচ দীর্ঘহেতু জাগ্রত ব্যবহারিক সম্বা বলিয়া অভিহিত হয়। তাহাতে স্থিতিকালে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধারণার্থ আইন-কানুনকে ধর্মশাস্ত্র বলে। সকল সভ্যসমাজেরই ব্যবহারিক শাস্ত্র আছে। মায়ার অনর্থকারী এই জগতে সুশৃঙ্খলে বসবাস জন্ত বে নিয়মাদি মানিয়া কৰ্ম্ম করিতে হয় তাহা ধর্ম বলিয়া কথিত হয়। দেশকালাদিভেদে ব্যবহার পৃথক্ হয় জন্ত ধর্মের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। বাহা সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে তাহাই ধর্ম। ঐরূপে উদ্ধি যতে অনেনেনি ধর্মঃ। কেহ টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, এরোপ্লেন, এটমিক্ ব্যোম ডেট্রারাদিই সমাজের উন্নতিকর মনে করেন। কেহ সমাজের লোক যত ভোগসামগ্রী উৎপন্ন করে ও তাহার ভোগ করে

তাহাই উন্নতির লক্ষণ মনে করেন। অস্বদেশের প্রাচীন পদ্ধতি তাহার বিপরীত দেখা যায়। ভোগ ত্যাগে দেহাভিমান ত্যাগে দেহী বিনি নিত্য তাঁরই অনুসন্ধানে সমাজবদ্ধ জীবকে স্বয়ংক্রমে নেয় উন্নতি করে বলেন অর্থাৎ একে পারমার্থিক সত্তার শ্রেষ্ঠতা দেখেন। অপরে ব্যবহারিক সত্তার প্রবৃত্তিমার্গই জীবনের ব্রত বলিতে চান। এই ব্যবহারিক সত্তার মানবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন। যাহা গীতায় “চাতুর্কর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। এবং ব্রাহ্মণকৃত্রিবিশাং শূদ্রাণাম্ পরস্তপ! কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু’নৈঃ ॥ ১৮।৪১ এই বাক্য হইতে তাহা সমর্থিত হয়। সকল সভ্যসমাজেই এই চারিভাগ দৃষ্ট হয়। Missionary, Military, Merchant and Manual labourer—অতিদূঃসময়েও মিশনারিগণ মিলিটারীর কাজে ভর্তি হন নাই। উপাসনাই তাঁদের জীবনব্রত। ইহা বর্ণবিভাগ বলিয়া উক্ত হয়। বর্ণও আশ্রমধর্ম—ই সচরাচর ধর্মশব্দ বাচ্য হইয়া থাকে। সর্বত্রই প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ ক্ষত্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। বর্তমান সমাজে এই ক্ষত্র বর্ণের অভাব জন্ম সর্বত্র বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইয়াছে। এখন দেশে আপৎকাল উপস্থিত। আপদ্রুতই যেন চিরতরে যার যার ধর্ম হইয়া না দাঁড়ায়, তজ্জন্ম বর্তমান কালের কর্মকর্তাগণকে অবহিত হইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচর্য্য সহ স্বাবলম্বন পরহিতে কর্মকরণ, গুরুজনের গুণাবাদি অভ্যস্ত হইত। রৌদ্র-বৃষ্টি প্রভৃতিও সহ করিতে অভ্যস্ত হইত। ক্ষুধাতৃষ্ণা সহনশীলতা স্বভাব হইয়া যাইত। ভোগ বিলাস ত্যাগ যতদূর সম্ভব কম সামগ্রীদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহীরা ত্যাগের পথে চলিতে শিখিত। বর্তমান স্কুলের ছাত্র পাঠ ও খেলা ব্যতীত অল্প কিছু করা অকর্তব্যই মনে করে। চুরট, হাট, বুট, নেকটাই প্রভৃতির ব্যবহার সহ বিলাসী হইয়া থাকে। গৃহে খাইবার না থাকিলেও

শিবরাত্রি

১৬১

ফুটবল খেলার বা সিনেমার টিকিট কিনিতে বিরত হয় না। এই সব কুশিক্ষার সহায় পিতামাতাই হইয়া থাকেন। পিতামাতার দৃষ্টান্ত অল্পসারে পুত্রকথাগণ চলিয়া থাকে, এজন্ত পিতামাতার আচার-ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলা কর্তব্য।

শিবরাত্রি

শিবরাত্রির অর্থ শিব ও রাত্রি বা শিবের রাত্রি অথবা শিবই রাত্রি। শিবই রাত্রিস্বরূপ। রাত্রি যেমন আপনি সব আচ্ছন্ন করতঃ ক্রিয়াহীন অবস্থায় উপনীত করে যাহাকে হেতুমদগণ দৈনন্দিন প্রলয় বলেন। গীতায় ৮।১৮ শ্লোকে বলে “রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।” তেমনি শিব তমোগুণে আচ্ছন্ন করতঃ সব সংহার করিয়া আপনাকে শবরূপে নিষ্ক্রিয় করেন। এসিঞ্চ দেবতা শিব, রাত্রিকেও গ্রাস করিয়া একক বিরাজিত থাকেন। কেহ বলেন, রাত্রি শিবকে তমঃ আবৃত করতঃ আপন বশে লইয়া থাকেন। তখন তিনি কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভরূপে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্তা হন। পূর্ণাৎ পূর্ণমুদ্যতে (মায়ী উপাধিযোগে)। রাহুগ্রস্ত দিবাকর রাহু-ছায়ামুক্তে যেমন স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, তেমনি কার্যব্রহ্ম মায়ামুক্তে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হইয়া থাকেন, ভাগবত ২।৮।১০ “মুক্তাশ্রমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ ॥” ষা ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে— “তম আসীৎ তমসাগুতমগ্রে ২ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। তুচ্ছ-

নাভূপিহিতং যদাসীত্তপসান্তম্মহিনা জায়তৈকম্ ॥” কেহ প্রসিদ্ধ কালিকা-
 মূর্তি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, উহা ঋ ১০।১২৩।৫ মন্ত্রে যে ‘আছে
 “স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।” বাক্যে (self supporting
 principle beneath and energy aloft) তাহাই প্রতীকে
 দর্শিত। লোকে স্থাপ্ত স্থিতি নাশকারিণী দেবীকেই পূজা করে।
 পদনিম্নে স্থিত শবরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষ অলক্ষ্যেই থাকিয়া যান। শ্বেতা-
 শ্বতরে বলে “যদাহতমন্ত্র দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।”
 ভাগবতপুরাণে বলে (১২।১৩।১২ শ্লোকে) “সর্ববেদান্তসারং যৎ
 ব্রহ্মত্বৈককঙ্কলক্ষণম্। বস্তুধ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥”
 গীতা ২।৬৯ শ্লোকে বলে “যা নিশা সূর্যভূতানাং তস্তাং জাগর্তি
 সংযমী ॥” শিবই সাধারণ চক্ষুে নিশা বা রাত্রি সংযমীর দিবা বা
 উজ্জ্বল। “বরেণ্যং ভগঃ। জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ন তত্র স্থর্যো ভাতি।”
 পেচকের নিকট প্রখর সৌরকিরণ অন্ধকার বলিয়া প্রতীত হয়।
 তেমনি সহস্রসুখসন্নিভ সেই পুরুষ রাত্রি বা অন্ধকার সদৃশ মনে হয়
 লোক সাধারণের। যে মতে শিবের রাত্রি শিবরাত্রি তাঁহারা রাত্রিকেই
 মায়ী জানিয়া বলিয়াছেন। রাত্রি বা মায়ার যোগৈশ্বর্য লইয়াই স্থাপ্তি
 হয়। গীতা ৯। “পশু মে যোগমৈশ্বরম্।” সুপ্রসিদ্ধ ঋতুকাণ্ডে ঋক্মন্ত্রে
 বলে “ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাৎ তপসোহধ্যাজ্যত ততো রাত্রাজ্যত।”
 এই রাত্রি দিবারাত্রির রাত্রি নহে। কারণ, উক্ত মন্ত্রের পরবর্তী পংক্তিতে
 বলে “অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্ত মিসতো বশী।” রময়তি রামাভিঃ সহ ইতি
 রাত্রি। সেই পুরুষ প্রকৃতি সহ রমণ করেন (ইহাই নিত্য রাসনীলা)
 তাহাতে “প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরম্।” গীতা ৯।১০ “মায়াদ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ
 স্মরতে সচরাচরম্।” ভাগবতপুরাণে “আত্মমায়ামৃতে রাজন্! পরস্তাহ-
 ভবান্বনঃ। ন ঘটেত্ভার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্রদ্রষ্টুরিবাঙ্গসা ॥ ১৥ বহুরূপ

শিবরাত্রি

১৬৩

ইবাভাতি মায়রা বহুরূপরা রমমাণো গুণেষুতা মমাহমিতি মন্ততে ॥”
 ২ ॥ হে রাজন্! আত্মমারা ব্যতীত আত্মদেহে পরব্রহ্মের অহুভব সম্ভবপর
 নহে। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদেহাদিসহ সম্বন্ধ নাই। এই দৃষ্টপ্রপঞ্চ
 যে বহুজনে প্রতিভাত হয় তাহা বহুরূপী মায়ার কার্য। যখন
 তিনি অন্তর্ধামীরূপে দেহাদি গুণসম্পদে অণুপ্রবেশাত্মক রমণ করেন,
 তখন আমি আমরা ইত্যাকার বুদ্ধি ভাসে। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে মায়াই
 নিদ্রা বা রাত্রি নামে ব্যবহৃত। বিষ্ণুর রাত্রিতে মায়ী নিদ্রায়ুত
 অবস্থায় ব্রহ্মা ও মধুকৈটভের উৎপত্তি বর্ণিত দেখা যায়। মায়াকে
 অন্নও বলে। মুণ্ডকোপনিষদে “তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে।
 অন্নাৎ প্রাণঃ” ইত্যাদি বাক্য আছে। ব্রহ্মাশ্রয়া রাত্রি বা অন্ন বা মায়ী সর্বত্র
 দৃষ্ট হয়। কেন না, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বাহ্য কিছু সত্য মিথ্যা হউক সবই
 সর্বব্যাপী ব্রহ্মাশ্রয়েই হইবে। মায়ী যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাশ্রয়া নহে
 তাহা ভাগবতের ২৯।৩৩ শ্লোকে দৃষ্ট হয় “ঋতেহর্থঃ যৎ প্রতীয়েত ন
 প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিজ্ঞাদাত্মনো মায়্যাং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥”
 এ জন্তই ভাগবতে পুনঃ পুনঃ উক্তি দৃষ্ট হয় “অবিজ্ঞমানোহপি অব-
 ভাসতে।” যেমন রাহুর ছায়া না সূর্য্যে স্থিত না রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের
 দ্রষ্টায় স্থিত কিন্তু ভাসে। ইহাও তেমনি না জীবে না শিবে স্থিত
 অথচ ভাসে। ঋগ্বেদেও ৬।৪৭।৪৮ মন্ত্রে “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুরূপ
 ঈয়তে” বাক্য আছে। যেমন একখানি তরঙ্গায়িত আয়না (অর্থাৎ
 তার কোন অংশ plane কোন অংশ convex এবং কোন অংশ
 concave) তাহাতে যুগপৎ একই ব্যক্তির নানাপ্রকার প্রতিবিম্বপাত
 হয়, তেমনি মায়ারূপ দর্পণে শুদ্ধ-মলিনাদি ভেদে জীব ঈশ্বরাদি
 প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। এমনি শিবের রাত্রি বলা হয়।
 সাধারণে শিবের ব্রত পূজার জন্ত নির্ধারিত তিথিতে

বিশেষে রাত্রিপূজার যে ব্যবস্থা শাস্ত্রে রাখিয়াছেন, যাহা মহারাত্রি বা মহামায়ার রাত্রি বলিয়া অভিহিত হয় তাহাই শিবরাত্রি। ঐ রাত্রি শীত অপগতে বসন্ত সমাগমে নববর্ষের সূচক। শিব ও রাত্রি যাদের মত, তাঁদের শিব অর্থেই ব্রহ্ম তত্ত্ব। “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।” “প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমর্থেতম্।” এবং রাত্রিমায়ার বা প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ বিবেক। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে প্রাকৃত যাহা তাহা নেতি করিয়া পারিশেষ্যাৎ যাহা লভ্য তাহাই শিবমর্থেতম্। গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহার পূর্ণ বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা ৩। ২৭ “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিশূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥” গীতা ১৩। ২৯ “প্রকৃত্যেব তু কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ। যঃ পশুতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশুতি ॥” গীতা ১৪। ১৯ “নান্যঃ গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দৃষ্টাহমু-পশুতি। গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্ত্রাবং সোহধিগচ্ছতি ॥” এজ্ঞাত্ব স্বর্থেদে ১০। ১২৯। ৬ মন্ত্রে “কো অজ্ঞাবেদ ক ইহ প্রবোচৎ। কুত আজাতা কুত ইয়ং বিন্শ্টিঃ। অর্বাগ্দ্দেবা অশ্রু বিন্শ্জ্জেনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬। ইয়ং বিন্শ্টির্ধ্বত আবভূব। যদি বা দধে যদি বা ন ॥ যো অস্ত্রাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্থসো অজ্ঞবেদ যদি বা ন বেদ ॥” অর্থ-কেই বা তত্ত্ব জানে। ইহ জগতে কেই বা বলিবে? এই যে সৃষ্টি তাহা কোথা হতে কেমনে জাত হইয়াছে। দেবগণ মানবের স্বাক্ষি সিদ্ধিদাতা তাঁরাও সৃষ্টির পরভাবী স্তুরাং সৃষ্টি বিষয়ে তাঁদের সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। দেবতারাই যদি না জানে তবে আর কে জানিবে? এই সৃষ্টি যাহা হইতে জাত যদি কেহ ইহাকে ধারণ করেন বা করেন না! যিনি পরম ব্যোমবাসী ইহার অধ্যক্ষ পুরুষ তিনিই হয়তঃ জানিতে পারেন অথবা তিনিও জানেন না। এই জ্ঞাত চণ্ডীতে দেবতা

বখন মহানিদ্রায়ুত তখন ব্রহ্মাদির সৃষ্টি বলা হইয়াছে। নিদ্রাকালে কি
 কি হয় না হয় তাহা কেহ জানিতে পারে না। এজন্ত গাঢ় নিদ্রা
 হইতে উখিত হইয়া বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। কিছুই
 জানি না। ধারণ করা না করা বিষয়ে গীতার ৯।৪-৫ স্পষ্ট বর্ণিত
 “নয়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং
 তেষবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্।
 ভূতভ্রম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥” জগৎ তাতে থাকে না
 তিনিও জগতে থাকেন না ধারণও করেন না। না রজ্জু সর্প,
 না রজ্জুতে সর্প স্থিত, না সর্পে রজ্জুস্থিত। তবে গীতার ৭।৮
 শ্লোকে বলে যে “জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।” পঞ্চভূত ও
 মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি অপরা প্রকৃতিজাত যে জগৎ তাহা জীব মায়ী দেহে
 ধারণ করে। তাহার অর্থ এই যে জীবভাব জগৎভাব সমসাময়িক।
 উপাধিযোগে জীবভাব। মায়ী উপাধিযোগে দৃশ্য দেহাদি প্রপঞ্চের নানাস্থ।
 “নেহ নানাস্থি কিঞ্চন।” ব্রহ্মে নানাস্থ নাই। মায়ী আবরণ অপগতে
 না জীবভাব থাকে না জগৎ থাকে তাই মাণ্ডুক্য বলিয়াছেন, “প্রপঞ্চোপশমং
 শান্তিং শিবমদ্বৈতম্।” ভাগবতে ১২।১১।৫ “মায়্যাত্মৈর্নবভিস্তম্বৈঃ স
 বিকারময়ো বিরাট্” ইত্যাদি। এই যে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক তাহাই শিব
 ও রাত্রি পৃথক্ জানিয়া কেন উপনিষদে বলিয়াছেন “তদ্ বিদিতাদথো
 অবিদিতাদধি।” যাহা মায়ীর আবরণে স্থিত তাহা বিদিত ও অনির্কচনীয়া
 মায়ী স্বয়ং অবিদিতা-জন্ত তাহা হইতে অতিরিক্ত সেই পুরুষ—“তমসঃ
 পরমুচ্যতে।” চতুর্দশী তিথি গ্রহণ এইজন্ত ঐ দিন শেষ কলাবিশিষ্ট চন্দ্র
 ও তাহার আবরক রশ্মির শেষ মিলন। তৎপর অমাতে রশ্মি থাকে না,
 কৃষ্ণচন্দ্র একাই থাকেন। যেমন গীতার ৬।২৩ শ্লোকে বলে “তং বিদ্বাদ্ভূত-
 সংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্।” আমার চন্দ্র স্বরূপ চন্দ্র। আর পূর্ণচন্দ্র

১৬৬

প্রবন্ধাবলী

স্বর্গ্যরশ্মির আবরণে আবৃত (তাই ঈশ উপনিষদে বলা হইয়াছে “হিরণ্যমেন্য
পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখং)” আমাদের নেত্ররূপ যন্ত্রখানি এমন ভাবে
গঠিত যে, আমরা চক্ষুদ্বারা এই ক্ষুদ্র স্বর্গ্যকে দেখিতে পাই না, আধার
দেখি। এমন কি রাহগ্রস্ত দিবাকর দর্শনার্থ কাচথণ্ডে কালি মাখিয়া তবে
স্বর্গ্য দেখিতে হয়। এমন স্বর্গ্যাপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ বৃহত্তম যে ব্রহ্মরূপী
স্বর্গ্য তাহা এই চক্ষু চক্ষু দেখিতে পায় না, তাই কৃষ্ণ বা রাত্রি মনে করে
সেই পরম শিবকে।

স্বদেশ

স্ব এর দেশ বা স্থানকে স্বদেশ বলা যায়। স্ব কে? অহং বা আমি
নামা ব্যক্তিকে স্ব বলে। তাঁর দেশ বা স্থানই স্বদেশ। ব্যাকরণে স্ব+অ=স্ব
স্বর্গ অস্তিত্বায়ুত বা নিত্য এজন্ত অহং নামা আত্মাই স্ব। এই অহং নামা
ব্যক্তি যে স্থান দখল করেন তাহা তাঁর স্থান বা দেশ। এজন্ত যার যার
দেহ তার তার দেশ বলা যায়। প্রতি পুরুষের অন্তঃকরণ আছে। তাহা
চারি ভাগে বিভক্ত—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। তন্মধ্যে চিত্ত মনে ও
অহঙ্কার বুদ্ধিতে অন্তর্ভুক্ত করতঃ মন বুদ্ধিদ্বয়ই অন্তঃকরণ কখন বা বুদ্ধি
মনের অন্তর্ভুক্ত মনই অন্তঃকরণ কখন কখন বা মন বুদ্ধিতে একীকরতঃ
বুদ্ধিকে অন্তঃকরণ বলে। এই বুদ্ধিতে বা অহঙ্কারে অহং নামা ব্যক্তির
স্থান শাস্ত্র নির্দেশ করে। বুদ্ধিরূপ গুহাতে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র প্রমাণ আমি নামা

আত্মা অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। অন্তরে থাকিয়া মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-গণকে বশায়িত্ব নিয়মিত করেন। এজন্য অন্তর্যামী আমি বা অহং নামা ব্যক্তিকে বলা হয়। আত্মাকে ব্রহ্মও বলে এজন্য ঐ বুদ্ধিরূপ গুহা বা হৃদয় “দিব্য ব্রহ্মপুর” বলিয়া উক্ত হয়। এই ব্রহ্মপুর আমি নামা ব্যক্তির ধাম দখলের স্থান বা দেশ। যদি অহং নামা ব্যক্তি স্ব হন তবে উহা তাঁর স্বদেশ। পুরুষ জন্মিয়া মাতৃকোড়ে স্থান পায়। মাতার দেহ তার স্বদেশ হয়। তৎপর পিতা ভ্রাতাদের কোড় তাহার স্বদেশ হয়। তৎপর শরন গৃহ তার স্বদেশ হয়। তৎপর মহকুমা স্বদেশ হয়। তৎপর জিলা স্বদেশ হয়। তৎপর প্রদেশ স্বদেশ হয়। তৎপর দেশ তার স্বদেশ হয়। গীতার আছে—(১১।১৫) “পশ্চামি দেবাংস্তব দেবদেহে, সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষিংচ সর্বাভুরগাংচ দিব্যান্॥” সেই বিরাট বৈখানরের ত্রিভুবনব্যাপী দেহে দেব গন্ধর্ব্ব নর নাগাদি স্বর্গমর্ত্য পাতালবাসী সকলে বাস করেন। দ্বৌ-মন্তক চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু অন্তরীক্ষ দেহ পৃথিবীপাদ পুরুষের দেহে সকলে মাতৃকোড়ে বালকবৎ বাস করেন। এজন্য উহাও ঐ আমি নামা ব্যক্তির স্বদেশ। পুরাণেও এই উক্তি দেখা যায় “মাতা চ পার্শ্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবো শিবভক্তাশ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥” বেদে বলে স্ব বা আত্মা সর্বব্যাপী দেশ, কাল, পাত্র দ্বারা অবচ্ছেদ যুক্ত নহেন, স্তত্রাং তাঁর কোন দেশ হয় না। তিনি অদেশ জন্ত তাঁর কথা আদেশ বলিয়া কথিত হয়। এই আ সমস্তাৎ নির্দেশক ব্যক্তিকে দেশিক বলে। তিনি “অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ।” অস্তি (is) বলিয়া নির্দেশিত হন। তিনিই আছেন ইহা ঐক্যসত্য আর সব আপেক্ষিক সত্য মাত্র। সেই স্ব বা আত্মার দেশ বা স্থানাভাব। স্থান বা দেশ আপেক্ষিক কথার

কথা। মনের স্পন্দনে জগৎ। মন নাই যখন জগৎ নাই তখন। যেমন ক্লোরোফরম করিলে, মূর্ছাকালে, স্ন্যুপ্তিকালে ও সমাধিকালে মনের স্পন্দন নাই জগৎ নাই। স্ব এর দেশও নাই। যে মন স্পন্দনে স্বপ্ন দৃশ্য সেই মনস্পন্দনে জাগ্রৎ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে স্বতন্ত্র। আমি নামক ব্যক্তি দ্রষ্টা উভয়ত। তৃপ্তি, স্ন্যুখভোগ, ভয় ইত্যাদি উভয়ক্ষেত্রে সমান। দীর্ঘ ও হ্রস্ব এই প্রভেদ। যেমন বর্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র বলেন যে, একই প্রটাইলের মন্দ তীব্র গতি (Motion) জন্ত পদার্থ (Matter) ও (Motion) রূপ ভেদে ঘটে। তেমনই একই মনের স্পন্দন তারতম্যে স্বপ্ন জাগ্রৎ দৃশ্য ঘরে ভেদ ঘটে এবং বিজ্ঞান আরো বলেন, যাহা (Matter) পদার্থ তাহা স্পন্দন (Motion) এরই একপ্রকার ভেদ মাত্র। বস্তুতন্ত (Matter) নাই (Motion) স্পন্দনই সব কিছু। কখন কখনও মন স্পন্দনে যে জগৎ ভাসে তাহাতে স্বপ্ন দখল করার জন্ত যত কিছু আয়োজন। শুনিতে পাই “জননী জন্মভূমিঃ স্বর্গাদপি গরীরসী।” তাহাতে আগে জননী পশ্চাৎ জন্মভূমি; কারণ, ভূমিতে শয়নের পূর্বে মাতৃকোড়ে শয়নই ঘটিয়া থাকে। বিরাট বৈখানর দেহ মাতৃকোড় সদৃশ জন্ত ঋতিতে দক্ষিণাঙ্ক পুরুষকে ইন্দ্র (আত্মা) ও বামাঙ্ক পুরুষকে বিরাট তন্ত পত্নী বলিয়াছেন। বু আ উপনিষদে ৪।২।২-৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। তাঁর দেবদেহে দেব গন্ধর্ব্ব নগাদির বাসস্থান পূর্বেই গীতা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বিরাট সমষ্টিপ্রাণী আর পৃথক্ পৃথক্ দেহে স্থিত প্রাণী ব্যষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। আমরা অহরহ শুনি জন্মভূমি আমার জন্মভূমি। আমি নামা ব্যক্তির জন্মস্থান সকলেরই প্রিয় হয় এবং তাহা স্বহস্তে রক্ষণাদির জন্ত প্রাণ দিতেও বাধা থাকা কর্তব্য নহে। মিষ্টার আমেরী ও লড’ লিটন্ প্রভৃতির জন্মস্থান ভারত

তাহা তাঁহারা আপনাদের সুখ-সুবিধা মত রক্ষণপ্রয়াসী, এজন্ত প্রয়াস করিতে বাধা আছে কি? নেটালে ভারতবাসীর আবাসস্থান রক্ষার্থ যে পরিচেষ্টা সেটা আমার জন্মভূমি নয় আমাদের কাহারও আবাসস্থান নয় তৎক্ষণার্থ এত প্রযত্ন প্রয়াস বাক্যবিত্তাস তোড়জোড় চলিতেছে। মধ্য এশিয়া বাবরের মাতৃভূমি রক্ষার্থ বা শোভার্থ ভারতীয় 'মোগলের পরিচেষ্টা দেখা যায় না। মোগলগণের পরিচেষ্টা ভারতেই বিস্তৃত রহিয়াছে। আগ্রা দিল্লীকেই সুশোভিতা করিয়াছে। যারা ইম্পাহানী, গজনভী, সিরাজী, কান্দাহারী আদি স্বকৃত উপাধি জড়িত তাঁদের ইম্পাহান, গজনী, কান্দাহার, সিরাজনগর রক্ষার্থ গমন কর্তব্য বলা চলে কি? 'বীরভোগ্যা বহুধরা' যে যেখানে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ, তাই তাঁর স্থান বা দেশ হইয়া থাকে। অনিত্য জগৎ নিত্য স্ব-এর দেশ কষ্টকল্পনা মাত্র। এজন্ত এ সংসার বিদেশ বা মরীচিকাবৎ সুখলেশ বিহীন। বঙ্গদেশে এজন্তই—“সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম কেন অকারণ। মন চল নিকেতন” গানটি জনপ্রিয়। মায়াকৃত দেহরথে রথীর বেশে বিদেশীর বেশ। মায়ার দেওয়া রথ ত্যাগে স্বদেশ “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং (কঠ) সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।” বিষ্ণুর সহিত একীভূত ভাবই স্বনামা আত্মার নিত্যদেশ বা স্থান। মায়ার বা ক্ষেত্র প্রদত্ত (গীতা ১৩।৫৬) বেশে “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ।” “ভেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।” শ্রুতির অনুশাসন অনুসরণই আর্ষোচিত। এই পৃথিবীতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আধি-ব্যাধি জরা-মৃত্যু দ্বারা অহরহ পীড়িত হইয়া লোকে শান্তি না পাইয়া স্বর্গে শান্তি আছে মনে করে এবং তথায় যাইবার জন্ত বাইবেল, কোরানাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে ভগবানের নাম জপ ও স্তব-স্তুতি করিয়া থাকে। মানব ঈশ্বর হইতে আগত ঈশ্বরস্থানে যাওয়া স্বদেশে যাওয়া বলা যায়। পৃথিবীটা

১৭০

প্রবন্ধাবলী

একটা Reformatory। এখানে স্বধরাইলে স্বর্গ নতুবা নরক।
 Reformatory prison house এটিতে কর্ম জন্ত থাকা বাস কেহ
 করিতে চায় না স্বর্গহে ফিরে যেতে চায়। ঈশ্বরের স্থানই স্বর্গহ, তথায়
 ফিরে যেতে পারিলেই স্বদেশ লাভ ঘটে।

স্বদেশ লাভের জন্যে স্বর্গহে ফিরে যেতে চায়। ঈশ্বরের স্থানই স্বর্গহ, তথায়
 ফিরে যেতে পারিলেই স্বদেশ লাভ ঘটে।

শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপব্রহ্মচারীর

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১২১

শ্রীমভাগবত (১—৪ স্কন্ধ) ১২১

৩দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

শ্রীমত্তগবদগীতা

প্রথম ১৫১ দ্বিতীয় ১০১ তৃতীয় ১০১ তিনখণ্ড একত্রে ৩০১

জগবন্ধু মৈত্রেয়—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ ৩১

করুণাকণা ১১০

নিত্যকর্ম বিধি ১০

অমরেন্দ্রনাথ রায়ের

সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চণ্ডীদাস ১১০

বাবা গম্ভীরানাথ ১০

স্বদেশ মঙ্গল ১১০

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর—বক্তৃতা ও উপদেশ ১১০

আশাবতীর উপাখ্যান ১১০

যোগসাধন ১০

স্বামী বিশ্বদ্বানন্দগিরি সম্পাদিত

ঈশকেনকঠোপনিষদ ৩১

(মূল, অর্থ, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ)

ঈশ ১১০ কেন ১১০ কঠ ৩ মাণ্ডূক্য ১১০ মুণ্ডক ২১০

প্রব্র, তৈত্তিরির ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র

(মূল, অর্থ, টীকা, বঙ্গানুবাদ, শঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদসহ)

শ্রীশ্রী লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

